উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৮,৫৫৩.২০ (+১৫০৮.৯১)

নিফটি : ২৩,৮৫১.৬৫ (+৪১৪.৪৫)

ধনকরের নিশানায় সুপ্রিম কোর্ট
দেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে পারে না আদালত। সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা করে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের খোঁচা, দেশের শীর্ষ আদালত সুপার পার্লামেন্টের মতো আচরণ করছে। ৭

রাজ্যপালের সফর স্থগিত
বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের হিংসা কবলিত এলাকায় যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে না যেতে অনুরোধ করেন। এরপরই সফর স্থগিত রাখেন রাজ্যপাল। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩০°	৩০°	৩১°
সর্বনিম্ন	২২°	২১°	২১°	২১°

বিয়ের ফুল ফুটল দিলীপের ৫

৪ বৈশাখ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 18 April 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 328

স্বস্তি... তবু স্বস্তি নয়

ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি থাকলেও ভবিষ্যৎ কী, জানেন না ওঁরা। কলকাতার অবস্থান মঞ্চে বৃহস্পতিবার চাকরিহারারা।

ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্জিতে সাড়া দিল সুপ্রিম কোর্ট। চাকরিহারা অথচ আদালতের ভাষায় যোগ্য শিক্ষকদের সাময়িক সুবিধা মিলল। আপাতত তাঁদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হল। ফলে বেতন পেতে সমস্যা হবে না। যদিও এই সুযোগ চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে আবার নিযুক্ত হওয়ার অধিকার না পেলে তারপর আর কারও চাকরি থাকবে না।

এই ছাড় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার কিছু শর্ত দিয়েছে। প্রথম শর্ত, ৩১ মে'র মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে যে, তারা চলতি বছরেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করবে। ৩১ মে'র মধ্যে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শেষ করতে হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া।

যদিও এই সুযোগ শুধু শিক্ষকদের, চাকরিহারা স্কুলের গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি কর্মীদের জন্য নয়। তাঁদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের আগেকার নির্দেশ বহাল থাকল।

এরপর দশের পাতায়

ঘেঁটে ঘ

- হলফনামায় নবম-দশমে ৮.৫০ শতাংশ এবং একাদশ-দ্বাদশে ১৪.৪৭ শতাংশ বিকৃতির কথা বলা হয়েছে
- এসএসসি জানিয়েছিল, তারা সুপারিশ জারি করেছিল ২৩,১২৩টি। এরসঙ্গে বিনা সুপারিশে পর্ষদের করা ২,৮২৩টি সরাসরি নিয়োগ জুড়লে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২৫,৯৪৬
- এসএসসি'র হলফনামা অনুসারে ওএমআর দুর্নীতি এবং র‌্যাংক জাম্প মিলে মোট বিকৃতি ৪,৩২৭টি। সেইসঙ্গে বিনা সুপারিশে হওয়া ২,৮২৩টি নিয়োগ জুড়লে চাকরিহারার সংখ্যা ৭,১৫০
- এর আগে রঞ্জিতকুমার বাগ কমিটি ৩৮১টি গ্রুপ-সি এবং ৬০৯টি গ্রুপ-ডি নিয়োগকে প্যানেল বহির্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করে। এরাও বাতিলের তালিকায়
- আদালতে সিবিআই-এর দেওয়া হিসেব অনুসারে নবম-দশমে ৯৫২টি, একাদশ-দ্বাদশে ৯০৭টি, গ্রুপ-সি ৩,৪৮১টি এবং গ্রুপ-ডি'তে ২,৮২৩টি মিলে মোট ৮,১৬৩টি নিয়োগে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে

ক্লাসে ফেরা নিয়ে মনস্থির করেননি শিক্ষকরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকরা, যাঁদের নাম দুর্নীতিগ্রস্তের তালিকায় নেই, তাঁরা ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুল যেতে পারবেন। শুক্রবার তো গুডফ্রাইডের ছুটি রয়েছে। তারপর কি আলিপুরদুয়ার জেলার চাকরিহারা শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাস নিতে যাবেন? প্রশ্ন করতে গিয়ে কিন্তু কারও থেকেই স্পষ্ট জবাব মিলছে না। কেউ বলছেন আন্দোলন জারি রাখার কথা। কেউ বলছেন, বাকিরা যা করবেন, তাঁরাও সেটাই করবেন। তবে একটা কথা তো স্পষ্ট, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষকরা সাময়িক স্বস্তি পেলেও অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনও হতাশ।

বৃহস্পতিবারের রায়ে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের চাকরিতে যোগদানের কোনও নির্দেশ নেই। তাঁদের মধ্যে তো ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছেই, সেইসঙ্গে শিক্ষকরাও কিন্তু শিক্ষাকর্মীদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন। আর তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, আগামী জানুয়ারি মাস থেকে কী করবেন তাঁরা? নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিলে কতটা সফল হবেন, সেটাও অনিশ্চিত। চাকরিহারাদের একটা বড় অংশ তো আবার পরীক্ষায় বসতেও নারাজ।

যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের উদ্যোগে আন্দোলন চলছে। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার শাখার তরফে মৌমিতা পাল বলেন, 'শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের কথা তো গুরুত্বই পায়নি। আমাদের দাবি মেনে মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হয়নি। তাই সংগঠনের নির্দেশ মেনে আন্দোলন জারি থাকবে।' *এরপর দশের পাতায়*

ধন্দ যেখানে

- শেষপর্যন্ত সুপ্রিম রায় মেনে চার ভাগে হওয়া নিয়োগে কোন সংখ্যাটিকে বিকৃত এবং বাতিল হিসেবে ধরা হবে?
- চাকরি বাতিলের চূড়ান্ত হিসেব কষার দায়িত্ব এসএসসি নেবে, নাকি পর্ষদ?
- যদি পরীক্ষা হয়, তাহলে যাঁরা প্রথমে লিখিত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবেন তাঁরা ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে যাবেন কি না?
- পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে চাকরিহারা অভিজ্ঞরা বাড়তি কোনও সুবিধা কি পাবেন?

ওয়াকফ আইনে আংশিক স্থগিতাদেশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : আপাতত ওয়াকফ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ নয়। কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল ও রাজ্য বোর্ডগুলিতেও আপাতত অমুসলিম কাউকে নিয়োগ করা যাবে না। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের কয়েকটি অংশে বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ৫ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ।

ওই নির্দেশ অনুযায়ী নথিভুক্ত থাকুক বা 'বাই ইউজার' হোক, ওয়াকফ সম্পত্তির চরিত্রে এখন কোনও রদবদল করা যাবে না। আপত্তির জায়গাগুলি সম্পর্কে সাতদিনের মধ্যে কেন্দ্রকে নিজেদের অবস্থান জানাতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে একই রকম সময় দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের মতে, বিষয়টি সংবেদনশীল। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে বাস্তব পরিস্থিতি। তাই চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান কাঠামো ও ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা যাবে না।

আইনে অধিকার দেওয়া থাকলেও জেলা শাসকরা আপাতত ওয়াকফ সম্পত্তির চরিত্র বদলের কোনও পদক্ষেপ করতে পারবেন না। এই নির্দেশের সঙ্গে একমত বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানিয়ে দেন, অন্তর্বর্তী নির্দেশ কেন্দ্র মেনে চলবে। মামলার শুনানি চলাকালীন ওয়াকফ কাউন্সিল ও বোর্ডে অমুসলিমদের ঠাঁই দেওয়া হবে না বলেও আশ্বাসও দেন তিনি।

শীর্ষ আদালতের অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে আপ, সিপিএম এবং আইইউএমএল। সিপিএম নেতা এমভি গোবিন্দনের মতে, 'ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর কাছে এটা বড় প্রাপ্তি।' আইইউএমএল-এর সাধারণ সম্পাদক পিকে কুনহালিকুট্টি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত যে অবস্থান নিয়েছে, তা পক্ষপাতহীন। শেষপর্যন্ত কী হয়, সেটাই দেখার।'

এরপর দশের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

ভোরে সড়কে গজরাজ

চালসা, ১৭ এপ্রিল : এ যেন 'মেঘ না চাইতেই যেন জল'! জাতীয় সড়কের পাশে গজরাজের দর্শন পেয়ে যারপরনাই খুশি হলেন পর্যটকরা। বৃহস্পতিবার ভোরে মূর্তি থেকে জঙ্গল সাফারি যাওয়ার পথে বাতাবাড়ি-লাটাগুড়িমুখী জাতীয় সড়কের পাশে একটি হাতি দেখা যায়। সে সময় দক্ষিণ ধূপঝোরার মশিউর রহমান গাড়িতে ছয়জন পর্যটককে নিয়ে লাটাগুড়ির দিকে জঙ্গল সাফারির জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। জঙ্গলের রাস্তায় যাওয়ার পথে তিনি সড়কের পাশে ওই হাতিটি দেখতে পেয়ে গাড়ি দাঁড় করান। ওই সময় গাড়িতে থাকা পর্যটকরা হাতিটিকে দেখে বেজায় খুশি হন। হাতির ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পর হাতিটি জঙ্গলে চলে যাওয়ার পর তাঁরা রাস্তা দিয়ে ফের সাফারির রাস্তায় চলে যান।

জন্মদিন পালনে নতুন সাজে ঘুম স্টেশনে

স্টিম লোকোর ১২৫-এ পা

রাহুল মজুমদার

নতুন রূপে ৭৮২বি লোকোমোটিভ। বৃহস্পতিবার ঘুমে। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : এ যেন নিজের সন্তানের জন্মদিন পালন। জন্মদিনে সন্তানকে যেভাবে নতুন পোশাক পরিয়ে সাজিয়ে তোলেন বাবা-মা, অনেকটা তেমনভাবেই বৃহস্পতিবার দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বি ক্লাস স্টিম লোকোমোটিভের জন্মদিন পালন করল রেল। নতুন পোশাক পরানোর মতো রঙের প্রলেপ পড়েছে লোকো ৭৮২বি-এর শরীরে। বাঁধা হয়েছিল রিবনও। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেশের রাজধানী দিল্লি থেকে ছুটে এসেছিলেন আমন্ত্রিতরা। ছিলেন স্থানীয় অতিথিরাও। রিবন কাটার পর পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর রেলওয়ের চেয়ারম্যান ডঃ সিএম রমেশ ঘুম স্টেশনে যখন সবুজ পতাকা দেখালেন, তখন নতুনভাবে এগিয়ে চলল ইঞ্জিনটি, উচ্ছ্বসিত সকলেই। পরিবেশ আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে স্থানীয়দের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। ছিল বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি খাবারের ব্যবস্থাও। ১৯০০ সালে আজকের দিনেই তৈরি করা হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী বি ক্লাস স্টিম লোকোমোটিভ ৭৮২বি। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ওই স্টিম লোকো ১২৫ বছরে পা দিল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, '৭৮২বি লোকোমোটিভ স্টিম ইঞ্জিন ঐতিহ্যবাহী। ১২৫ বছর ধরে নিরলস পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাই এই দিনটি পালনের জন্য সামান্য কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।'

বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর রেলওয়ের সদস্যরা ডিএইচআর সেকশন ভিজিটে শিলিগুড়িতে আসেন। এখান থেকে সড়কপথে সোজা চলে যান দার্জিলিংয়ের ঘুমে। বিকেল চারটা নাগাদ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা ঘুম স্টেশনে আয়োজিত জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই স্টেশনটিতে স্টিম লোকো ৭৮২বি-র জন্মদিন উপলক্ষ্যে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্টেশনে পৌঁছেই প্রথমে রেলের সংগ্রহশালা ঘুরে দেখেন কমিটির সদস্যরা। এরপর স্টেশনে এসে রেলকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। লোকো ৭৮২ বি-তে করেই কমিটির সদস্যরা ঘুম থেকে বাতাসিয়া লুপ হয়ে ফিরে আসেন ঘুমে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। স্টেশনে ফেরার পর স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তাঁরা। এরপর সেখান থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে চলে যান কমিটির চেয়ারম্যান। জানা গিয়েছে, ডিএইচআরের পরিকাঠামো, পরিষেবার মান নিয়ে জেনারেল ম্যানেজার এবং ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনাও করেন তাঁরা। পরিকাঠামো এবং পরিষেবা নিয়ে খুশি স্ট্যান্ডিং কমিটি, দাবি ডিএইচআর কর্তাদের।

আজ টিভিতে

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সংসার সংগ্রাম, ১০.০০ নাগপঞ্চমী, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.১৫ দুই পৃথিবী, রাত ১০.১৫ বিক্রম সিংহ-দ্য লায়ন ইজ ব্যাক, ১.০০ অধিকার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.৩০ মন মানে না, সন্ধে ৭.১০ অগ্নি, রাত ১০.২৫ হামি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বদনাম, দুপুর ২.৩০ বাবা কেন চাকর, বিকেল ৫.৩০ চিতা, রাত ১০.০০ কাবুলিওয়ালা, ১২.০০ যমালয়ে জীবন্ত মানুষ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সমান্তরাল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার, রাত ৯.০০ তুফান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সম্পর্ক

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৭ ভুতনা, বিকেল ৫.২৬ রথনম, রাত ৮.৩০ স্কন্দ, ১১.৫২ তিস মার খান

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৫ হা ম্যায়নে ভি প্যায়ার কিয়া, বিকেল ৫.১১ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, রাত ৮.০০ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, ১১.০১ অরবিন্দ সমেথা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৭ রমন রাঘব ২, ২.১৬ মিলি, বিকেল ৪.২৪ হোটেল মুম্বই, সন্ধে ৬.২৭ জনহিত মে জারি, রাত ১০.৫৫ দোনো

রমেডি নাউ : দুপুর ১.৫০ বিগ মোমা'জ হাউস, বিকেল ৩.২৫ দ্য গ্রেট ডিক্টেটর, ৫.৩০ দ্য ইন্টার্নশিপ, সন্ধে ৭.২৫ ফলেন, রাত ১০.৩৫ বিগ মোমা'জ হাউস-টু

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

চেন্নাই ভার্সেস চায়না
বিকেল ৫.১১ অ্যান্ড পিকচার্স

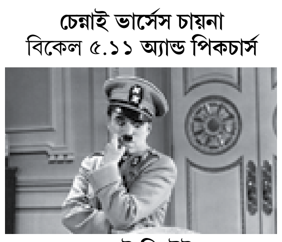

দ্য গ্রেট ডিক্টেটর
বিকেল ৩.২৫ রমেডি নাউ

ডেস্ট্রাকশন ডিকোডেড রাত ১০.২৮ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

NOTICE INVITING TENDER

Name of the work : Construction of Cement Concrete Road NIQ No. TUFANGANJ/05/2024-25 (2nd Call) Date : 17.04.2025 Memo No-321, dt. 17.04.2025. Start date of dropping tender-17.00 on 17.04.2025 to last date of dropping tender 17.00 on 02.05.2025. Tender opening date 06.05.2025.

Sd/- Chairman
Tufanganj Municipality
PO-Tufanganj, Dist-Cooch Behar

Office of the Panchayat Samity
Tufanganj-I Panchayat Samity
Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No. 1255 Date-17.04.2025, NIT No-01(EO)/2025-26. Last date of Bid submission are 28-04-2025. Intending tenderers may contact this office for details.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

কর্মখালি

আশিঘর নরেশ মোড় সংলগ্ন এলাকার ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে ব্যাক অফিসের জন্য ছেলে-মেয়ে এবং ডেলিভারির জন্য ছেলে প্রয়োজন। পিয়াজিও ও টাটা এসি চালানোর ড্রাইভার প্রয়োজন। স্যালারি আলোচনাসাপেক্ষ। ঘোগোমালি, আশিঘর এলাকার হতে হবে। M-9641075640, 9563622025. (C/116152)

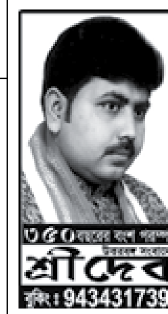

আজ শিলিগুড়ি
হোটেল- EMPEES
বিধান রোড,
সময়
দুপুর ১টা- রাত ৮টা
গ্রহের দোষ কাটিন
শ্রীদেবাচার্য্য
বুকিং: 9434317391/9163667741

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No 01/DEV/PHD/2025-26, Date.- 16/04/2025 and Last date for submission of Bids-24/04/2025 upto 3-00 P.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ০২-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১১-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বিজি-III সেকশনে (গেট নং. আরএম-৬৩ এবং আরএম-১১২) বিদ্যুতায়িত অংশে ইন্টারলকড গেটের জন্য ব্যাটারি, রিলে এবং আইপিএস রুম নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৩৬,৮৭,২৫২.৪০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৭৩,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙিয়া মণ্ডলে পিওয়ে কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ০৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অনুমোদিত কাজের বিপরীতে পি.ওয়ে কাজ "রঙিয়া মণ্ডলে- ডিইএন/III/রঙিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনের প্রজেক্ট আইডি- ০৮.০৪.৩১.২৪.৩.৫৫.০২১ থাকা পর্যায়ক্রমে ১০০ টি এসইজের নবীকরণ।" টেন্ডার রাশি: ৫৫,৮৩,৫১৫.৪৭/-টাকা। বায়না রাশি: ১,১১,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO: BANARHAT/EO/NIT-008/2024-25** Last date of online bid submission **24/04/2025 at 06.00 P.M.** respectively. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

W.B.C.A.D.C
SILIGURI-NAXALBARI PROJECT
P.O. MATIGARA, DIST-DARJEELING
E-Tender Notice No. 13/2024-25(2nd Call) dt. 17.04.2025 & E-Tender Notice No. 14/2024-25 (2nd Call) dt. 17.04.2025

WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for works : (i) Construction work of Glass Jar Hatchery Unit & (ii) Construction of Duck cum Fish culture for Integrated Fish Culture Programme, both works at Satvaiya Farm of WBCADC Siliguri-Naxalbari Project under RKVY Programme 2024-25. The intending tenderers/Agencies are requested to inspect the website **www.wb.tenders.gov.in** before quoting their rates from 21/04/2025.

Sd/-
Officer-In-Charge, Ph. 0353-2571404

এলএইচবি এসি কোচসমূহে শৌচালয়ের উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ডিবিডব্লিউএস-এনজেপিএইচ-০৩-২০২৫-২৬ তারিখ: ১১-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য ওয়ার্কশপ প্রবন্ধক, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CORRIGENDUM

Chairman, Alipurduar Municipality Published Corrigendum vide eNIQ No. 2/2024/PW-10/ Alipurduar (2nd Call), Dated 22.03.2025, Tender ID No. 2025_MAD_830288_1 for details please check **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Alipurduar Municipality

মালিগাঁওএ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৩১/২৫-২৬ তারিখ: ১১-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ... তারিখ এবং সময়: ০৫-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নাহরলগুন-এ আরসিসি বিল্ডিং-এর নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ০৩-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ... ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনার উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **কাজের নাম :** মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর (বিজিপি), সাবৌর (এসবিও), সুজনীপাড়া (এসপিএলই), নাথনগর (এনএটি) ও নিমতিতা (এনআইএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লটের পরিচালনা। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পার্কিং-০৫-২৫। **অকশন শুরু :** ০২.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। যথাক্রমে **ক্রমিক সংখ্যা ও লট নং; স্টেশন :** (১) পার্কিং-এমএলডিটি- বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-২; ভাগলপুর। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিও-এমএক্স- ৩৫-২৩-১; সাবৌর। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১; সুজনীপাড়া। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২; নাথনগর। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১; নিমতিতা। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-23/2025-26) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ডিসিইব্রিজ/০৪/২০২৫... তারিখ: ১১-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ... ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ. সিইব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিনেমা

Big 2nd week at
BISWADEEP
JAAT
*ing : Sunny Deol, Randeep Hoda
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

সার্কেল শাস্ত্র, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : cs8289@pnb.co.in ফোন নং : ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯ (১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি সহ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি বন্ধক/চার্জ দেওয়া গঠনমূলক/প্রাকৃতিক/প্রতীকী দখল যেটি ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নে তালিকাটিতে উল্লেখিত তারিখে নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) এর থেকে ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বকেয়া পুনরুদ্ধার করা হবে। সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম মূল্য নির্দিষ্ট সম্পত্তির জন্য জমা দিতে হবে তা নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পত্তিটির সময়সূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	ঘ) স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা, বন্ধকদাতা/মালিকের নাম (সম্পত্তিটির বন্ধকদাতা) * সম্পত্তির আইডি	ঙ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২) এর ডিমান্ড নোটিশটির তারিখ	ক) সুরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়	দায়বদ্ধতার বর্ণনা
০১	ক) মাসকলাইবাড়ি ... ৪। শ্রীমতী নন্দিতা মজুমদার, ভুলান মজুমদারের কন্যা ঠিকানা : গ্রাম-সিঙ্গিমারি পার্ট-২, পোস্ট : বেরুবাড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১৩২	... দক্ষিণ : ভুলান মজুমদারের জমি পূর্ব : ভুলান মজুমদারের জমি পশ্চিম : ১৫ ফিট চওড়া মেটাল রাস্তা সম্পত্তির মালিক- মেসার্স সিঙ্গিমারি টি এবং অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড সম্পত্তির আইডি- পিইউএনবিসি০০৮২৪৫০৪০০১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

তারিখ : ১৮.০৪.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

স্বাক্ষরিত – অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অন্তর্ভুক্ত

ভারতীয় সেনাবাহিনী/INDIAN ARMY
পশু চিকিৎসা বিভাগে, সংক্ষিপ্ত মেয়াদি পরিষেবা কমিশন
SHORT SERVICE COMMISSION IN REMOUNT VETERINARY CORPS

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে, পশু চিকিৎসা বিভাগে সংক্ষিপ্ত মেয়াদি পরিষেবা কমিশনের দ্বারা পশু চিকিৎসায় স্নাতক পুরুষ/মহিলাদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা প্রাপ্তির শেষ তারিখ :- ২৬ শে মে, ২০২৫।

বিজ্ঞপ্তিটি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট www.joinindianarmy.nic.in-এ উপলব্ধ।

এই সম্পর্কিত কোনও প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের যদি প্রয়োজন হয় তবে, পশুচিকিৎসা পরিষেবার প্রধান অধিকর্তা, কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল শাখা, সমন্বিত মুখ্যালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (স্থল সেনাবাহিনী) পশ্চিম খণ্ড-৩, আর.কে. পুরম, নিউদিল্লি- ১১০০৬৬-এ লেখনির মাধ্যমে অথবা ই-মেল আইডি- persvet-1779@nic.in-এ সম্পর্ক করতে পারবেন।

Applications are invited from male/female veterinary graduates for Short Servive Commission in Remount Veterinary Corps of the INDIAN ARMY. Last date of submission of application form is 26 May 2025.

Detailed Notification, Available on www.joinindianarmy.nic.in. Queries if any be sought from Dte GEn RVS, QMG Branch, IHQ of MoD (Army), West Block-3, RK Puram, New Delhi-110066 in writing OR through E-mail ID : persvet-1779@nic.in

দ্রষ্টব্য :-
১. সেনাবাহিনীতে নিযুক্তিকরণটি সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। দালালচক্র থেকে সাবধান থাকবেন।
২. বিজ্ঞপ্তিটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে, www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।

Note :-
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in.

CBC 10601/11/0010/2526

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও কাজের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **বৃষ :** সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। **মিথুন :** ভুল করে কাউকে কষ্ট দিয়ে পরে অনুশোচনা। অতিরিক্ত কিছু করতে যাবেন না। **কর্কট :** ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। **সিংহ :** নতুন ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা। বাড়ির কাজে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। **কন্যা :** ঠান্ডা লেগে সর্দি জ্বরে ভুগতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **তুলা :** একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। দীর্ঘদিন পরে প্রিয় বন্ধুকে পেয়ে খুশি হবেন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। **ধনু :** সামান্য কারণে রেগে গিয়ে সমস্যা তৈরি করে ফেলবেন। শান্ত মাথায় থাকুন। **মকর :** নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। অফিসে জনপ্রিয়তা বাড়বে। **কুম্ভ :** ভাইয়ের সঙ্গে যৌথ ব্যবসা নিয়ে মতের পার্থক্য। বাবার শরীর সুস্থ থাকবে। **মীন :** দূরের প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে কোনও সমস্যা মিটবে। জ্বর, সর্দিতে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ চৈত্র, ১৮ এপ্রিল, ২০২৫, ৪ বহাগ, সংবৎ ৫ বৈশাখ বদি, ১৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৮, অঃ ৫।৫৬। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১।২০। মূলানক্ষত্র অহোরাত্র। পরিঘযোগ রাত্রি ১০।৪। তৈতিলকরণ দিবা ১।২০ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৪১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।২০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।২৮ গতে ১১।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৬ গতে ১০।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।৩৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।২০ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১১।৩৭ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৭ গতে ১।২০ মধ্যে দীক্ষা হলপ্রবাহ বীজবপণ। বিবাহ- রাত্রি ১২।২১ গতে ৩।৩২ মধ্যে মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৫ মধ্যে ও ৪।২০ গতে ৫।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩২ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ – রাত্রি১০।২৭ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।১৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চালুর অপেক্ষায় জয়গাঁ মডেল স্কুল।

মডেল স্কুলে ক্লাস শুরু মে-তে

জয়গাঁ, ১৭ এপ্রিল : অপেক্ষার অবসান। পথ চলা শুরু হতে চলেছে জয়গাঁ মডেল স্কুলের। এই প্রথম জয়গাঁ পেতে চলেছে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়। আগামী মে মাস থেকে শুরু হবে পঠনপাঠন। তার আগেই ভর্তি প্রক্রিয়া সেরে ফেলা হবে।

আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি পড়বে বলে রাজ্য সরকার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে। ছুটির পর স্কুল খুললে ক্লাস চালু হবে। ৬ জন গেস্ট টিচার নিয়োগ করা হয়েছে। আপাতত প্রথম ও পঞ্চম, এই ২টো শ্রেণির পঠনপাঠন শুরু হবে। এই বিষয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শক আশানুল করিম বলেন, 'আস্তে আস্তে শিক্ষক সংখ্যা বাড়বে। শুধু জয়গাঁ নয়, আমাদের লক্ষ্য আশপাশের এলাকার পড়ুয়ারাও যাতে এই স্কুলে পড়াশোনা করতে আসে, সেই ব্যবস্থা করা।'

তবে অন্যান্য স্কুলগুলিতে তো জানুয়ারি মাস থেকেই ক্লাস চালু হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে এই স্কুলে তো মাস পাঁচেক পিছিয়ে শুরু হবে ক্লাস। পড়ুয়াদের সমস্যা হবে না? জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দেরিতে ক্লাস শুরু হলেও পরীক্ষা বাকি স্কুলগুলির সঙ্গে একসঙ্গেই হবে। আর পড়ুয়াদের যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবেন শিক্ষকরা।

জয়গাঁয় তৈরি হওয়া সরকারি মডেল স্কুলটি হিন্দিমাধ্যমের। এটি জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলন চৌপথি এলাকায় অবস্থিত। পূর্ত

জয়গাঁ

দপ্তরের তদারকিতে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্কুলের ভবন তৈরি করা হয়েছে। এখানে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের সুবিধা থাকবে। তিনটি আলাদা ভবন তৈরি করা হয়েছে। ক্লাসঘরের সংখ্যা প্রায় ৪০। তবে কতজন পড়ুয়াকে ভর্তি নেওয়া হবে তা জানতে চাইলে কোনও উত্তর মেলেনি আলিপুরদুয়ার জেলা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে।

জয়গাঁয় প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। আর জয়গাঁ সংলগ্ন দলসিংপাড়া এলাকায় রয়েছে একটি সরকারি হাইস্কুল। এতদিন জয়গাঁয় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অভাব বোধ করতেন পড়ুয়া, অভিভাবকরা। এখানে প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনা সেরে জয়গাঁর অধিকাংশ পড়ুয়া উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে দলসিংপাড়ায় যেতে বাধ্য হত। নয়তো ভরসা বেসরকারি স্কুল। যদিও জয়গাঁয় প্রচুর বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুল রয়েছে। তবে সেসব স্কুলের ফিজ থেকে শুরু করে অন্যান্য খরচের ধাক্কাটা ভালোই। যেসব বাবা-মায়ের সামর্থ্য রয়েছে, সেসব অভিভাবকরা সন্তানদের বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলে পড়তে পাঠান। যাদের সে সামর্থ্য নেই তাঁরা সন্তানদের পড়াশোনার জন্য দলসিংপাড়াতে পাঠাতেন। তবে আর তা করতে হবে না।

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে এই স্কুলের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপর এতদিনেও সেখানে পঠনপাঠন শুরু হয়নি। উদ্বোধনের প্রায় আড়াই বছর পর অবশেষে সেই স্কুল চালু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার জেলা শিক্ষা দপ্তরের দুজন প্রতিনিধি স্কুলটি পরিদর্শন করেন। তারপরেই মিলেছে ক্লাস চালু হওয়ার সবুজ সংকেত।

ফাঁপরে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা

ছাত্রীকে চড়, হাজির পুলিশ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন বাদলনগর এলাকার একটি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে বৃহস্পতিবার রীতিমতো হুলুস্থুল! কী ঘটেছে? এক খুদে পড়ুয়াকে মারধর করেছেন শিক্ষিকা। আর ছুটির পর মেয়ের গালে সেই মারের 'চিহ্ন' দেখতে পেয়ে রেগে আগুন অভিভাবক সটান পুলিশ ডেকে বসলেন স্কুলে।

ক্লাসে দুষ্টুমি করায় সেই খুদেকে শাসন করতে চেয়েছিলেন শিক্ষিকা। হ্যাঁ, আঘাত করাটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে, পরে সেকথা মেনে নিয়েছেন তিনিও। কিন্তু তার জেরে যে স্কুলে একেবারে পুলিশ চলে আসবে, সেকথা সেই শিক্ষিকা তো বটেই, স্কুল কর্তৃপক্ষও ভাবতে পারেনি। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে দু'পক্ষ বসে মিটমাট করে নেয়। এবিষয়ে সেই অভিভাবকের বক্তব্য অবশ্য পাওয়া যায়নি। স্কুলে হট্টগোল পাকানোর পর আর কারও সঙ্গে কথা বলতে চাননি সেই মেয়ের বাবা-মা।

ওই বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখর প্রামাণিক বলেন, 'এদিন স্কুলে পরীক্ষা চলছিল। সেসময় এক পড়ুয়াকে চড় মারার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় সেই শিক্ষিকাও অনুতপ্ত। তবে শেষপর্যন্ত পুলিশের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হয়ে গিয়েছে।'

স্কুল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্কুলে যখন পরীক্ষা চলছিল, তখন ওই ছাত্রী দুষ্টুমি শুরু করে। সেই সময় কর্তব্যরত শিক্ষিকা তাকে দুষ্টুমি করতে বারণ করেন। তাতে সেই পড়ুয়াকে থামানো যায়নি। তারপর শিক্ষিকা ওই ছাত্রীর গালে চড় মারেন বলে অভিযোগ। শিশুটির গালে শিক্ষিকার আঙুলের ছাপ ফুটে ওঠে। বিষয়টি তখন কারও নজরে আসেনি। তবে পরীক্ষা শেষে ওই ছাত্রী বাইরে বেরিয়ে আসার পর সেই আঙুলের ছাপ তার মায়ের নজরে পড়ে। মেয়ের গালে মারের দাগ কেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানতে চান ওই ছাত্রীর মা। মেয়েকে মারা হয়েছে শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। স্কুলে শোরগোল শুরু হয়। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর বাকি অভিভাবকদের একাংশ সরব হয়। কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও সমস্যা মেটেনি। হইহট্টগোলে স্কুলের পরিবেশই বদলে যায়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির পুলিশ।

ছবি : এআই

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীবকুমার বর্মন বলেন, 'ওই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। পরে দুই পক্ষই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনার মধ্য দিয়ে মিটমাট হয়ে গিয়েছে।'

বাকি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সাধারণত ছাত্রীকে স্কুলে আনা-নেওয়া করে ওই ছাত্রীর মা। তবে এদিন অবশ্য মারধরের খবর পেয়ে ছাত্রীর বাবাও স্কুলে এসে হাজির হন। অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তখন পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল স্বীকার করলেও অভিভাবকরা শান্ত হননি। শিক্ষিকাকে শায়েস্তা করতে তাঁরা পুলিশ ডাকার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে, এক ছাত্রীকে কড়া শাসন করার প্রেক্ষিতে এত হুলুস্থুলের ঘটনায় প্রবীণরা একটু অবাকই হয়েছেন। বিশিষ্ট নাগরিক পরিমল দে বলেন, 'পঞ্চাশ-ষাটের দশকে শিক্ষকরা দিব্যি পড়ুয়াদের শাস্তি দিতেন। তাঁরা তো ছাত্রসমাজের কাছে অভিভাবকতুল্য ছিলেন। পরিবারও কোনও অভিযোগ করত না। তবে এখন সময় বদলেছে। এছাড়া চড় মারার মতো শারীরিক শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সচেতন থাকা উচিত।'

হাতির ধাক্কায় ভাঙল দেওয়াল, জখম শিশুও

কালচিনি, ১৭ এপ্রিল : বুধবার রাত প্রায় এগারোটা। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে তখন গভীর ঘুমে শ্রমিক রাজ ওরাওঁ। আচমকাই জঙ্গল থেকে বুনো হাতি এসে হামলা চালায় বাড়িতে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতির শুঁড়ের ধাক্কায় ঘরের পাকা দেওয়াল ভেঙে পড়ে। দেওয়ালের চাঙড় ও ইট খসে গুরুতর আহত হন রাজ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ১২ নম্বর লাইনে তখন শুধুই আতঙ্ক।

গুরুতর জখম রাজ, তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী ও তাঁদের ১০ বছরের মেয়ে রাগিনী ও পাঁচ বছরের ছেলে রেহানকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় বাগানের হাসপাতালে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় বৃহস্পতিবার ভোরে প্রথমে লতাবাড়ি ও পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয় রাজ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। ছোট্ট রেহান ও তার বাবার মাথায় চোট লেগেছে। রাগিণীর হাতে গুরুতর চোট।

তবে শুধুই রাজের বাড়িতেই নয়, হাতিটি একে একে হামলা চালায় শ্রমিক সঞ্জিত ওরাওঁ, হীরা ওরাওঁ, লীলা ওরাওঁ, অসীমা খাড়িয়া, লিলি খাড়িয়া, মুন্নি গোয়ালার বাড়িতেও। তবে তাঁরা সময়মতো টের পেয়ে বৃষ্টির মধ্যেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন।

মেচপাড়া চা বাগানে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক আবাসন। - সমীর দাস

বাগানের শ্রমিক কাজল লোহরা বলেন, 'হাতিটি আমাদের মহল্লায় যখন ঢোকে সেই সময় খুব জোর বৃষ্টি পড়ছিল। রাত ১১টা নাগাদ হামলা চালায় ওই দাঁতাল। হইচই শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখি হাতিটি একের পর এক ঘর ভাঙছে। রান্নাঘর তছনছ করে খাবার সাবাড় করছে। এরপরেই গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রাজ ও তাঁর বাড়ির লোকজনকে।'

বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার খবর শুনে বাগানে আসেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামা, দলের চুয়াপাড়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি সাবির লোহরা প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। পরে এদিন সন্ধ্যায় তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামা ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি পরিবারকে ১২ কেজি করে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল সহ খাদ্যসামগ্রী ও দুটি ত্রিপল দেন।

বাগানের ম্যানেজার এনকে সিং বলেন, 'হাতির হামলায় বাগানের শ্রমিকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। প্রায় রাতেই শ্রমিক বস্তিতে হামলা চালায় বুনো হাতি। বন দপ্তর হাতির হামলা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করলে শ্রমিকদের বাগানে টেকা দায় হয়ে যাবে।'

এদিকে, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, জখমদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বন দপ্তর বহন করবে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

গুড ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে সাজানো হচ্ছে চার্চ। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

এবিভিপি'র বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক অশান্তি সহ নানা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জেলা শাসকের দপ্তর অভিযান ছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায়। আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে আগে থেকেই দপ্তরের বাইরে সাগরদিঘির পাড়ে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিল। সেই ব্যারিকেডের কাছে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জ থেকে বাঁচতে সংগঠনের কয়েকজন কর্মী সাগরদিঘিতে ঝাঁপ দেন। সেখান থেকে তাঁদের তুলে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। লাঠিচার্জের সময় ধস্তাধস্তিতে পুলিশও আক্রান্ত হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে। তাঁকেও আটক করেছে পুলিশ। পরে তিনি ভিডিও বার্তায় (যদিও সেই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের আন্দোলন ছিল। তৃণমূলের দলদাস পুলিশ আমাদের উপর আক্রমণ করেছে।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা বলেছেন, 'একজন মহিলা সহ মোট ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। ধস্তাধস্তিতে কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল আহত হয়েছেন।'

এবিভিপি'র দাবি, এদিন যে তাদের আন্দোলন ছিল তা আগে থেকেই প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। দুপুরের দিকে সংগঠনের তরফে শহরে একটি মিছিল বের করা হয়। সেই মিছিলে বাঁশের মাচায় একটি কুশপুতুল নিয়ে 'বলো হরি, হরি বোল' স্লোগান তোলা হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করেই সেটি করা হয়েছিল বলে মনে করছেন অনেকে। মিছিলটি সাগরদিঘি চত্বরে যাওয়ার পরই পুলিশের তরফে লাঠিচার্জ শুরু হয়ে যায়। আগে থেকে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। জলকামান, কাঁদানে গ্যাসের শেল থেকে শুরু করে পুলিশের তরফে সব ধরনের ব্যবস্থা রাখা ছিল। এবিভিপি'র অন্তত ১০০ জন কর্মী-সমর্থক মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তর সংলগ্ন এলাকায় যেতেই পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। কোনও কথা শোনার আগেই পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে বলে অভিযোগ।

এদিকে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে লাঠিচার্জের ঘটনায় বিতর্কের মুখে পড়েছে পুলিশ। সাধারণত এধরনের ঘটনায় আন্দোলনকারীদের ব্যারিকেড ভাঙতে দেখা যায়। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হলে লাঠিচার্জের মতো ঘটনা আসে। কিন্তু এদিন ব্যারিকেড ভাঙা তো দূরের কথা, ব্যারিকেডের সামনেও পৌঁছাতে পারেননি আন্দোলনকারীরা। ফলে কী এমন পরিস্থিতি হল, যে কারণে লাঠিচার্জ করতে হল? এই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে।

গোষ্ঠীকোন্দল চলছে

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : রাস্তার কাজের সূচনা নিয়ে ফের তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল। পয়লা বৈশাখে তপসিখাতা ও বঞ্চুকামারির ১১ কিমি রাস্তার কাজের সূচনা করেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। অভিযোগ, সুমন দলের একাংশ নেতৃত্বকে ব্রাত্য রেখেই সেই রাস্তার কাজের সূচনা করেছেন। এরপরেই দলের অন্দরে সুমনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে।

বৃহস্পতিবার সেই রাস্তার কাজের পরিদর্শনে যান সৌরভ, মনোরঞ্জন দে সহ অন্য নেতৃত্ব। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কয়েকশো স্থানীয় বাসিন্দা এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। এদিন তপসিখাতায় একটি মঞ্চ তৈরি করে নেতারা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাস্তার কাজের সূচনার বিষয়ে তাঁদের ব্রাত্য রাখা নিয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সৌরভ, মনোরঞ্জনরা। বিধায়ক বলেন, 'যে কেউ কাজ দেখতে পারেন। পয়লা বৈশাখ আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমি সেইমতো ওই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলাম।'

পদ্মের কর্মশালা

বারবিশা, ১৭ এপ্রিল : বিধানসভাভিত্তিক বিজেপির সক্রিয় সদস্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল বারবিশায়। বৃহস্পতিবার বারবিশা ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক কর্মশালা হয়। বিধানসভা কেন্দ্রের ৩২৫ জন সক্রিয় সদস্য কর্মশালায় অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ, জেলা সভাপতি মিঠু দাস, জেলার দুই সহ সভাপতি বাবুলাল সাহা ও কৃষ্ণা ছেত্রী, প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকি প্রমুখ। দলের তরফে জানানো হয়, সামনেই বিধানসভা ভোট। তাই বুথ স্তর থেকে সংগঠনকে চাঙ্গা করে তোলা হচ্ছে। আগামীতে কীভাবে সাংগঠনিক কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত করা হবে, সেসব নিয়ে এদিনের কর্মশালায় সক্রিয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অসুস্থ শিশুর পাশে মনোরঞ্জন

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড বাবুপাড়া এলাকার চার বছরের শিশু আরণ্যদয় লোহরা এক কঠিন শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। সেই সংকটকালে তার পাশে দাঁড়ালেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। বৃহস্পতিবার নিজে আরণ্যদয়ের পরিবারকে দেখতে যান তিনি এবং তাঁদের আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, ভবিষ্যতের চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ তিনি বহন করবেন এবং ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক স্তর থেকে সর্বতোভাবে পাশে থাকবেন।

মনোরঞ্জন বলেন, 'একটা পরিবারের এত ছোট সন্তানের এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া যন্ত্রণার। আমি ব্যক্তিগতভাবে ও প্রশাসনিকভাবে যতটা পারি, পাশে থাকব।' মাত্র দুই মাস আগে আরণ্যদয়ের অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ধরা পড়ে। দ্বিতীয় স্টেজে পৌঁছানোর ফলে তার কিডনি ও লিভারে সংক্রমণ ছড়ায়। শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ১২ দিন ধরে চলে চিকিৎসা। আংশিক সুস্থ হলেও চিকিৎসার খরচ ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গিয়েছে দু'লক্ষ টাকা।

বাবা সন্দীপ লোহরা পেশায় অঙ্কন শিক্ষক। পরিবারের আয় সীমিত, সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী শবনম ও বৃদ্ধা মা। সন্দীপ বলেন, 'ছেলের দেড় বছর বয়সেই ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল। এবারেও বিপুল খরচ হচ্ছে। খরচে আর পেরে উঠছি না।'

জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির সহযোগিতা এই পরিবারে নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। তাঁর আশ্বাসে মনোবল বেড়েছে ওই পরিবারের।

বধূকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

শামুকতলা, ১৭ এপ্রিল : এক গৃহবধূকে মারধর ও গলা টিপে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। তবে কোনও মতে পালিয়ে শামুকতলা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন পূর্ণিমা বিশ্বাস নামে ওই গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে শামুকতলা থানার কার্তিক চৌপথি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্বামী অনুকূল সরকার পলাতক। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

পূর্ণিমা বিশ্বাস নামে ওই বধূ জানিয়েছেন, ২০১০ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। তাঁদের ১২ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই নানাভাবে তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছিলেন তাঁর স্বামী। বুধবার সকালেও তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করে গলা টিপে ধরে অনুকূল। তিনি পালিয়ে কোনওরকমে বাঁচেন। প্রথমে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। তারপরই শামুকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন স্বামীর বিরুদ্ধে।

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'স্বামীর বিরুদ্ধে মারধর ও খুনের চেষ্টা অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বধূ। তবে ঘটনার পর থেকেই স্বামী পলাতক। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।' পূর্ণিমা বলেন, 'আমি সংসার করতে চাই বলেই স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেও এতদিন ছিলাম। কিন্তু অত্যাচার চরমে পৌঁছেছে। বুধবার সকালে আমাকে প্রচণ্ড মারধর করেছে আমার স্বামী। গলা টিপে আমাকে খুন করারও চেষ্টা করে। আমি পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছি।'

ভুয়ো ভোটার ধরতে অ্যাপ

বুথ এজেন্টে ভরসা তৃণমূলের

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে শোরগোল চলছে। যদিও রায়ের দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও কর্মসূচি নিতে পারেনি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। বরং বিধানসভা ভোটের আগে জেলায় জেলায় সংগঠন মজবুত করতে এবং একাধিক ইস্যু জগাখিচুড়ি করে তুলে ধরতেই ব্যস্ত দুই দলের নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই উপরতলার নির্দেশে সেই 'অ্যাজেন্ডা'কে সামনে রেখে দুই রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরাই জেলায় জেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

গত বুধবার রাজ্যের নির্দেশে জেলাজুড়ে গেরুয়া শিবির 'গ্রাম চলো' অভিযান শুরু করেছে। শুক্রবার পর্যন্ত টানা সেই অভিযান চলবে জেলার গ্রামে গ্রামে। বিজেপির গ্রাম চলো অভিযানের অংশ হিসেবে থাকবে সাংগঠনিক সভা করা, জনসংযোগ কর্মসূচি, কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে তুলে ধরা। এবং সর্বোপরি শাসকদলের দুর্নীতি তুলে ধরা হবে অভিযানের মাধ্যমে।

অন্যদিকে, শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে বৃহস্পতিবার থেকেই দিদির দূত ডিজিটাল অ্যাপ নিয়ে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে জেলার বুথে বুথে অভিযানে নামছে তৃণমূল। আলিপুরদুয়ার জেলার সাংগঠনিক আটটি ব্লকে নয়জন বুথ লেভেল এজেন্ট-১ নিয়োগ করেছে তৃণমূল। পাশাপাশি, জেলার ১৩৫০টি বুথের প্রত্যেকটিতে বিএলএ-২ নিয়োগ করে জমি শক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জোড়াফুল শিবির।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে প্রকাশ জানান, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে এদিন থেকেই দিদির দূত ডিজিটাল অ্যাপ নিয়ে জেলার প্রতিটি বুথে ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার কাজ শুরু হল। গত ১৪ এপ্রিল জেলায় বিএলএ-১ এবং বিএলএ-২ কর্মীদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এবং সকলের মোবাইলে দিদির দূত নামে ডিজিটাল অ্যাপটি আপলোড করার কাজও শেষ হয়েছে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়া প্রসঙ্গে প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে আমরা চলব। রাজ্য যেভাবে নির্দেশ দেবে আমরা সেভাবেই কাজ করব।'

এদিকে, শিক্ষকদের চাকরি গেলেও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেভাবে আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেনি। যদিও জেলা বিজেপি সভাপতি মিঠু দাসের বক্তব্য, 'শিক্ষকদের পাশে বিজেপি সবসময়ই রয়েছে। ওঁদের হয়ে মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্ব সমস্ত বিষয়টি দেখছে। শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আমরা সংগঠনের কাজও করছি।'

কী কী কর্মসূচি

- বৃহস্পতিবার থেকে দিদির দূত ডিজিটাল অ্যাপ নিয়ে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে জেলার বুথে বুথে অভিযানে নামছে তৃণমূল
- আলিপুরদুয়ার জেলার সাংগঠনিক আটটি ব্লকে নয়জন বুথ লেভেল এজেন্ট-১ নিয়োগ করেছে তৃণমূল
- জেলার ১৩৫০টি বুথের প্রত্যেকটিতে বিএলএ-২ নিয়োগ করে কাজে নেমে পড়েছে ঘাসফুল
- বিজেপি গত বুধবার জেলাজুড়ে 'গ্রাম চলো' অভিযান শুরু করেছে, শুক্রবার পর্যন্ত অভিযান চলবে

ভূমিহীন দম্পতিকে ঘর বাঁধতে জমি দান

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৭ এপ্রিল : আবাসের টাকা পেয়েও এতদিন ঘর মেলেনি। কারণ কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিঃসন্তান সাহা দম্পতির নিজস্ব কোনও জমিই নেই। প্রৌঢ় প্রহ্লাদ সাহা ও সাবিত্রী সাহার এমন দুর্দশার কথা জেনে বারবিশা লস্করপাড়ার বাসিন্দা রাজীব দাস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। সরকারি ঘর তৈরির জন্য তিনি ওই স্বামী-স্ত্রীকে নিজের বাড়ির পাশে আড়াই ডেসিমাল জমি দান করেছেন। হঠাৎ করে এমন সাহায্যে আত্মহারা দম্পতি বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকায় নতুন করে সেই জমিতে ঘর তৈরি করা শুরু করেছেন। আগে পূর্ব চকচকায় বসবাস করা ষাটোর্ধ্ব প্রহ্লাদ ও তাঁর স্ত্রী নিজেদের এলাকা ছেড়ে এসে এতদিন মেঘালয় নিবাসী ভাইয়ের ফাঁকা বাড়িতে থাকতেন। সেই জমিতেই তাঁরা প্রথমে সরকারি ঘর তৈরি শুরু করেন। ভাই সেই খবর জানতে পেরে নির্মাণকাজে বাধা দেন। এমনকি দাদা-বৌদিকে ঘর থেকে বের করে গ্রিলে তালাও লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরছাড়া হয়ে তাঁরা এতদিন রাস্তার পাশে ছোট একটি দোকানে কোনওরকমে মাথা গুঁজে দিন কাটাচ্ছিলেন।

সাবিত্রীর কথায়, 'আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই সরকারি ঘর তৈরির প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢুকেছিল। বহু বছর ধরে আমরা যাঁর ঘরবাড়ি পাহারা দিয়েছি সেই দেওর ঘর তৈরি নিয়ে এমন অকল্পনীয় আচরণ করবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অথচ জমি ছাড়া ঘর তৈরি করতেও পারছিলাম না। আমাদের কাছে জমি কেনার টাকাও নেই।' এইসব দুশ্চিন্তায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলেও জানান। তাই

বারবিশার লস্করপাড়ায় বয়স্ক দম্পতির সরকারি ঘর তৈরি হচ্ছে।

রাজীবের উপকারে তাঁরা উচ্ছ্বসিত। সাবিত্রী আরও বলেন, 'রাজীব ডেকে পাঠিয়ে জমি দান করার পরে সেখানে সরকারি ঘর তৈরি হচ্ছে। আমরা দুজন শেষ বয়সে নিজেদের ঘরে শান্তিতে থাকতে পারব।' ওই দম্পতি নিঃসন্তান। তাই তাঁদের মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি ফের রাজীব বা তাঁর উত্তসূরিরা পাবেন। সেভাবেই আইনি ব্যবস্থা করবেন বলেও দম্পতি জানিয়েছেন।

বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীকে সাহায্য করা রাজীব এবিষয়ে বলেন, 'আমি অসহায় দম্পতির পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আগামী দিনেও সুযোগ পেলে আরও কিছু মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। তাঁদের অবর্তমানে ওই সম্পত্তি আমার উত্তরসূরি পাবে। ওই বয়স্ক দম্পতিই এমন শর্ত রেখেছেন।' অন্যদিকে রাজীবের এই উদ্যোগে এলাকাবাসীর একাংশও প্রশংসা করেছেন। তাঁদেরই এক প্রতিবেশী ফণীভূষণ দাস বলেন, 'একজন সরকারি ঘর পেয়েছেন অথচ তাঁর নিজস্ব জমি নেই। এক্ষেত্রে ওই দম্পতির কষ্ট কম করতে রাজীব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। আজকাল এমন ভাবনাচিন্তার মানুষ সমাজে কমই আছেন।' আরেক পড়শি বিজয় দাসের গলাতেও একই সুর শোনা গেল। তাঁর কথায়, 'রাজীবের দাদা এর আগে মন্দিরের জন্য জমি দান করেছেন। এবার তিনি নিজে ভূমিহীন এক পরিবারকে সরকারি প্রকল্পের ঘর তৈরির জন্য জমি দান করলেন।'

কুইজ অলিম্পিয়াড

সোনাপুর, ১৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের আলিপুরদুয়ার ক্যাম্পাসের তরফে 'টিআইজিপিএস কুইজ অলিম্পিয়াড' আয়োজন করা হয়। তপসিখাতা এলাকায় স্কুল ক্যাম্পাসে এই প্রতিযোগিতা হয় দুটো বিভাগে। সেখানে জেলার ১২টি সরকারি ও বেসরকারি স্কুল অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রাজীব ভৌমিক। স্কুলের প্রিন্সিপাল অজিতা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'গত বছরও আমাদের এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সাতটি স্কুল অংশ নিয়েছিল। এবার স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। এর পরবর্তী প্রতিযোগিতা হবে শিলিগুড়িতে।'

১২টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দুই ভাগে 'ইন্টার স্কুল মেগা কুইজ'-এ অংশ নেয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য একটি বিভাগ করা হয় এবং নবম থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে আলাদা বিভাগ করা হয়। প্রতি বিভাগে সব স্কুলের দুজন করে ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী স্কুলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিভাগে প্রথম স্থান পায় জয়গাঁ এসএইচএমডি স্কুলের পড়ুয়া মায়ন পাল ও চৈতন্য এইচ পুরানিক। দ্বিতীয় স্থান পায় ফালাকাটা হাইস্কুলের অদ্রিজা কর ও শুভ্র সাহা। নবম থেকে একাদশ শ্রেণির বিভাগে প্রথম স্থান পায় আলিপুরদুয়ার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের দেবার্পণ হোড় এবং আহেল অনুরাগ। দ্বিতীয় স্থান পায় ফালাকাটা হাইস্কুলের প্রাণজিৎ দাস ও দেবার্ঘ্য দাস।

দেওগাঁওয়ের উপেনের ১৫ বিঘা জমি নদীর এপার থেকে ওপারে

মুজনাইয়ের পাড়ভাঙন চলছেই

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৭ এপ্রিল : কবিগুরুর কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মিল অনেক, বরং কিছু ক্ষেত্রে খানিক বেশিই। যেমন দুজনের নামই উপেন, দুজনেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিজের জমি হারিয়েছেন। যদিও বৈসাদৃশ্য যে কিছুই নেই এমন নয়। যেমন- একজনের থেকে জমি কেড়েছিল ‘বাবু’ আর তাঁর ক্ষেত্রে মুজনাই। আর যে পার্থক্যটা সবচেয়ে বেশি সেটা হল কবিতার উপেন খুইয়েছিল দু’বিঘে জমি আর ফালাকাটার দেওগাঁওয়ের উপেন বিশ্বাসের খোয়ানো জমির পরিমাণ ১৫ বিঘে!

নদীর দক্ষিণ তীরে উপেনের বাড়ি। বাড়ি ঘেঁষে ছিল জমিগুলি। নদীটি জমি গ্রাস করতে করতে এগিয়েছে। দু’দশকের ব্যবধানে জমি এখন নদীর ওপারে, অর্থাৎ উত্তর তীরে। ওপারে জেগে উঠেছে উপেনের জমি। জমি বলতে চড়া, যেখানে শুধুই বালি আর বালি, কখনও হয়তো কাশ গজায়। চাষাবাদও হয় না ওই বন্ধ্যা জমিতে। আর উপেন শুধু নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

মধ্য দেওগাঁওয়ে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে উপেন বলছিলেন, ‘ওই চড়াটাই আমার জমি। কতবার সরকারি লোকজন এল। পাড়বাঁধ তৈরি করা হল না। আমার এত জমি ছিল। সবই নদীতে গেল। সরকার তো অনেক জায়গায় টাকা খরচ করে। আমাদের গ্রামে পাড়বাঁধ তৈরি করা হয় না কেন বুঝতেই পারলাম না।’ উপেনের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বৃদ্ধ পড়শি আমিরউদ্দিন মিয়াঁর আক্ষেপ, ‘পাড়ভাঙনে আমিও তিন বিঘা জমি হারিয়েছি। তবে আমার চেয়ে উপেনের পাঁচগুণ বেশি ক্ষতি হয়েছে। আমাদের নেতারা পাড়বাঁধ তৈরির চেষ্টা চলছে বলে অনেক বছর ধরে আশ্বাস দিচ্ছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এখন আমরাও কার্যত আশা ছেড়ে দিয়েছি।’

শুধু উপেন, আমিরউদ্দিনের নয়। হেমন্ত সরকার, মাধব সরকার, নিতাই সরকারদের বসতভিটেও গ্রাস করেছে মুজনাই। ওঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে মধ্য দেওগাঁও ছেড়ে এখন বেলতলির বাসিন্দা। এলাকার স্থানীয়দের থেকে জানা গেল, নদীভাঙনে শ্যামল বিশ্বাসের প্রায় ১৫ বিঘা জমি নিশ্চিহ্ন। সপর আলির পাঁচ বিঘা, মোশারফ হোসেনের পাঁচ বিঘা, আসমত আলির তিন বিঘা জমি গিলেছে মুজনাই। এর আগে বাঁশ পুঁতে বস্তায় বালি ভরে অস্থায়ী পাড়বাঁধ তৈরি করে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ওই পাড়বাঁধ টেকেনি। বর্ষাকাল আসার এখনও ঢের দেরি। তবে শুখা মরশুমেও পাড় ভাঙছে মুজনাই নদী। অবশ্য জেলা পরিষদের সদস্যা তনুশ্রী রায় জানিয়েছেন, পাড়বাঁধ তৈরির দাবিতে তিনি একাধিকবার সেচ দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন।

দেওগাঁও এলাকাটি কৃষিতে সমৃদ্ধ। মুজনাইয়ের তীরের জমিও উর্বর। নদীর পাড়ে বিঘার পর বিঘা জমিতে আলু, ভুট্টা সহ বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করা হয়েছে। ফসল সহ জমি হারাচ্ছেন কৃষকরা। শুধু মধ্য দেওগাঁওয়ে নয়, মুজনাইয়ের পাড়ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর দেওগাঁওয়ের বাসিন্দারাও। ফালাকাটা ব্লকের একেবারে শেষ প্রান্তে উত্তর দেওগাঁওয়ের নসিব ওরাওঁয়ের আট বিঘা জমি বছর দশেকের মধ্যে গ্রাস করেছে মুজনাই। এলাকার লাইতু ওরাওঁ, সঞ্জিত ওরাওঁ, বলদেব ওরাওঁ, বন্ধন ওরাওঁ ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ফালাকাটা ব্লক প্রশাসন ব্লকের প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে নদীভাঙন নিয়ে বৈঠক করে। তবে দেওগাঁওয়ের নদীভাঙন কবলিত এলাকাবাসীর অভিযোগ, আজও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন।

ক্ষতির খতিয়ান

- আমিরউদ্দিন মিয়াঁ- ৩ বিঘা
- শ্যামল বিশ্বাস- প্রায় ১৫ বিঘা
- সপর আলি- ৫ বিঘা
- মোশারফ হোসেন- ৫ বিঘা
- আসমত আলি- ৩ বিঘা

এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত

- লাইতু ওরাওঁ
- সঞ্জিত ওরাওঁ
- বলদেব ওরাওঁ
- বন্ধন ওরাওঁ

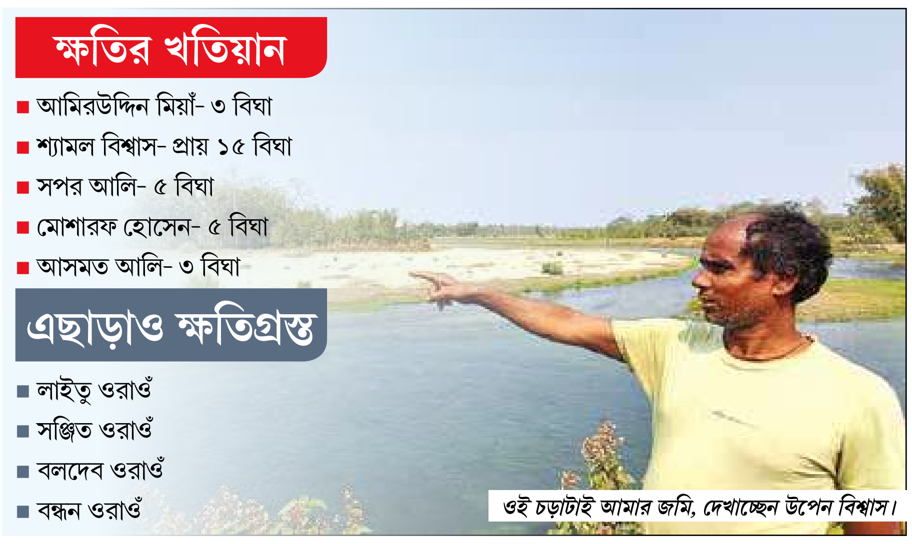

ওই চড়াটাই আমার জমি, দেখাচ্ছেন উপেন বিশ্বাস।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিসর্গ।। ইটানগরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের তাহামিনা ইসলাম।

খালি হাতে ফিরতে হল মনোজদের

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৭ এপ্রিল : ঢাকঢোল পিটিয়ে কুমারগ্রাম-বারবিশা রুটে বালি-পাথরের ওভারলোডেড ট্রাক ও ডাম্পার চলাচল রুখতে অভিযানে নেমেছিলেন বিজেপি নেতারা। বুধবার রাতে বারবিশা চৌপথিতে জড়ো হন দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাস, কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ সহ দলের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু আয়োজনই সার। রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা, পাক্কা দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও অতিরিক্ত বালি-পাথরবোঝাই একটি ট্রাক কিংবা ডাম্পার আটক করতে পারেননি আন্দোলনকারীরা।

কিন্তু কেন? কারণ বিজেপির প্রচারের ঠেলায় আগে থেকেই সেই অভিযানের খবর জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে আর কোনও ওভারলোডেড ডাম্পার সেই রাস্তায় আসেইনি। নেতারা আর ধরবেন কাকে? কুমারগ্রাম-বারবিশা রুটে ওভারলোডেড ট্রাক ও ডাম্পার চলাচল রুখতে মাসখানেক আগে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের চিঠি দিয়েছিল বিজেপি। পদক্ষেপ করা না হলে জনস্বার্থে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের কথাও বলেছিল বিজেপির জেলা কমিটি। সেই কথামতোই বুধবারের অভিযান। তখন যে কয়েকটি বালি-পাথরের ট্রাক ও ডাম্পার চলাচল করেছে সেগুলো ওভারলোডেড তো দূরের কথা, আন্ডারলোডেড ছিল, বলছেন বিজেপির লোকজনই। আর এই ঘটনার পর আন্দোলনকারী বিজেপি নেতাদের সন্দেহ, তাঁরা বারবিশা চৌপথিতে ওভারলোডেড ট্রাক ও ডাম্পার ধরার জন্য রাস্তায় নেমেছেন জানতে পেরেই বোল্ডার-ব্যবসায়ী ও ডাম্পারচালকরা আর কোনও বেগরবাই করেননি।

জেলা সম্পাদক বিপ্লব বলেন, ‘কুমারগ্রাম-বারবিশা রুটে পাকা রাস্তার ধারে পূর্ত দপ্তরের বোর্ডে পরিষ্কার লেখা আছে ২০ টনের বেশি ভারী যানবাহন চলাচল নিষেধ । এরপরও বালি-পাথরবোঝাই ৩০-৫০ টনের ডাম্পার অবাধে চলছে। বালি-পাথরের ওভারলোডেড ট্রাক ও ডাম্পার বেপরোয়াভাবে চলাচলের কারণে আকছার পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে। ডাম্পারের ধাক্কায় জখম, অঙ্গহানি এমনকি মৃত্যুর একাধিক ঘটনাও ঘটেছে।’ অথচ প্রশাসনের কর্তারা ভ্রূক্ষেপহীন বলে অভিযোগ বিপ্লবের। এজন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায় বলেন, ‘বিজেপির সব নেতা মিথ্যা কথা বলেন। বিজেপির হাতে কোনও কর্মসূচি নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের বদনাম করা ছাড়া বিজেপি নেতাদের আর কোনও কাজই নেই। বালি-পাথর পরিবহণ নিয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তা তাঁরা প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসুন।’

আর সেই রাতে একটিও ওভারলোডেড বালি-পাথরের ডাম্পার না আসার বিষয়টিকে বিজেপির নেতারা তাঁদের নৈতিক জয় হিসেবেই দেখছেন। বলছেন, তাঁদের অভিযানে ভয় পেয়েছে অসাধু কারবারিরা। বিপ্লব অবশ্য হুংকার দিয়েছেন, ‘আমরা ময়দান ছেড়ে চলে যাচ্ছি না। আমাদের এই আন্দোলন লাগাতার চলবে।’

ওভারলোডেড ট্রাক, ডাম্পার আটকাতে বারবিশা চৌপথিতে বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

> কুমারগ্রাম-বারবিশা রুটে পাকা রাস্তার ধারে পূর্ত দপ্তরের বোর্ডে পরিষ্কার লেখা আছে ২০ টনের বেশি ভারী যানবাহন চলাচল নিষেধ । এরপরও বালি-পাথরবোঝাই ৩০-৫০ টনের ডাম্পার অবাধে চলছে। বালি-পাথরের ওভারলোডেড ট্রাক ও ডাম্পার বেপরোয়াভাবে চলাচলের কারণে আকছার পথ দুর্ঘটনা ঘটছে।
>
> **বিপ্লব দাস**
> *জেলা সম্পাদক, আলিপুরদুয়ার*

নতুন এলাকাতেও দাদাগিরি

৭ বিঘা ধান ও ভুট্টাখেত তছনছ করল হাতি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৭ এপ্রিল : এক পাল যেতেই আরেক পাল হাতি এসে এলাকার দখল নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তাণ্ডবলীলা। আর এদের তাণ্ডবে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম শালকুমার ও খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম মাদারিহাটের বাসিন্দাদের। বিশেষ করে ধান ও ভুট্টাখেত টার্গেট হাতিদের। বুধবার সাত বিঘা ফসল নষ্ট করেছে হাতি। বিঘার পর বিঘা ফসলের ক্ষতি কীভাবে সামাল দেবেন, ভেবে পাচ্ছেন না কৃষকরা। যদিও বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আবেদন করলে ক্ষতিগ্রস্তরা নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।

মাদারিহাট রেঞ্জের অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, ‘নর্থ খয়েরবাড়ি জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে ১৫ থেকে ১৬টি হাতির একটি পাল। পালটি এক সপ্তাহ আগে ধুমচি ফরেস্ট থেকে এখানে আসে। আর এই জঙ্গলে থাকা চার-পাঁচটি হাতি চলে যায় ধুমচি ফরেস্টে। এখন ১৫-১৬টি হাতি এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে আমরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।’ যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বনকর্মীদের টহলদারি তেমন থাকছে না। তাঁরা আসছেন ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর।

বুধবার রাতে ওই হাতিরা তাণ্ডব চালায় মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম মাদারিহাট গ্রামে। এখানে আলিমুল হকের তিন বিঘা জমির ধান ও মইন ইসলামের চার বিঘা জমির ভুট্টা খেয়ে সাবাড় করে দেয় হাতিরা। আলিমুল বলেন, ‘ঋণ করে ধান চাষ করেছিলাম। খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার টাকা। বুধবার রাতে ১৫-২০টি হাতি আমার ধানখেত তছনছ করে দিয়েছে। যতটা না খেয়েছে, তার দ্বিগুণ মাড়িয়ে নষ্ট করেছে।’

মইন জানালেন চার বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছিলেন। একই রাতে হাতির পাল সব সাবাড় করে চলে যায়। তাঁর অভিযোগ, হাতির করিডর এই গ্রাম। অথচ বন দপ্তরের নজরদারি থাকে না বললেই চলে। এমনকি বুধবার রাতে হাতির দল সব শেষ করে চলে যাওয়ার পর বনকর্মীরা আসেন বলে তাঁর বক্তব্য। মইন সহ স্থানীয় কৃষকদের দাবি, বনকর্মীদের একটি টিম তাঁদের গ্রামে নিয়মিত যেন মোতায়েন থাকে। না হলে পরিবার নিয়ে চলে যেতে হবে সকলকে। এই হাতির পালটিই গত রবিবার পশ্চিম শালকুমারে মহাবীর ওরাওঁয়ের সাত বিঘা জমির ভুট্টা খেয়ে শেষ করেছিল।

রেঞ্জ অফিসার বলেন, ‘বিভিন্ন জায়গায় হাতি বের হচ্ছে। আমাদের অল্প সংখ্যক বনকর্মী নিয়ে টহল দিতে হয়। ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাবেন।’

হাতির তাণ্ডবের পর ভুট্টাখেতের দশা। -সংবাদচিত্র

জায়গা বদল

- নর্থ খয়েরবাড়ি জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে ১৫-১৬টি হাতির একটি পাল
- পালটি এক সপ্তাহ আগে ধুমচি ফরেস্ট থেকে এখানে আসে
- আর এই জঙ্গলে থাকা চার-পাঁচটি হাতি চলে যায় ধুমচি ফরেস্টে
- এখন ওই ১৫-১৬টি হাতি এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে

টুকরো খবর

নয়া কমিটি

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : ফালাকাটার টাউন ক্লাবের নতুন কমিটি হল। বৃহস্পতিবার ক্লাব কক্ষে এই কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি হয়েছেন শুভব্রত দে, সম্পাদক মিলন সাহাচৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ অরুণ সাহা। এছাড়াও ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন সহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রশিক্ষণের জন্য বিভাগীয় সম্পাদকও ঠিক করা হয়। শুভব্রত বলেন, ‘ফালাকাটা টাউন ক্লাব ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব। এই মাঠে আলোর ব্যবস্থা করাই হবে আমাদের প্রথম কাজ।’

আলপনা

হাসিমারা, ১৭ এপ্রিল : হাসিমারা উচ্চবিদ্যালয়ে এবছর প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষ উদযাপন চলছে। বৃহস্পতিবার স্কুল প্রাঙ্গণে আলপনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় পড়ুয়া, প্রাক্তন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আশানুল করিম। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রজত হোড় বলেন, ‘সারাবছর ধরেই এই ধরনের অনুষ্ঠান চলছে। চলতি বছরের নভেম্বরে তিনদিন ধরে বড় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।’

রক্তদান শিবির

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : অষ্টদীপ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় এবং ডুয়ার্স ইন্ডিয়া নিধি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির হল। বৃহস্পতিবার এই শিবিরে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক রক্ত সংগ্রহ করে। মোট ২০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুকান্ত কর্মকার, শিক্ষক রামসেবক গুপ্তা, প্রাক্তন স্বাস্থ্যকর্মী রিতা কর সহ অন্যরা।

প্রসাদ বিলি

শালকুমারহাট, ১৭ এপ্রিল : শালকুমারহাট মতুয়া মহাসংঘে বুধবার শুরু হয় মহোৎসব। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শুরু হয় প্রসাদ বিলি। এদিন হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ নিতে ভিড় করেন। মহাসংঘের সভাপতি সুভাষ কীর্তনিয়া বলেন, ‘আমাদের মহোৎসবে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ প্রসাদ নিতে আসেন। এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই। এদিন কয়েক হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। মহোৎসব শেষ হবে শুক্রবার।’

স্মারকলিপি

পলাশবাড়ি, ১৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির তরফে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, সম্প্রতি একবেলার বৃষ্টিতে শিলবাড়িহাট বাজার জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নালা সাফাই ও হাইড্রেন নির্মাণের দাবি জানানো হয়। জেলা পরিষদের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস মিলেছে।

পথসভা, মিছিল

শালকুমারহাট ও কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : ২০ এপ্রিল সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশ। এজন্য বৃহস্পতিবার বিকেলে শালকুমারহাটে মিছিল করে সিপিএম। উপস্থিত ছিলেন নির্মল ভৌমিক, উৎপল বিশ্বাস, আলপনা দাস, শম্ভুনাথ বর্মন। এদিন আবার সিপিএমের শ্রমিক-কৃষক, খেতমজুর সংগঠনের ডাকে পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে পথসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন সতীশ দাস। বক্তব্য রাখেন ব্লক কৃষকসভার জেলা সভাপতি সুখময় রায়, সিপিএমের পারোকাটা এরিয়া সম্পাদিকা রিংকু তরফদার, সিপিএম আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলাই সরকার। ধর্মীয় হিংসা বন্ধ এবং সম্প্রীতি রক্ষা, রান্নার গ্যাস সহ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, সরকার ও এসএসসি’র নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিনের পদযাত্রা।

পেভার্স ব্লকের রাস্তায় ছয় বছর পর কালভার্ট চিলাপাতায়

ঘুরপথে যাতায়াত পর্যটক ও স্থানীয়দের

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৭ এপ্রিল : ২০১৯ সালে হয়েছিল রাস্তা। আর ২০২৫ সালে শুরু হল কালভার্ট তৈরির কাজ। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চিলাপাতা পর্যটনকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ওই কালভার্টের কাজ এতদিন পর শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসায়ীরা। চিলাপাতা মোড় থেকে বানিয়া বস্তি যাওয়ার ওই রাস্তার উপর ভাঙা কালভার্টে দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল। এমনকি ওই ভাঙা কালভার্টে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনাও হয়। এই অবস্থায় কালভার্ট তৈরির কাজ বর্ষার আগে শেষ হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করছেন সকলে। তবে কালভার্টের কাজ চলায় বর্তমানে যথেষ্ট ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সকলকে। পর্যটকদের বিভিন্ন হোমস্টে কিংবা লজে যেতে হচ্ছে ঘুরপথে। আগামী এক মাস এই রকম ভোগান্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এবিষয়ে মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবেন্দ্র রাভাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘কালভার্টের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা করা হয়েছে, সেটা দিয়ে শুধু বাইক যেতে পারবে। তবে গাড়িগুলোকে একটু ঘুরে যেতে হচ্ছে। কাজ হলে তো একটু সমস্যা হবেই।’ অন্যদিকে, এতদিন পর কাজ শুরুর বিষয়ে তিনি জানালেন, এই কালভার্টের নকশা নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল। সেটার পরিবর্তন করতে অনেকটাই সময় লেগে গিয়েছে। ছয় বছর আগে চিলাপাতায় প্রায় চার কিমি পেভার্স ব্লকের রাস্তার কাজ করা হয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে। সেই কাজের জন্য খরচ হয়েছিল প্রায় সাত কোটি টাকা। সেসময় ঝাঁ চকচকে রাস্তা হলেও বানিয়া বস্তি যাওয়ার আগে ওই কালভার্ট সংস্কার করা হয়নি।

এরপর প্রায় দেড় বছর আগে বানিয়া বস্তিতে আরেকটি পেভার্স ব্লকের রাস্তা করা হয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে। এক কোটি টাকা বাজেট ধরা হয়েছিল। সেই কাজের মধ্যে রাখা হয়েছিল ওই কালভার্টটিকেও। সেই কাজ শুরু হয়েছে চলতি সপ্তাহে। ওই রাস্তা দিয়েই বানিয়া বস্তি সহ কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি যাওয়া যায়। তবে আপাতত ওই রাস্তার বড় গাড়ি চলাচল পুরোপুরি বন্ধ। পর্যটকদের ছোট গাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে আন্দু বস্তির মাঝে জঙ্গলের পাশের রাস্তা দিয়ে। চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি গণেশচন্দ্র শা এদিন বলেন, ‘চিলাপাতার উন্নতির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ভাঙা কালভার্ট নতুন করে তৈরি হলে সুবিধাই হবে। বর্ষায় আর কোনও ভয় থাকবে না।’

কালভার্টের কাজ চলায় পাশ দিয়ে যাতায়াত।

ঝুলন্ত দেহ

জটেশ্বর ও শামুকতলা, ১৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ এথেলবাড়ি চা বাগানের এক বাঁশঝাড় থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতের নাম গঙ্গারাম মাঝি (২৬)। তাঁর বাড়ি ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এথেলবাড়ি চা বাগান এলাকায়। ওই তরুণ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে পুলিশের দাবি। জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল থেকেই এলাকায় আর তাঁকে দেখা যায়নি। প্রতিবেশীরা চা বাগান থেকে ফেরার পথে আচমকা গঙ্গারামকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তখনই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি জগৎজ্যোতি রায় বলেন, ‘শুক্রবার ময়নাতদন্ত হবে।’

অন্যদিকে, শামুকতলা থানার পুলিশ পানবাড়ি লক্ষ্মীর মাঠ এলাকায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম মানিক তিরকি (২৮)। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

বারবিশা, ১৭ এপ্রিল : ফের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ল বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পার। সামনের দিকের চাকা মাটিতে ডেবে যায়। তবে জখম হয়নি কেউ। বৃহস্পতিবার সকালে কুমারগ্রাম-বারবিশা রুটে লালস্কুল এলাকার ঘটনা। এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাস বলেন, ‘বালি-পাথরের বেপরোয়া ডাম্পার চলাচল রুখতেই আমরা পথে নেমে আন্দোলন করছি। অভিজ্ঞতা নেই এমন চালক ডাম্পারের স্টিয়ারিং ধরলে এলাকাবাসীদের প্রাণ বেঘোরেই যাবে। স্কুল টাইমে ঘটনাটি ঘটেছে। ভাগ্য ভালো সেসময় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় ছিল না।’

৩ দিন আটকে থাকার পর ‘মুক্তি’ পেল পকলিন

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৭ এপ্রিল : গত মঙ্গলবার সনজয় নদীর দলদলিতে ফেঁসে গিয়েছিল মহাসড়কের ঠিকাদার সংস্থার একটি পকলিন। যন্ত্রটির আশিভাগই কাদাজলের নীচে ডুবে ছিল। সেই পকলিন অবশেষে বের করা সম্ভব হল বৃহস্পতিবার। আটকে যাওয়া পকলিনটি উদ্ধার করতে গত কয়েকদিন সেখানে বড় বড় যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি এসেছিল। সেসবের জন্য কয়েকদিন ডাইভারশন সংলগ্ন এলাকায় যানজটও হয়েছে। এদিন পকলিন কাদা থেকে বের করে নিয়ে আসার পর শেষপর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের কাজ চলছে। জোরকদমে চলছে বিভিন্ন পাকা সেতু নির্মাণের কাজও। সম্প্রতি পলাশবাড়ির সনজয় নদীর পুরোনো কাঠের সেতুটি ভেঙে ফেলা হয়। সেখানে এখন নতুন পাকা সেতুর প্রাথমিক কাজ চলছে। পাশে অবশ্য পুরোনো হিউমপাইপের ডাইভারশন দিয়ে যাতায়াত চলছে। সেই কাজের জন্যই পকলিনটি নিয়ে আসা হয়েছিল। সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিন সকালে তিনটি ক্রেন নিয়ে আসা হয়। সেইসঙ্গে একাধিক আর্থমুভারও কাজে লাগানো হয়। এত কিছুর পর সেই যন্ত্রটি তোলা হয়। তারপর থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

মহাসড়কের প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমার বলেন, ‘নদীর কাদার মধ্যে যন্ত্রটি ফেঁসে যায়। আবার বুধবার রাতে বৃষ্টিও হয়। তাতে সমস্যা বাড়ে। তবে এদিন সেটিকে তোলা হয়েছে।’

এই ঘটনা নিয়ে আবার এলাকায় গুজব ছড়াতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা বলছেন, যেখানে ওই যন্ত্রটি ফেঁসে যায় সেখানেই আগে ছিল একটি বট গাছ। আর সেই গাছের নীচে হত শীতলাপুজো। রাস্তার জন্য বট গাছটি আগেই কাটা পড়েছে। আর সেখানে এবার শীতলাপুজোও হয়নি।

স্থানীয় উকিল বর্মনের কথায়, ‘এবার পুজো হয়নি। সেতুর কাজ শুরুর আগে শ্রমিকরা প্রণাম করে আশীর্বাদও চাননি। তাই হয়তো এরকম হল।’ আরেক বাসিন্দা রতন বর্মনেরও একই কথা। ওই এলাকায় সপ্তাহ তিনেক আগেও একটি আর্থমুভার অনেকটা একইরকমভাবে ফেঁসে গিয়েছিল। যদিও সেটি একদিনেই তোলা হয়। তারপর আবার এই পকলিন সেখানে ৩ দিন ধরে আটকে থাকায় এমন গুজব অরাও ছড়াচ্ছে। যদিও প্রকল্পের কর্মী ও ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন, এসবই স্থানীয়দের আবেগ ও বিশ্বাসের কথা। এসবের পিছনে কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। নির্মাণকারী সংস্থার এক কর্মীর কথায়, ‘যন্ত্রটি তুলতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছে। প্রথমে আর্থমুভার দিয়ে তোলার চেষ্টা হয়। তারপর আরও বড় যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হয়।’

গত মঙ্গলবার থেকেই ডাইভারশনে যানজট হচ্ছিল। কারণ, যন্ত্রটিকে তোলার জন্য মহাসড়কের অনেক যন্ত্রপাতি এসে রাস্তার ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। এদিন সকালের পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সড়ক কর্তৃপক্ষ।

সনজয় নদীর দলদলিতে এই যন্ত্রটিই ফেঁসে যায়।

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা। *বৃহস্পতিবার বাগবাজার ঘাটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

দিলীপের বিয়ে, চর্চায় সংঘের 'না'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শুক্রবার গুড ফ্রাইডের পুণ্য দিনে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পাত্রী নিউটাউনের বাসিন্দা দলীয় কর্মী রিঙ্কু মজুমদার। বিবাহবিচ্ছিন্না রিঙ্কুর এক সন্তানও রয়েছে। তিনি সল্টলেকের তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রে কর্মরত। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য বিজেপির সভাপতি নির্বাচন নিয়ে যখন উত্তেজনা তুঙ্গে, তখন বোমা ফাটালেন দিলীপ।

বৃহস্পতিবার সকালেই রটে যায় দিলীপের বিয়ের খবর। সৌজন্যে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের সমাজমাধ্যমে করা একটি পোস্ট। কুণাল তাঁর ফেসবুক পোস্টে সূত্রের খবর বলে লেখেন, 'আগামীকাল কি রাজ্যের কোনও সিনিয়ার বিজেপি অবিবাহিত নেতার বিয়ে? রেজিস্ট্রি হচ্ছে? পাত্রী বিজেপিরই কর্মী? পার্টির একাংশ কি নেতাকে বারণ করেছেন?' কুণালের ইঙ্গিত যে দিলীপকে তা বুঝতে বাকি থাকেনি কারও। শেষে কুণাল লেখেন, যাই হোক পার্টির মতামত উড়িয়ে যদি কাল বিয়েটা হয় শুভেচ্ছা থাকল। বিকাল ৫টা পর্যন্ত কুণাল ঘোষের এই পোস্টে ১২০০-র বেশি মন্তব্য এবং ৫০০-র বেশি শেয়ার হয়েছে। এই একটি পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, ব্যক্তি দিলীপের জনপ্রিয়তা কতটা। বৃহস্পতিবার সকালে কুণালের এই পোস্টের পরই একেবারে চুপ দিলীপ।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েক বছর আগেই। তবে তখন বিষয়টা পাকা হয়নি। '২৪-এর লোকসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পর দলীয় রাজনীতিতে ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন দিলীপ। দিলীপ ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, সেই সময় দিলীপের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রিঙ্কু। শেষমেশ ৩ এপ্রিল আইপিএলের ম্যাচ দেখতে গিয়ে ইডেনের ক্লাব বক্সে বসেই নাকি কার্যত বাগদান করেন দিলীপ। তাঁর বিয়ের এই খবরে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে দলের অন্দরে। তাঁর অনুগামীরা যেমন অস্বস্তি ঢাকতে ব্যস্ত, বিরোধী শিবিরের কাছে সেটাই এখন হাসির খোরাক।

সূত্রের খবর, শেষ মুহূর্তে তাঁকে নিরস্ত করতে সংঘ ও দলের কিছু নেতা উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু দিলীপ জানিয়ে দেন, নতুন করে সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা নেই। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি দিলীপ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন? সেই কারণেই কি রাজনীতি থেকে 'সন্ন্যাস' নিতে এই সিদ্ধান্ত? যদিও ঘনিষ্ঠ মহলে দিলীপ বলেছেন, মায়ের অনুরোধেই তাঁকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে।

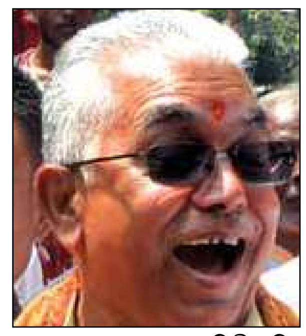

শুক্রবার দিলীপ বিয়ে করছেন রিঙ্কু মজুমদারকে।

চাকরি বাতিলে অবমাননার মামলা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। এসএসসির অযোগ্য চিহ্নিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সুদ সমেত বেতন ফেরত, ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে এখনও পর্যন্ত শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। এই অভিযোগে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত ও আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শুনানির সম্ভাবনা।

আদালতে অভিযোগ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, যাঁরা অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত তাঁদের বেতন ফেরত দিতে হবে, এসএসসি-কে উত্তরপত্র প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য কোনও পদক্ষেপ করেনি। এখনও পর্যন্ত কেউ টাকা ফেরত দেয়নি বা রাজ্য সরকারও টাকা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করেনি। যাঁদের চাকরি চলে গিয়েছে, বেতনের পোর্টালে এখনও তাঁদের নাম রয়েছে। তাঁদের নাম পোর্টাল থেকে বাদ দিতে হবে। স্বচ্ছভাবে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে যাতে অযোগ্যরা নতুন করে পরীক্ষায় বসতে না পারেন। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন।

ঘরছাড়াদের ফেরানোর পদক্ষেপ

মুর্শিদাবাদে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে আপাতত মোতায়েন থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ঘরে ফেরানোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে রাজ্যকে। এই ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য লিগ্যাল সার্ভিস কমিটির একজন করে সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ঘরছাড়াদের ফেরানোর বিষয়টি এই কমিটির মূল লক্ষ্য হবে। কেউ কোনওরকম প্ররোচনামূলক বক্তব্য রাখতে পারবেন না। ডিভিশন বেঞ্চ মৌখিক নির্দেশে এমনটাই জানিয়েছে। এদিনই বিচারপতি অমৃতা সিনহা একটি সংগঠনকে মুর্শিদাবাদে ত্রাণ বিলির অনুমতি দেন।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, আইনজীবী সংযুক্তা সামন্ত, আইনজীবী প্রিয়াংকা টিবরেওয়াল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে মোট ৫টি মামলা এদিন ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়। ১২ এপ্রিল মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন আবেদনকারীদের তরফে এনআইএ তদন্তের দাবি করা হয়। তবে তীব্র বিরোধিতা করেন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি সৌমেন সেন জানতে চান, ঘরছাড়াদের ফেরানোর জন্য রাজ্য কোনও পদক্ষেপ করেছে কি না? তারপরই ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, কমিটি গঠন করে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘরে ফেরানোর বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সফর স্থগিত রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার রাতেই মুর্শিদাবাদের হিংসা কবলিত এলাকায় যাওয়ার কথা ছিল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। রাজভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি সেই কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন।

> আমি অনুরোধ করব, রাজ্যপাল যেন এই পরিস্থিতিতে সেখানে না যান। কারণ, এখন এলাকার মানুষের আস্থা ফেরানোর কাজ করছে প্রশাসন। এখনই সেখানে না গিয়ে কিছুদিন পর গেলে ভালো হয়। সেই কারণে আমিও যাইনি। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে আমিও যাব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

কিন্তু তারপরই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করেন, 'আমি অনুরোধ করব, রাজ্যপাল যেন এই পরিস্থিতিতে সেখানে না যান। কারণ, এখন এলাকার মানুষের আস্থা ফেরানোর কাজ করছে প্রশাসন। এখনই সেখানে না গিয়ে কিছুদিন পর গেলে ভালো হয়। সেই কারণে আমিও যাইনি। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে আমিও যাব। রাজ্য মহিলা কমিশন সেখানে যেতে চেয়েছিল। আমি বারণ করেছি। সকলকে বলছি, আরেকটু সময় দিন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই অনুরোধের পরই রাজ্যপাল এই সফর স্থগিত করে দেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে তিনি এই সফর স্থগিত করেছেন কি না, তা অবশ্য রাজভবন থেকে কিছু বলা হয়নি।

এদিনই মুর্শিদাবাদের নির্যাতিতদের নিয়ে রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, 'মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি একেবারেই সন্তোষজনক নয়। সেখানকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী এখনও থাকা দরকার। রাজ্য পুলিশের ওপর কোনও আস্থা নেই। মুখ্যমন্ত্রী যদি আগে থেকেই সব জানতেন, তাহলে তিনি পদক্ষেপ করেননি কেন?' এদিন দুপুরে রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন, 'এলাকার পরিস্থিতি সরেজমিন দেখতে আমি যেতে চাই। মানুষের সঙ্গে কথা বলে সত্যি ঘটনা জানতে আমি মুর্শিদাবাদ যাব।' যদিও তার কিছুক্ষণের মধ্যেই নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'অনুরোধ'-এর পরই সফর স্থগিতের সিদ্ধান্ত হয়।

এদিনই ভবানী ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'সামশেরগঞ্জে বাবা ও ছেলের নৃশংস খুনের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এলাকার মানুষের আস্থা ফেরাতে বাহিনী লাগাতার কাজ করে যাচ্ছে। পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করি।' এই ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল কি না, প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এখনই এই নিয়ে কিছু বলব না।'

জামিন খারিজ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এই যুক্তিতে তাঁর জামিন খারিজ করল ব্যাংকশাল আদালত। বৃহস্পতিবার আদালতে পার্থর জামিন মামলার রায় দেওয়ার কথা ছিল। বিচারকের যুক্তি, চার্জশিট ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত মনে করছে নিয়োগ মামলায় পার্থর সরাসরি যোগ ছিল। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে জামিন দেওয়া হলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ফেরাতে চান মন্দির রক্ষক ইয়াসিন

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির 'উসকানি'তে যেভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহ নষ্ট হচ্ছে, তাতে ব্যথিত 'কবীর সম্মানে' ভূষিত মহম্মদ ইয়াসিন পাঠান। মেদিনীপুর শহরের কাছে পাথরা গ্রামে ছড়িয়ে থাকা প্রচুর টেরাকোটার মন্দির দীর্ঘদিন ধরে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। মন্দির গাত্রের অসাধারণ টেরাকোটার ভাস্কর্যগুলি লোকে খুলে নিয়ে যাচ্ছিল। জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও ইয়াসিন এই হিন্দু মন্দিরগুলি রক্ষায় তৎপর হন। তাঁর তৎপরতায় কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ মন্দিরগুলি ও সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ করে সেগুলি সংস্কারের কাজ শুরু করে। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শংকরদয়াল শর্মা তাঁকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য 'কবীর সম্মানে' ভূষিত করেন। এখন সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হতে বসায় ব্যথিত ইয়াসিন সেই পুরস্কার ফেরত দিতে চান।

প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন ছিলেন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। ১৯৯৪ সালে যোজনা কমিশন থেকে ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন পাথরার মন্দিরগুলির সংস্কারের জন্য। ১৯৯৮ সালে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ মন্দিরগুলির সংস্কারের কাজ শুরু করে। প্রায় ১০ একর জমি চাষিদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয় ২০০৩ সালের ১৬ জুলাই। ইয়াসিনের দুঃখ, '২৮ বছর পরেও চাষিরা ওই জমির দাম পাননি। বারবার ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে ছোটাছুটি করেও গ্রামের চাষিদের টাকা উদ্ধার করতে পারিনি।'

বহু বছর ধরে যক্ষের ধনের মতো মন্দিরগুলি আগলে বসে থাকলেও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার দারিদ্র্যপীড়িত ইয়াসিনের জন্য কোনও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেনি। কিডনি ও হৃদযন্ত্রের রোগে ভুগছেন তিনি। দক্ষিণ ভারতে প্রায়ই চেকআপে যেতে হয়। ডাক্তার বলেছেন, অপারেশন করা জরুরি। তার খরচ ২ লক্ষ টাকা। প্রতি মাসে ওষুধ কিনতেও এককাঁড়ি টাকা খরচ হয়। তার সংস্থান পর্যন্ত নেই। ইয়াসিন এই প্রতিবেদককে বলেন, 'বাংলায় এখন রাজনৈতিক দলগুলিই ধর্মের নামে উসকানি দিচ্ছে। এর

ফলে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওয়াকফ আইনেরও প্রতিবাদ করছি আমি। এই কয়েকটি কারণে এই সম্মান ফিরিয়ে দিতে চাই। এই সম্মান আমি আর রাখতে চাই না।' ৩ মে ইয়াসিনের জীবন নিয়ে রচিত নাটক, 'ইয়াসিনের মন্দির' মঞ্চস্থ হবে অশোকনগরে। ইয়াসিন বলেন, 'ওই নাটক দেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি সেখানে যেতে ভয় পাচ্ছি। মুসলিম মৌলবাদীরা যদি বলে, তুমি মুসলমানের ঘরের ছেলে হয়ে মন্দির আগলাতে গিয়েছ কেন?'

শালবনি যাচ্ছেন মমতা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালদের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস করতে সোমবার সেখানে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন জিন্দাল গোষ্ঠীর প্রধান সজ্জন জিন্দাল। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৮০০ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিট সেখানে হচ্ছে। এর জন্য জিন্দালরা ১৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। পূর্ব ভারতে এমন প্রোজেক্ট আর নেই।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দু-দিনের সফরসূচি জানিয়েছেন।

অনলাইনে অনুমতি

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : গ্রামীণ এলাকায় পাকা বাড়ি তৈরির জন্য এখন থেকে আর পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে আবেদন করলে হবে না। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় পাকা বাড়ি তৈরির অনুমোদন নিতে গেলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পোর্টালে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। চলতি মাসের শেষ থেকেই এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে যাবে। তার জন্য ইতিমধ্যেই একটি পোর্টাল চালু করা হচ্ছে।

ছানি-বিতর্ক

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : চোখের ছানি কাটানো ও চশমা বাবদ খরচের বিল জমা দিয়েছিলেন প্রায় সওয়া ১ লক্ষ টাকার। বিল দেখে পত্রপাঠ খারিজ করলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধায়ককে জানিয়ে দিলেন ৫ হাজার টাকার বেশি এক পয়সাও পাওয়া যাবে না চশমা বাবদ। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। অভিযুক্ত হরিহর পাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামৎ শেখ।

বিত্ত মন্ত্রালয়
MINISTRY OF FINANCE

ত্রৈমাসিক রিটার্ন মাসিক পেমেন্ট (কিউআরএমপি)

ক্ষুদ্র করদাতাদের স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত ব্যবসা করার জন্য এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া
পান সমষ্টিগত বার্ষিক ব্যবসায়িক অর্থমূল্য ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত
আর্থিক বছর ২০২৪-২৫ এর সময়কালে

যোগ্যতা সম্পন্ন করদাতাগণ যারা এই কিউআরএমপি পরিকল্পনাটি সুবিধা পেতে ইচ্ছুক তারা এটি পেতে পারেন জি.এস.টি. পোর্টাল (www.gst.gov.in) এ প্রতিটি ধাপ অনুসরণকরণের মাধ্যমে

করদাতা ইন্টারফেসে লগ ইন করুন
সার্ভিস-এ যান >রিটার্ন > ত্রৈমাসিক রিটার্ন বিকল্পটি মনোনীত করুন

করদাতাগণ যারা ইতিমধ্যে কিউআরএমপি পরিকল্পনাটির সুবিধা পেয়েছেন তাদের এই পরিকল্পনাটির জন্য পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

সুবিধা

জিএসটি ফাইলের বিবরণ / জিএসটি আর-১ এবং জিএসটি আর-৩বি ফর্ম পুনরাবর্তন তিনমাসে এককালীন পদ্ধতি করতে পারবেন
মাসিক কর প্রদান করুন সুবিধামত সংশোধিত যোগফল পদ্ধতি (পূর্বে পূরণ করা চালান) অথবা স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতিতে (আইটিসি সামঞ্জস্যতার পরবর্তীতে আসল কর বকেয়া) তিনমাসের প্রথম দুই মাসের মধ্যে
সহজ পদ্ধতি এই পরিকল্পনাটি নির্বাচন করুন অথবা অনির্বাচন করুন
সহজবশ্য চালান ফার্নিশিং সুবিধা (আইএফএফ) নিজের সুবিধামত উপভোগ করুন
আইটিসি এবং করের ক্ষেত্রে স্ব-মূল্যায়ন করুন প্রতি তিনমাসে একবার

আর্থিক বছর ২০২৫-২৬ জন্য কিউআরএমপি পরিকল্পনা ফর্ম কিউ ১-এ মনোনীত হওয়ার শেষ তারিখ
৩০শে এপ্রিল ২০২৫

যোগ্যতা সম্পন্ন নিবন্ধীত ব্যক্তি পূর্ববর্তী তিনমাসের প্রথম মাসের শেষ দিন থেকে যেকোনও তিন মাসের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত মনোনীত হতে পারবেন।

আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি নং-৮১ থেকে ৮৫/২০২০-কেন্দ্রীয় কর এবং বিজ্ঞপ্তি নং - ১৪৩/১৩/২০২০ জিএসটি ১০.১১.২০২০ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলি পড়ুন।

কিউআরএমপি পরিকল্পনা সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে স্ক্যান করুন

জিএসটি রিটার্ন ফাইলিং -এটি দ্রুত, সহজ এবং সরলীকৃত

CBC 15502/13/0002/2526

কেন্দ্রীয় অপ্রত্যক্ষ কর এবং নীতি বোর্ড
@cbicindia @cbic_india @cbicindia @CBICINDIA CBIC India

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ৪ বৈশাখ ১৪৩২

বছর শুরু উদ্বেগে

শুরু হল নতুন বঙ্গাব্দ ১৪৩২। প্রারম্ভে অনেক স্বপ্ন-আশা থাকে। বছরশেষে সেইসব স্বপ্ন-আশার অনেক কিছু অপূর্ণ রয়ে যায়। ১৪৩১ যেমন শেষ হল মুর্শিদাবাদের অশান্তি নিয়ে। অথচ অন্য যে কোনও রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্রটা বরাবর অনেক উজ্জ্বল। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। ফাল্গুন থেকে ধরলে পরপর শান্তিতে পালিত হয়েছে দোল-হোলি, ইদুলফিতর, বাসন্তী-অন্নপূর্ণাপুজো।

তারপর যখন গোটা রাজ্য চড়ক-গাজন-নীলপুজোয় ব্যস্ত, তখন সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদের নামে অশান্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান। হিংসার বলি ৩, নিখোঁজ বহু। আতঙ্কে ঘরছাড়া, জেলাছাড়া অজস্র পরিবার। হাইকোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হওয়ার পর অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

১৪৩১-এ অপ্রাপ্তি অনেক ছিল। একশো দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া বিপুল অঙ্কের বরাদ্দ। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনা। তবে সদ্য শেষ হওয়া বাংলা বছরে গোটা দুনিয়াকে নাড়া দিয়েছে আরজি কর মেডিকেলের ঘটনাটি। গভীর রাতে কর্মরত অবস্থায় হাসপাতালের চারতলায় তরুণী চিকিৎসককে সেই ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে নাগরিক আন্দোলন ছড়ায় দেশজুড়ে। ন্যায়বিচারের দাবিতে মানুষ সোচ্চার হন তিরিশটিরও বেশি দেশে।

সেই ঘটনার পর সাড়ে আট মাস অতিক্রান্ত। আজও ন্যায় বিচারের প্রতীক্ষায় আছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। নিম্ন আদালত অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের দণ্ড দিয়েছে। নির্যাতিতার পরিবার তাতে অখুশি। তাঁদের মতে, একজনের পক্ষে ওই অপরাধ অসম্ভব। দুষ্কর্মটির পিছনে আছে বিরাট চক্র। তাঁদের আর্জিতে সুপ্রিম নির্দেশে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে ফের তদন্ত করছে সিবিআই। অভয়ার বাবা-মা শেষপর্যন্ত ন্যায়বিচার পান কি না, তা অবশ্য অনিশ্চিতই।

আরজি কর মেডিকেলের ওই ঘটনার মতো তোলপাড় ফেলে দিয়েছে এসএসসির ২০১৬ প্যানেলের প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলে আদালতের নির্দেশ। হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। তারপর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরিহারাদের আশ্বাস দিয়ে পাঁচ দফা ঘোষণা করলেন।

ঘোষণাগুলি হল- (১) কারও চাকরি যাবে না, (২) কাউকে টাকা ফেরত দিতে হবে না, (৩) রাজ্য কাউকে বরখাস্ত করেনি, (৪) চাকরিহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের স্কুলে গিয়ে স্বেচ্ছাশ্রম দিন ও (৫) রাজ্য রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সকলে আশ্বস্ত হলেন না। অসন্তোষের মুখে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু চাকরিহারাদের সঙ্গে কয়েকবার বৈঠক করেন।

ততদিনে চাকরিহারাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ অনশন শুরু করে প্রত্যাহারও করেছেন। চাকরিহারাদের একাংশ দিল্লি গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করতে। সেই আশা মেটেনি। তাঁরা দিল্লিতে কারও দেখা পাননি। তার আগে কলকাতায় ডিআই অফিসে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের লাঠি-লাথি খেতে হয়েছে চাকরিহারাদের।

সকলেরই প্রশ্ন, সময় থাকতে মুখ্যমন্ত্রী কেন যোগ্যদের চাকরি বাঁচাতে এগিয়ে এলেন না? এখনও কেন তিনি অযোগ্যদের আগলাতে চাইছেন? উদ্বেগের মধ্যে সাময়িক স্বস্তি এল অবশেষে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্জিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ পড়ুয়াদের স্বার্থ এবং স্কুলের পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখার তাগিদে যোগ্য শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দিল। তবে শিক্ষাকর্মীদের নয়।

শিক্ষকদের এই ছাড় অবশ্য শর্তাধীনে। প্রথমত, ৩১ মে-র মধ্যে নতুন করে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে শিক্ষা দপ্তরকে। দ্বিতীয়ত, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। এই নির্দেশে চাকরিহারাদের একাংশ সাময়িক স্বস্তি পেলেও পুরো নিশ্চিন্ত হল না। শিক্ষাকর্মীরা তো পুরোপুরি হতাশই। ১৪৩২ তাই চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে শুরু হল।

অমৃতধারা

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়, এগুলি বরাবর চালু রাখা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা এগুলি এমনকি বিশিষ্ট মুনিঋষিদেরকেও পর্যন্ত পবিত্র করায়। তাই এইসব আলোচনা থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, তপস্যা মানব মাত্রেরই অবশ্য করণীয়। তবে তপস্যা সম্বন্ধে বহু কথা বলা যেতে পারে। তপস্যা সম্বন্ধে কারও কারও ক্ষেত্রে ভ্রম ধারণা জাত হতে পারে। কেউ এরূপ মনে করতে পারে যে, গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে বায়ু আহার, জলাহার করে কিংবা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে তপস্যা করতে হয়। অবশ্য সেরকম তপস্যা আছে। তা হচ্ছে কঠিন তপস্যা।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

বিষণ্ণ আঁধারে বামফ্রন্টের সব ছোট দল

গুলাম নবি আজাদ তাঁর নতুন দল তুলে দিলেন ব্যর্থতায়। বাংলার বহু পরিচিত দল এই টালমাটাল দশায় কার্যত অদৃশ্য।

শুভাশিস মৈত্র

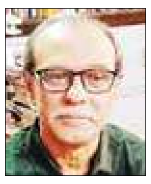

সাধারণত ভালো কিছু একটা করার জন্যই মানুষ দল তৈরি করে। যদিও অফিসে অমুকে দল করছে, বা দলাদলি, এইসব কথা ভালো অর্থে বলা হয় না। দলবাজিও খারাপ, অন্তত প্রকাশ্যে সবাই বলে। দলদাস শব্দের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের এটা ৪০তম বছর চলছে। দলত্যাগ শব্দটিরও এখন সর্বভারতীয় স্তরে খুবই দাপট। দলবদলু, দলবদলিয়া-- এসবও আমাদের এখন খবরের কাগজে রোজই লিখতে হয়। আর এইসব শব্দের জন্ম যেখান থেকে সেটা হল দল বা পার্টি। এই রকম একটা দলীয় পরিবেশে এই লেখার বিষয় 'রাজনৈতিক দল', তবে সব ধরনের দল নয়, প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলা ছোট রাজনৈতিক দল।

ইতিহাস বলে, ইংল্যান্ডে ১৭ শতকের শেষের দিকে রাজার বিরুদ্ধে যে 'উইগস পার্টি' তৈরি হয়েছিল, সেটাই পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল। ভারতের কংগ্রেস দলের বয়সও কম হল না। বিজেপির বয়স ৪৫। অবশ্য বয়স বেশি হলেই যে সে দল অনন্তকাল টিকে থাকবে, তা না-ও হতে পারে। যেমন ইংল্যান্ডের লিবারেল পার্টি। জন্ম ১৮৫৯ সালে। বুড়ো হয়ে দলটার এক সময় উঠে যাওয়ার জোগাড় হল। অবশেষে ১৯৮৮ সালে ইংল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে মিশে যায় লিবারেল পার্টি। জন্ম নেয় লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

কারও মনে হতেই পারে, এখন হঠাৎ কেন এইসব দলীয় কথাবার্তা! কারণ দুটো। প্রথম কারণ, গত সোমবার প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা এবং ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে জন্ম নেওয়া জম্মু-কাশ্মীরের 'ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ আজাদ পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা গুলাম নবি আজাদ ঘোষণা করেছেন, তিনি তাঁর দল তুলে দিচ্ছেন। ২০২৪-এ লোকসভায় গুলাম নবি নিজে দুটি আসনে দাঁড়িয়ে হেরেছেন। আর বিধানসভাতে ৯০টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে প্রার্থী দিয়ে একটিতেও জিততে পারেনি গুলামের দল। গুলাম নবির নিজের জেলায় ডোডা আসনে ভোট পেয়েছে নোটার থেকেও কম। বোঝা যাচ্ছে হাফইয়ারলি এবং অ্যানুয়াল, দুটি পরীক্ষায় শূন্য পাওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই মাঠে তিনি আর খেলবেন না।

দ্বিতীয় কারণ, মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মতো রাজ্য তোলপাড় করা ঘটনায় যখন বিবৃতি-পালটা বিবৃতির ঝড় চলছে খবরের কাগজে, টেলিভিশনে, তখন দেখা যাচ্ছে দেড় দশক আগেও দাপটে থাকা বেশ কিছু দল কার্যত নিখোঁজ। কংগ্রেস এই রাজ্যে এই মুহূর্তে দুর্বল রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হলেও, সর্বভারতীয় বিচারে প্রধান বিরোধী দল। ফলে কংগ্রেস এই লেখায় আলোচ্য নয়। কংগ্রেসকে যে একেবারে দেখা যাচ্ছে না তা-ও নয়। এখনও সিপিএম কেরলে ক্ষমতায়। এই রাজ্যে আসন সংখ্যায় এবং ভোট প্রাপ্তিতে সিপিএম যতই দুর্বল হয়ে পড়ুক না কেন, বিধানসভায় তাদের উপস্থিতি না থাকলেও, রাস্তায় কিন্তু সিপিএম বেশ ভালোভাবেই এখনও দৃশ্যমান। ফলে সিপিএমকেও এই আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

বামফ্রন্টের শরিক সিপিএম বাদ দিলে অন্য যে দলগুলি থাকে তারা এখন কী করছে?

> পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভার ভোটে যে দলগুলি নির্বাচন লড়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকগুলিরই এখন কোনও অস্তিত্ব নেই। যেমন, সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি, বলশেভিক পার্টি, আইএনএ, রুইকার পার্টি, সুভাষিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট পার্টি, আরসিপিআই (টেগোর), কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি, জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা। ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচনেও এমন বহু দল ছিল যেগুলো পরে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বিআর আম্বেদকরের 'শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'।

তারা কোথায়? যেমন সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, আরসিপিআই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দল! তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, তারাও এইসব আলোড়ন তোলা ঘটনায় তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে, গুরুত্বহীন বলেই সংবাদমাধ্যম সেগুলোকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি।

আগামী বছর, ২০২৬-এ বিধানসভা ভোট পশ্চিমবঙ্গে। এর আগের বিধানসভা ভোটে, ২০২১ সালে এই দলগুলো কেমন ফল করেছিল একবার দেখে নেওয়া যাক। ফরওয়ার্ড ব্লক পেয়েছিল ০.৫৩ শতাংশ ভোট। এই দলের জন্ম ১৯৩৯ সালে। আরএসপি পেয়েছিল ০.২১ শতাংশ ভোট। আরএসপির জন্ম ১৯৪০ সালে। সিপিআই পায় ০.২ শতাংশ ভোট। এই দলের বয়স একশো হবে সামনের ডিসেম্বরে।

সিপিআইকে এই আলোচনায় রাখা হচ্ছে না ঠিকই তবে দলটি যে বিলুপ্তির পথে নয় এমন কথা পাঠককে বোঝানোর ক্ষমতা এই সাংবাদিকের নেই। বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, আরসিপিআই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দলগুলির একটা ঠিকানা হয়তো অনেক খুঁজলে পাওয়া যাবে, তবে ওই পর্যন্তই! একটা কথা ঠিক, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো দলগুলির যথেষ্ট উজ্জ্বল অতীত রয়েছে। বড় বড় নেতারা এই দলের হয়ে সংসদ, বিধানসভা কাঁপিয়েছেন এক সময়। কিন্তু এখন, কালের নিয়মে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে জলসাঘরের জমিদারের মতো হাল তাদের। এই লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেল, বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নকশালপন্থী দল, যারা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবে, তারা দুটো-তিনটে সংগঠন একসঙ্গে মিলে গিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শুরু করেছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভার ভোটে যে দলগুলি নির্বাচন লড়েছিল তাদের মধ্যেও অনেকগুলিরই এখন কোনও অস্তিত্ব নেই। যেমন, সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি, বলশেভিক পার্টি, আইএনএ, রুইকার পার্টি, সুভাষিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট পার্টি, আরসিপিআই (টেগোর), কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি, জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা।

রাজনৈতিক দল নানা কারণে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর প্রণব মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসে কোণঠাসা হয়ে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকতে অন্য কোনও দলে যোগ না দিয়ে নিজেই ১৯৮৬ সালে একট দল তৈরি করেন। নাম দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস। তবে ১৯৮৭-তে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে একটিও আসন জিততে না পেরে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হয়ে যাওয়ায় তিনি গুলাম নবি আজাদের প্রায় চার দশক আগে একইভাবে দল তুলে দিয়েছিলেন।

ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচনেও এমন বহু দল ছিল যেগুলো পরে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বিআর আম্বেদকরের 'শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'। এই দলের প্রার্থী হিসেবে আম্বেদকর নিজে ১৯৫২-তে লোকসভা এবং ১৯৫৪-র লোকসভা উপনির্বাচনে পরপর দু'বার ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা আজ অবিশ্বাস্য মনে হতেই পারে। কারণ আজ যদি তিনি ভারতের যে কোনও আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, অন্য কোনও দল হয়তো তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থীই দিত না।

তাহলে এই যে জল শুকিয়ে যাওয়া নদীর সোঁতার মতো ছোট ছোট রাজনৈতিক দল, মানুষ যাদের আর ভোট দিচ্ছে না তারা কী করবে? একটা পথ, সসম্মানে বিদায়। আর নয়তো, বেশ কিছু কাছাকাছি ভাবনাচিন্তার দলগুলি একসঙ্গে বসে নতুন ভাবনা নিয়ে নতুন নাম নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করা। কিন্তু দলাদলি আর বাঙালি প্রায় সমার্থক। এই কাজ কি তারা পারবে? নাকি তারা স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, এই দর্শন মেনে চলবে?

কেউ ভাবতে পারেন এসইউসি দলটা বোধহয় এই সাংবাদিকের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। মোটেই নয়। আসলে এসইউসি ছোট হতে হতে, ছোট হতে হতে যেখানেই পৌঁছোক না কেন, উঠবে না, এ আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। তাই বলে আমাকে আবার কেউ এসইউসি-র সমর্থক ভাববেন না দয়া করে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫৫

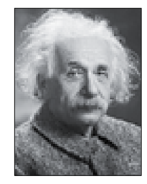

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন।

১৯৮১

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট লোকসংগীত গায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী।

আলোচিত

সাম্প্রতিক রায়ে দেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা কোন পথে এগোচ্ছি? এই দেশে কী চলছে? রাষ্ট্রপতিকে বলা হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে! আর তা যদি না হয়, তবে বিল আইনে পরিণত হয়ে যাবে! তাহলে বিচারপতিরাই আইন প্রণয়ন করুন, সংসদীয় কাজকর্ম করুন।

- জগদীপ ধনকর

ভাইরাল/১

নয়াদিল্লির এক মেট্রো কোচে তুলকালাম কাণ্ড। একদল মহিলা হঠাৎই কীর্তন শুরু করে দিয়েছেন তারস্বরে। সঙ্গে ঢোল, মঞ্জিরা এমনকি লাল কাপড়ও। চলছে রাধে রাধে! যাত্রীরা বিরক্ত, কিন্তু অসহায়। সিআরপিএফের হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটল।

ভাইরাল/২

ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো চিড়িয়াখানায় অদ্ভুত দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন দর্শকরা। ভূমিকম্পের ঠিক আগে তাদের দুই বাচ্চাকে ঘিরে রেখেছিল একদল হাতি। তারা বুঝতে পেরেছিল, ভূমিকম্প হবে। ছবিটি কিছুদিন পর প্রকাশ্যে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাল।

জনমন জনমত

মার্কসবাদী আদর্শ এখন পেছনের সারিতে

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া কি মার্কসবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে? যেখানে মার্কসের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যই ছিল মেহনতি মানুষ ও শ্রমিক কৃষকদের নিয়ে পথ চলা বা বলা ভালো আন্দোলন সংগঠিত করা।

কিছুদিন আগে কেরলে সিপিএমের যে পার্টি কংগ্রেস হল সেখানে পশ্চিমবঙ্গ শাখার বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বলাবাহুল্য এখন ওনারাই পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান মুখ। কিন্তু তাঁরা সদস্য নির্বাচিত হয়েই সংবাদমাধ্যমে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে মার্কসবাদীতে বিশ্বাসী বা মার্কসবাদ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারছে কি?

প্রথমত, সদস্য/সদস্যাদের বক্তব্য ছিল, বিজেপি ও তৃণমূলের বিপক্ষে আন্দোলন জোরদার করা হবে। কিন্তু শুধুমাত্র এই আন্দোলন জোরদার করলেই কি মার্কসবাদের আদর্শ রক্ষিত হয়ে যাবে? এই বক্তব্য তো খালি ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের কথা, এখানে শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার কথা কোথায়? যে শ্রমিক-কৃষকদের কথা বলে এবং তাদের সংগঠিত করে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর বামফ্রন্ট রাজত্ব করে গিয়েছে এবং মেহনতি মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিল প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার, সেই আন্দোলনের ঝাঁঝ এখন কোথায়? এখন তো যে সব আস্ফালন বা বক্তৃতা শোনা যায় সেগুলো শুনলে মনে হয় খালি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ছাড়া অন্য সব মার্কসবাদী আদর্শ পেছনের সারিতে চলে গিয়েছে। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে মেহনতি মানুষের মন জয় করা যাবে না, চাই নাম্বুদ্রিপাদ, জ্যোতি বসুদের মতো দৃঢ় সংকল্পের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

কেননা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যাঁরা মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের অনেকেই হঠাৎ একেবারে উলটো পথে হেঁটে অতি ডানপন্থী দলে নাম লিখিয়ে এখন আবার মার্কসবাদীর বিপক্ষেই বিষোদগার করে যাচ্ছে। এতে অনেকেই আর বর্তমান নেতৃত্বের উপর খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নববর্ষ, রাত বারোটা ও ঔপনিবেশিকতাবাদ

বিজয়া-দীপাবলিতে হঠাৎ রাত বারোটা গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সত্তর-আশির দশকে তিথিগুলো সূর্যোদয়ে আরম্ভ হত।

প্রদীপ্তা চক্রবর্তী

'রাত বারোটা বেজে গিয়েছে! যাই ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপে নববর্ষের স্ট্যাটাস আর পোস্ট আপলোড করে আসি।'

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, বর্তমান যুগে এই ছবি প্রায় প্রতিটি বাঙালি বাড়িতেই দেখা যায়। নববর্ষ হোক, অথবা মহালয়া, কিংবা বিজয়া থেকে দীপাবলি, রাত বারোটা সময়টাই যেন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, রাত বারোটাই ধার্য করে দেয় একজন মানুষ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঠিক কতটা চলছে।

অথচ সত্তর-আশির দশকেও কিন্তু এই তিথিগুলো রাত বারোটা নয়, বরং পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হত।

যেমন ভোর না হলে মহালয়া হয় না, আবার মায়ের অবয়ব বিসর্জন না হলে বিজয়া হয় না, তেমনই সূর্যোদয় না হলে নববর্ষ হয় না। কিন্তু এই বাঙালিয়ানাটুকুই মনে রাখে কে? এবার বাংলা নববর্ষেও দেখা গেল এক অবস্থা।

এককথায় যদি বলা যায়, ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে রাত বারোটাকে পরদিনের শুরু ধরে নেওয়া বা জন্মদিনে কেক কাটা এসব কিছুর প্রচলন হয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা থাকাকালীন বা দেশ ছাড়ার কিছু বছর পর অবধিও এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না, যতটা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে হয়েছে। এখন ব্যাপারটা খানিকটা এরকম যে, একজন রাত বারোটায় পোস্ট আপলোড করেনি, তার মানে সে এখনও বেশ পিছিয়ে।

ইংরেজরা সশরীরে চলে যাবার আটাত্তর বছর চলছে, কিন্তু তাদের মতাদর্শ এখনও গেঁথে আছে ভারতবাসীর হৃদয়ে, যার পোশাকি নাম ঔপনিবেশিকতাবাদ। পোশাকে,

খাবারে, চিন্তাভাবনায় তাদের ভাবাদর্শ থাকাটাই 'ট্রেন্ড'। 'গায়েহলুদ'-এর বদলে 'হলদি' লেখাটাই 'কুলনেস'। আর প্রতিবাদ করলেই তকমা জোটে 'বাংলাপক্ষ'-র।

ইংরেজিমাধ্যম আর বাংলামাধ্যম স্কুলের বিভেদ আজ অসীমে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের সবথেকে মিষ্টি ভাষা আসলে যাদের মাতৃভাষা, তারাই সেই ভাষা ব্যবহার করতে লজ্জিত বোধ করে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি 'মাতৃভাষা' নিয়ে পোস্ট থেকে যায় ফেসবুকের দেওয়ালে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নববর্ষ মানেই 'শপিং', 'রেস্টুরেন্টে খাওয়া' অথবা 'লং ড্রাইভ', এসবে মজে না থাকলেই 'ব্যাকডেটেড'।

কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেই নববর্ষ মানে ছিল, সকালসকাল উঠে, স্নান সেরে, পুজো করে, বড়দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করা, বিকেলে দোকানে হালখাতা করতে যাওয়া ইত্যাদি। 'নতুন বস্ত্র পরতে হয়', এই অজুহাতে বাড়িতে আসত ছোটদের গরমে পরার সুতির জামা, বাবা-কাকাদের ফতুয়া আর মা-কাকিমাদের সুতির শাড়ি। ইংরেজদের অনুসরণ করতে গিয়ে মাছি মারা অনুকরণ করে, উপরন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা দেখনদারি করাই প্রায় জীবনের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। তা না হলে, ডারউইনবাদের সেই 'টিকে থাকার লড়াই'-তে টিকে না থাকার আশঙ্কা কুরে-কুরে খায়।

বাঙালি হয়ে নিজেদের রীতি রেওয়াজ, ভাষা ও সংস্কৃতির রক্ষা না করলে অন্যান্য সংস্কৃতির মানুষ তার মাহাত্ম্য বুঝবে কীভাবে? পরবর্তী প্রজন্ম কীভাবে বুঝবে, 'বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা/সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান'-এর অর্থ ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৮

পাশাপাশি : ১। মহাভারতের কূটকৌশলী মামা ৩। বেদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ৫। পানের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৬। যে বিষয় প্রকাশ্যে আনা যায় না ৮। দেহে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া ১০। খবর পাঠানো ১২। ছড়ার গানে ছয় বেহারা যা বয়ে নিয়ে যায় ১৪। নিস্তেজ বা ধীর গতি ১৫। শূন্য, খালি বা নিঃস্ব ১৬। লোহা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি যার পেশা।

উপর-নীচ : ১। ইন্দ্রের আরেক নাম ২। প্রতিষেধক বা প্রতিরোধকারী ৪। একেবারে উলটোদিকে অবস্থিত ৭। তামাকের গুঁড়ো ৯। আকারে গোল এবং ভেতরে ফাঁপাও হতে পারে ১০। বিশৃঙ্খল বা অগোছাল অবস্থা ১১। না থেমে যা চলছে ১৩। ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।

সমাধান ■ ৪১১৭

পাশাপাশি : ১। মউনি ৩। চুপিসারে ৪। কুশল ৫। চেকনাই ৭। তট ১০। কলা ১২। সুরজ্ঞান ১৪। কৌন্তেয় ১৫। ছাড়াছাড়ি ১৬। নব্বই।

উপর-নীচ : ১। মরকত ২। নিকুচি ৩। চুলচেরা ৬। নাবিক ৮। টগর ৯। পানকৌড়ি ১১। লাগসই ১৩। অয়ন।

বিন্দুবিসর্গ

বিলে সম্মতি দিতে রাষ্ট্রপতিকে সময়সীমা, ক্ষুব্ধ উপরাষ্ট্রপতি

‘সুপ্রিম কোর্ট যেন সুপার-পার্লামেন্ট’

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : দেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে পারে না আদালত। সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা করে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের খোঁচা, দেশের শীর্ষ আদালত সুপার পার্লামেন্টের মতো আচরণ করছে। তামিলনাড়ু সরকারের দায়ের করা একটি মামলায় কোনও বিলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতিকে কোনও বিলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাস সময় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে ধনকর বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে পোরে না।’

ধনকর উবাচ

■ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদটি সর্বোচ্চ পদ। সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নিয়েই ওই পদে বসেন তিনি। অথচ একটি সাম্প্রতিক রায়ে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি? দেশে এসব কী হচ্ছে? আমাদের অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়া উচিত।

■ সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদটি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একটি পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। ২৪/৭ ওই ক্ষেপণাস্ত্রটি বিচারবিভাগের হাতে থাকছে।

তাঁর তোপ, ‘আমাদের হাতে তাহলে এমন বিচারপতিরাও রয়েছেন যাঁরা আইন প্রণয়ন করবেন, প্রশাসনের কাজ করবেন, সুপার পার্লামেন্টের মতো কাজও করবেন এবং কোনওভাবেই দায়বদ্ধ থাকবেন না। কারণ, দেশের আইন তাঁদের ওপর কার্যকর হয় না।’ বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় এই প্রসঙ্গে তুলে ধরেন।

ধনকর মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদটি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একটি পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। ২৪/৭ ওই ক্ষেপণাস্ত্রটি বিচারবিভাগের হাতে থাকছে।’ এর আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সমালোচনা করেছিলেন কেরলের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র ভি আর্লেকারও। তিনি বলেছিলেন, ‘সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। আদালত যদি সংবিধান সংশোধন করে তাহলে আইনসভা বা সংসদের আর কী প্রয়োজন?’

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার ষষ্ঠ ব্যাচের ইন্টার্নদের একটি সভায় ধনকর বলেন, ‘ভারতের রাষ্ট্রপতি পদটি সর্বোচ্চ পদ। সংবিধানকে রক্ষা করার শপথ নিয়েই ওই পদে বসেন তিনি। অথচ একটি সাম্প্রতিক রায়ে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি? দেশে এসব কী হচ্ছে? আমাদের অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়া উচিত।’ রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কথায়, ‘এই দিনটা দেখব বলে আমরা কখনও গণতন্ত্রের জন্য দরকষাকষি করিনি। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। তিনি যদি তা না করেন তাহলে সেই বিল আইনে পরিণত হয়ে যাবে।’ উপরাষ্ট্রপতির সাফ কথা, ‘ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেওয়া হবে এমন কোনও পরিস্থিতি আমরা চাই না। সংবিধান অনুসারে বিচারপতিদের হাতে একটিই ক্ষমতা রয়েছে, সেটা হল সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা।’ এই প্রসঙ্গে দিল্লি হাইকোর্টের এক বিচারপতির বাড়ি থেকে বিপুল অঙ্কের নগদ টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গও তোলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। এখনও পর্যন্ত ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলেও তিনি জানিয়েছেন।

তীব্র গরমের মাঝে খুনশুটি... বৃহস্পতিবার জয়পুরে নাগরাগড় অভয়ারণ্যে।

‘আমরা হিন্দুদের চেয়ে আলাদা ও উচ্চস্তরের’

দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষ পাক সেনাপ্রধানের মুখে

ইসলামাবাদ, ১৭ এপ্রিল : হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমরা একেবারে ‘আলাদা’ শুধু তা-ই নয়, মতাদর্শ ও সংস্কৃতির নিরিখে ‘উচ্চতর’ও বটে। এ কথা বলে ফের বিদ্বেষ-বিষ উগরে দিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির।

বুধবার প্রবাসী পাকিস্তানিদের এক সমাবেশে মুনির বলেন, ‘আমাদের পূর্বপুরুষরা বিশ্বাস করতেন, হিন্দুদের থেকে আমরা প্রতিটি দিক থেকে আলাদা ও শ্রেষ্ঠ। ধর্ম, রীতি, সংস্কার, চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা- সব কিছুতেই পার্থক্য রয়েছে দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের। আমরা একটি ‘উচ্চতর মতাদর্শ ও সংস্কৃতির’ অংশীদার। এটাই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তি। আমরা এক নই, দুই জাতি। এটা কখনও ভুলে যাবেন না।’

বুধবার ওই প্রবাসী সমাবেশে হাজির ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও। তাঁকে সাক্ষী রেখে মুনির বলেন, ‘এই কথাগুলি আপনাদের সন্তানদের জানাতে হবে, যাতে তারা পাকিস্তানের ইতিহাস কখনও ভুলে না যায়। আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমরাও করেছি। দয়া করে এই ইতিহাস ভুলবেন না।’

অবিভক্ত ভারতে ১৯৪০-এর দশকে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে ডালপালা মেলেছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মুসলিম ও হিন্দুরা দু’টি পৃথক জাতি—যাদের আলাদা রাষ্ট্র প্রয়োজন। সেই তত্ত্বের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

মুনিরের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখনও ভারতের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় নির্ধারণে এই পুরোনো তত্ত্বেই আস্থাশীল।

কাশ্মীরি বীর ভাইরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, আমরা তাঁদের ছাড়ব না। পাকিস্তান কাশ্মীরকে ভুলবে না, ছাড়বেও না।

আসিম মুনির
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেটা পাকিস্তানের মূল শিরা হয় কী করে? বরং কাশ্মীর উপত্যকার অধিকৃত অংশ তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ফিরিয়ে দেবে ততই ভালো।

রণধীর জয়সওয়াল
ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র

বুধবারের ভাষণে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের ‘জীবনরেখা’ বলে উল্লেখ করে মুনির। বিশ্বের কোনও শক্তি কাশ্মীর থেকে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান কাশ্মীরকে ভুলবে না, ছাড়বেও না। কাশ্মীরি বীর ভাইরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন আমরা তাদের ছাড়ব না। কাশ্মীরকে কোনওদিন ভুলবে না পাকিস্তান।’ তাঁর এহেন মন্তব্যের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই কড়া জবাব দিয়েছে ভারত। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেটা পাকিস্তানের মূল শিরা হয় কী করে? বরং কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বলতে উপত্যকার অধিকৃত অংশ তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ফিরিয়ে দিক, এটুকুই।’

‘হাফিজ-এ-কুরআন’ সম্মানে ভূষিত মুনির এদিন বলেন, ‘পাকিস্তানের ভিত্তি কল্পিত হয়েছিল কালিমার (ইসলামিক বিশ্বাস ঘোষণাপত্র) ওপর।’ তিনি আরও জানান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে, বিশেষ করে বালুচ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘সন্ত্রাসবাদীদের দশ দশটি প্রজন্মও পাকিস্তানের কিছু করতে পারবে না। আপনাদের কি মনে হয় এই জঙ্গিরা পাকিস্তানের ভাগ্য বদলে দেবে? আমরা ১৩ লক্ষ ফৌজের ভারতীয় সেনাকেই ভয় পায় না। তাহলে এই জঙ্গিরা কি করে পাক সেনাকে হারাবে।’

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘে শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় পাকিস্তান ফের কাশ্মীর ইস্যু উত্থাপন করায় ভারত কড়া মন্তব্য করেছিল। ভারত জানিয়েছিল, পাকিস্তান যেন তাদের অবৈধভাবে দখল করা জমি ছেড়ে দেয়।

মোদি মন্ত্রীসভায় বদলের জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : তৃতীয়বার মোদি সরকার তৈরির পর থেকে গত ১০ মাসে এখনও পর্যন্ত একবারও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার রদবদল করা হয়নি। কিন্তু নতুন বিজেপি সভাপতি নির্বাচন এবং বিহারে আসন্ন বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে মোদি মন্ত্রীসভায় রদবদলের ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তাঁদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে ওই বৈঠকের পর বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার বাসভবনে দলের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো প্রমুখ।

সূত্রের খবর, ১৯ এপ্রিলের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রদবদলের সম্ভাবনা প্রবল। অন্তত দুজন নতুন মুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেতে পারেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিহারের, অপরজন তামিলনাড়ুর নেতা হতে পারেন। অপর একটি সূত্রের মতে, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারকে বিজেপি সভাপতি করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় কাকে মন্ত্রীসভায় আনা হবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। বিহারে যেহেতু চলতি বছরের শেষলগ্নে ভোট, তাই সেই রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আরও একজনকে নেওয়া হতে পারে। সূত্রের বক্তব্য, ‘কী হবে তা এখন বলা মুশকিল। কিন্তু কিছু তো অবশ্যই হবে।’

সোমবার দিল্লিতে ভান্স

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : শুল্ক যুদ্ধের আবহে ভারতে আসছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী ঊষা ও তিন সন্তানকে নিয়ে সোমবার তিনি আসছেন রাজধানীতে। ভান্সের চারদিনের ভারত সফর শুরু হচ্ছে ২১ এপ্রিল। ওই দিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা। সফরে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্ক, পারস্পরিক শুল্কের বিষয়ে দু’দেশের মধ্যে আলোচনা হতে পারে। নয়াদিল্লির পাশাপাশি জয়পুর ও আগ্রাতে তাঁর সপরিবারে যাওয়ার কথা রয়েছে। তাঁরা তাজমহল দেখবেন। জয়পুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

ভালোবেসে বিয়ে? তাহলে সাহসও রাখুন

বিপদের আগে পুলিশি পাহারা নয় দম্পতিকে

প্রয়াগরাজ, ১৭ এপ্রিল : বিয়ের আগে প্রেম করে পালিয়ে গেলেই কি পুলিশকে বলতে পারবেন, ‘ভাই, একটু পাহারা দাও’? এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলছে—না, এত সহজ না! ভালোবেসে বিয়ে করলে একটু সাহস, একটু পরিণতিও থাকা দরকার। আদালতের কথায়, ‘পালিয়ে বিয়ে করলেই পুলিশ প্রোটেকশন দাবি করা যাবে না, যদি না সত্যিই জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হয়।’

সম্প্রতি শ্রেয়া কেশরওয়ানি ও তাঁর স্বামী পুলিশের সুরক্ষা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, আত্মীয়স্বজন তাঁদের শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনে আক্রমণাত্মকভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বিচারপতি সৌরভ শ্রীবাস্তব সেই আবেদন খারিজ করে বলেন, ‘এমন দম্পতিদের একে অপরের পাশে দাঁড়ানো শিখতে হবে এবং সমাজের মুখোমুখি হওয়ার সাহস রাখতে হবে।’

বিচারপতি শ্রীবাস্তব সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ‘ভালোবাসা যদি এতই মজবুত হয়, তবে সমাজের চোখ রাঙানিও সহ্য করার মতো মনের জোর থাকা উচিত।’ আদালত বলেছে, আত্মীয়স্বজন যদি সত্যি কোনও হুমকি দেয়, তবে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। কিন্তু শুধু বাবা-মায়ের অমতে ভালোবেসে পালিয়ে বিয়ে করলেই ‘পুলিশি নিরাপত্তা চাই’ বলে ছুটে এলে সেটা মানা যাবে না।

আদালতের আরও স্পষ্ট বক্তব্য, ‘পুলিশ যদি মনে করে সত্যিই বিপদ আছে, তাহলে তারা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু কোনও এফআইআর নেই, পুলিশকে কিছু বলা হয়নি— এসব বাদ দিয়ে শুধু আদালতের ওপর ভরসা করলে চলবে না।’

আগেও সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে (লতা সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার) বলা হয়েছে, শুধু নিজেদের ইচ্ছায় পালিয়ে বিয়ে করলেই সুরক্ষা পাওয়া যায় না। তবে উচ্চ আদালত এটাও বলেছে, ভবিষ্যতে কোনও বাস্তব বিপদের আশঙ্কা থাকলে পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে। আপাতত যেহেতু তেমন কোনও আশঙ্কা নেই, তাই আদালতের হস্তক্ষেপের দরকার পড়ছে না।

যোগীরাজ্যে ফের ধর্ষণ

লখনউ, ১৭ এপ্রিল : বারাণসীর পর কাসগঞ্জ। এরপর রামপুরে ধর্ষণের ঘটনা সামনে এল। সম্প্রতি বারাণসী গণধর্ষণ কাণ্ডে উষ্মাপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, আর যেন এমন ঘটনা না ঘটে। ক্রুদ্ধ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সেই ঘটনায় তদন্তকারী দলের প্রধান অফিসারকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও যোগীরাজ্য যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এবার ধর্ষিতা হল এক মূক ও বধির নাবালিকা।

উত্তরপ্রদেশের রামপুরে বছর ১১-র বালিকা মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল। বুধবার সকালে তাকে নগ্ন ও অচৈতন্য অবস্থায় বাড়ির কাছে এক খেতের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তার চিকিৎসা চলছে মিরাটের হাসপাতালে। পুলিশ ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত দান সিং স্থানীয় বাসিন্দা। নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ ও পকসো আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

ইজরায়েলি মিসাইলে ঘরবাড়ি হারিয়ে ধ্বংসস্তূপের মাঝে বসে কিশোর। বৃহস্পতিবার গাজায়।

তেজস্বীই মুখ, ইঙ্গিত মহাজোটের

পাটনা, ১৭ এপ্রিল : আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নামে সিলমোহর দেওয়া হল না বটে। কিন্তু বিহারের বিরোধী মহাজোট তথা ইন্ডিয়ার তরফে বকলমে মেনে নেওয়া হল, আসন্ন বিধানসভা ভোটে জোটের মুখ হচ্ছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বৃহস্পতিবার আরজেডি দপ্তরে মহাজোটের সমস্ত শরিক একটি বৈঠকে বসেছিল। তাতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার, বিহারে দলের ইন-চার্জ কৃষ্ণা আলাভারু, ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহনিদের পাশাপাশি সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন, সিপিএম, সিপিআইয়ের নেতৃত্বও হাজির ছিলেন।

ওই বৈঠকে তেজস্বীর নেতৃত্বে একটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে মহাজোটের আসনবণ্টন, প্রার্থী বাছাই, অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি, শরিকদের মধ্যে সমন্বয়সাধন, প্রচারকৌশলের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তেজস্বীর নেতৃত্বাধীন ওই কমিটি। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এদিন ওই বৈঠক চলে। বৈঠকের শেষে মহাজোটের তরফে জানানো হয়, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। দু-দিন আগে নয়াদিল্লিতে মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তেজস্বী যাদব। সূত্রের খবর, কংগ্রেস গোড়া থেকেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঠিক করে ভোটে নামার বিরোধী। যদিও আরজেডি, বাম এবং ভিআইপি তেজস্বীকে সামনে রেখে ভোটে নামার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিন বৈঠক শেষে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন মহাজোট নেতৃত্ব। সেখানে তেজস্বীর নেতৃত্বে কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন আলাভারু। তিনি বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোটে ঐক্য এবং স্পষ্টতা রয়েছে। কিন্তু এনডিএ-তে বিভ্রান্তি রয়েছে। ওঁদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে সেটা এখনও ঠিক নয়।’

খাদ্যসংকটের সামনে গাজা, বলছে রাষ্ট্রসংঘ

জেরুজালেম, ১৭ এপ্রিল : গাজায় এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা নিত্যদিনের খাবার জোগাড়। সীমান্তের চেকপয়েন্টগুলিতে ভীষণ কড়াকড়ি। ইজরায়েলি পণবন্দিরা হামাসের হাত থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত এক কণা খাবারও গাজা ভূখণ্ডে ঢুকতে দেবে না নেতানিয়াহুর সরকার। আইডিএফ ছ’সপ্তাহ ধরে সীমান্ত অবরোধ করে রেখেছে। ফলে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনওকিছুই ঢুকতে পারছে না গাজায়।

ইজরায়েল সাফ জানিয়েছে, গাজায় কোনও মানবিক সাহায্য যাবে না। এই আবহে রাষ্ট্রসংঘ গাজা স্ট্রিপে খাদ্যসংকটের আশঙ্কা করছে।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় জানিয়েছে, গাজায় এখন ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ রয়েছেন। দাতব্য সংস্থাগুলি থেকে উৎপাদিত হচ্ছে ১০ লক্ষের মতো মানুষের খাবার। জিনিসপত্র সরবরাহের অভাবে একাধিক খাদ্য বিতরণকেন্দ্রের কর্মসূচি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গাজার বাজারে জিনিসপত্র ছোঁয়া যাবে না। আগুন ছোঁয়া দাম। সে সমস্ত কেনার ক্ষমতা নেই গাজাবাসীর। এখানকার ৮০ শতাংশ মানুষ মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি সংস্থা এপ্রিল মাসের রিপোর্টে এই তথ্য দিয়েছে।

নরওয়ে শরণার্থী পরিষদের মুখপাত্র শাইনা লো জানিয়েছেন, গাজার বেশিরভাগ মানুষ এখন সারা দিনে একবার আহার করেন। খাবার যা পাওয়া যাচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

একদিকে খিদের জ্বালা, অন্যদিকে ইজরায়েলি সেনার গুলিগোলা বর্ষণে মৃত্যুর হাতছানির মধ্যে গাজা প্রায় ধ্বংসের মুখে। স্থানীয় আধিকারিকদের তথ্য অনুযায়ী, একই পরিবারের ১০ জন সহ বৃহস্পতিবার ইজরায়েলি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের।

‘সন্তান দল’ তৈরির স্বপ্নে বিভোর মাস্ক

নিউ ইয়র্ক, ১৭ এপ্রিল : ধনকুবের এলন মাস্ক শুধু রকেট বা রোবট নিয়েই ভাবেন না, তিনি ভাবেন ‘সন্তান বিপ্লব’ নিয়েও। ‘লেজিয়ন’ বা বিশাল এক সন্তানের দল গড়ার লক্ষ্যে তিনি নাকি একের পর এক সন্তানের বাবা হচ্ছেন, এমনটাই দাবি মার্কিন দৈনিক ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মাস্ক ইতিমধ্যে বাবা হয়েছেন অন্তত ১৪ জন সন্তানের। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছেন চার মহিলা— কনজারভেটিভ ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাশলে সেন্ট ক্লেয়ার, গায়িকা গ্রাইমস, নিউরোলিংক কর্মকর্তা শিভন জিলিস ও প্রাক্তন স্ত্রী জাস্টিন মাস্ক। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলির দাবি, আসল সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে।

রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, জাপানের এক প্রভাবশালী মহিলার অনুরোধে নিজের শুক্রাণু পাঠিয়েছেন তাঁকে! উদ্দেশ্য একটিই— মানবজাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে বেশি করে ‘বুদ্ধিমান’ সন্তানের জন্ম দেওয়া। মাস্কের কথায়, ‘লেজিয়ন লেভেলে পৌঁছোতে হবে অ্যাপোক্যালিপ্সের আগেই।’

জাপানে পাঠালেন শুক্রাণু

২৬ বছর বয়সি অ্যাশলে সেন্ট ক্লেয়ার বলেছেন, মাস্ক তাঁকে নাকি সরাসরি বার্তা পাঠিয়ে বলেছেন, ‘তোমায় আবার গর্ভবতী করতে চাই।’ তিনি আরও বলেন, মাস্ক সারোগেট মাদার ব্যবহারের কথাও বলেছিলেন, যাতে দ্রুত ‘সন্তান দল’ তৈরি করা যায়।

সেন্ট ক্লেয়ার দাবি করেছেন, সন্তান প্রসবের সময় মাস্কের ঘনিষ্ঠ সহকারী জ্যারেড বারচাল তাঁকে দেড় কোটি ডলার ও প্রতি মাসে ১ লক্ষ ডলারের প্রস্তাব দেন। শর্ত ছিল, গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। জন্মদাতার পরিচয় ফাঁস করা যাবে না। তিনি এই চুক্তিতে রাজি না হলেও শুরুতে মাস্কের নাম ছাড়াই কাগজপত্র জমা দেন। পরে ফেব্রুয়ারিতে সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনলে তাঁর মাসিক ভাতা ৪০ হাজার থেকে কমে ২০ হাজারে নেমে আসে।

অনেক মহিলাই বলেছেন, টাকার জোরে ও কড়া গোপনীয়তার চুক্তির মাধ্যমে পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখেন মাস্ক। একে কেউ কেউ বলেছেন ‘হ্যারেম ড্রামা’। মাস্কের সহকারী বারচাল বলেছেন, এ এক ধরনের ‘মেরিটোক্রেসি’, যেখানে ‘ভালো কাজ করলে’ই পুরস্কার পাওয়া যায়।

একেবারে উলটো কথা বলেছেন মাস্কের তিন-তিনটি সন্তানের জননী গ্রাইমস। তিনি জানিয়েছেন, ‘বুদ্ধিমান শিশু’র জন্মদানের স্বপ্নে বিভোর মার্কিন ধনকুবেরের খেয়ালের শিকার হয়ে কার্যত সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে তাঁকে। ‘কাস্টডি লড়াই’ তাঁর জীবন শেষ করে দিয়েছে।

ক্যাম্পাস-কথা

বর্ষবরণে ডানা মেলল প্রতিভারা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি গিল্ড মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়

সবার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কোনও না কোনও প্রতিভা। দরকার শুধু তা প্রকাশের একটি মঞ্চ। স্কুলের অনুষ্ঠানে খুদেদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তা আরও বেশি করে স্পষ্ট হল। ওই ভাবনা থেকে কামাখ্যাগুড়ি গিল্ড মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়েছিল নববর্ষের অনুষ্ঠান।

শুরুতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে কামাখ্যাগুড়ি সাধন চৌপথি পর্যন্ত শোভাযাত্রায় হাঁটেন পড়ুয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা। নাচগানে, কবিতায়, আনন্দ-উদ্দীপনায় মেতে ওঠে আরশি, টিকলি, রিয়া, পিংকি, সানভি, মৌমিতারা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে শামিল হন অভিভাবকরাও।

মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সানভি দে'র গলায় 'এসো হে বৈশাখ' গান দিয়ে। এরপর চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীরা সুনির্মল বসুর 'সবার আমি ছাত্র' কবিতা আবৃত্তিটি পরিবেশন করে। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীরা তাক লাগিয়ে দেয় 'ধামসা মাদল বাজাও উৎসবেরই সাজ সাজাও গানে' নৃত্য পরিবেশন করে। তাদের তালিম দিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সবিতা বিশ্বাস ও সহকারী শিক্ষিকা তানিয়া বসুমাতা।

প্রতি সপ্তাহে একদিন করে পড়ুয়াদের গান, আবৃত্তি ও নাচের তালিম দেওয়া হত। অনুষ্ঠানে তাদের পরিবেশনা দেখে গর্বিত গুরুরা।

স্কুলের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে উচ্ছ্বসিত খুদেরাও। মৌমিতা বিশ্বাসের কথায়, 'এই প্রথম আমাদের স্কুলে বর্ষবরণ উৎসব হল। সকলে মিলে ভীষণ আনন্দ করেছি। আসছে বছর আবার হোক।'

সানভি দে ও দিয়া মিত্র একসুরে জানাল, শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেমন তাদের যত্ন করে পড়ান, তেমন সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উৎসাহ দেন।

শিক্ষক হরিশংকর দেবনাথ, পলাশ সরকাররা ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি শিখিয়েছেন। প্রান্তিক এলাকার ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট প্রতিভাবান। সুযোগের অভাবে কোনও প্রতিভা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা চালাচ্ছেন।

প্রধান শিক্ষিকা সবিতা বিশ্বাস বললেন, 'স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বাচ্চারা নিজেদের প্রতিভাকে চিনতে পারে। আমরা সবসময় পাশে রয়েছি।'

কবিতা-নাচ শেষে ভূরিভোজ

সুভাষ বর্মন

নতুনপাড়া নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়

পয়লা বৈশাখে স্কুল ছুটি। তার আগের দিনও ছুটি ছিল। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে নববর্ষ পালন না করলে চলে! তাই শালকুমারহাটের নতুনপাড়া নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হল বৈশাখের ২ তারিখে। এই প্রথম স্কুলে এধরনের আয়োজন, জানালেন প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বর্মন।

কোনও বাইরের শিল্পী ছিলেন না। পড়ুয়ারাই জমিয়ে দিয়েছিল আসর। ক'দিন আগে স্যর-ম্যামরা বলে দিয়েছিলেন, বুধবার ছাত্রীরা যেন শাড়ি পরে আসে। সেইমতো কারও পরনে লালপাড় শাড়ি। কেউ বা হলুদরঙা শাড়ি পরে স্কুলে এসে হাজির। মিষ্টু রায়, রিয়া ছেত্রীদের ও বাকিদের দেখে মনে হয়েছে, এ যেন বৈশাখে সরস্বতীপুজো।

স্কুলে এসে প্রথমে সকলের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়। তারপর অনুষ্ঠান শুরু। বৃষ্টি ওরাওঁয়ের শোনানো, 'বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস বাপুরে' ছড়াটি মুগ্ধ করে সবাইকে। 'নৌকো যাত্রা' পাঠ করে হাততালি কুড়োয় সায়ন রায়। এভাবে একের পর এক আবৃত্তি পাঠে জমে ওঠে আসর।

তারপর পড়ুয়াদের নিয়ে আসা হয়েছিল স্কুলের মাঠে। সেখানে নৃত্য পরিবেশন করেছে খুদেরা। 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' গানে মিষ্টু রায়, অস্মিতা ছেত্রীরা। 'আই লাভ মাই ইন্ডিয়া'য় নৃত্য পরিবেশন করে রিমি রায়, ভূমিকা রায় সহ আরও কয়েকজন। রিয়া ছেত্রী, অনচিকা ছেত্রী, অস্মিতা বর্মনরা 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানে।

নাচগান, কবিতায় মন ভরার পর ছিল পেট ভরানোর ব্যবস্থা। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, পাঁপড়, সবজি, মাংস, মিষ্টি ও ফলমূল। প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'স্কুলে আগে কখনও বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান হয়নি। বাংলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে সম্মান জানাতে এবার আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।' স্কুলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবক নরেশ রায়, সচিতা ছেত্রীরা। জলদাপাড়া বনাঞ্চল ঘেঁষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে প্রত্যেক বছর পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে এধরনের অনুষ্ঠান হোক, চাইছেন তাঁরা।

নববর্ষের সংকল্প

'নিউ ইয়ার্স রেজোলিউশন' পরিচিত শব্দ। প্রত্যেক ইংরেজি বছরের শুরুতে বাকি বছরে কী কী করব, তার তালিকা তৈরি করি আমরা। কেউ কেউ তো ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট পর্যন্ত করে। যদিও শেষ অবধি অধিকাংশই অধরা থাকে বেশিরভাগের। সেই ট্রেন্ড মেনে এবার বাংলা বছরের শুরুতে সংকল্প করলেন পড়ুয়ারা।

অমিশা চৌধুরী
আনন্দ চন্দ্র কলেজ

প্রতিবছরের শুরুতে ভেবে রাখি, এগুলো এবার আমাকে করতেই হবে। তবে শেষে গিয়ে আক্ষেপ থেকে যায়। কিছু কিছু কাজ আর করা হয়ে ওঠে না। খারাপ-ভালো মিলিয়ে জীবন হলেও কীভাবে যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলে রাখতে হয়, ভারসাম্যে জীবন কাটাতে হয়- সেসব নিজের হাতে। এ বছর একজন ভালো মানুষ হওয়ার পাশাপাশি চাইছি নাচে আরও সময় দিতে। আরও নতুন কিছু যেন শিখতে পারি।

সামাজিক দিক থেকে বললে, এই নিয়োগ দুর্নীতি ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব বহু মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছে। তবুও দিন বদলের স্বপ্ন দেখার দুঃসাহস দেখাই। সবাই যদি একজোট হয়ে নিঃস্বার্থভাবে শান্তিতে বাঁচত, তবে মানুষকে ব্যবহার করে ক্ষমতাশালীদের স্বার্থসিদ্ধির কারবার বন্ধ হত।

অভিনয় মাহাতো
আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স

নিজের উন্নতি আর সমাজের মঙ্গলে কাজ করব, প্রতিজ্ঞা করছি। ব্যক্তিগত জীবনে নতুন দক্ষতা অর্জন, ভালো বই পড়া আর ব্যস্ততার মাঝে পরিবারকে সময় দিতে চাই। নিজেকে আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি যেন। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, গাছ লাগানো এবং জল সংরক্ষণে উদ্যোগী হওয়া আমাদের দায়িত্ব। নেশা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি আর অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য।

তবে, এই প্রতিজ্ঞাগুলো বাস্তবায়নে ইচ্ছেশক্তি প্রয়োজন। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশে এই পরিবর্তন তখন সম্ভব, যখন আমরা সকলে একযোগে কাজ করতে পারব। আসুন, এই নববর্ষে আরও ভালো মানুষ হয়ে সমাজকে সুন্দর করে তোলার অঙ্গীকার করি।

সপ্তমিতা কর
আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

নববর্ষ মানে নতুনভাবে জীবনকে সাজিয়ে তোলার সুযোগ। আমার মতে, ভালোবাসা মানে শুধু নিজের সুখ নয়, চারপাশের মানুষকেও ভালো রাখার দায়িত্ব নেওয়া। সেটুকু সাধ্যমতো করতে চাই। প্রতিজ্ঞা করেছি, নিজের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেব, নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করব। একইসঙ্গে, আমি চেষ্টা করব চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং যে কোনও ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমেই তো বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অর্ঘ্যদীপ ঘোষ
আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

শুধুমাত্র আত্ম উন্নয়নে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না, বরং বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে চেষ্টা করতে চাই। বেকারত্ব এখন বড় সামাজিক সংকটগুলোর মধ্যে একটি। সরকারি দপ্তরে বিপুল শূন্যপদ পূরণে গড়িমসির ফলে হাজার হাজার শিক্ষিত তরুণ হতাশায় ডুবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভবিষ্যৎ ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেলে একজন মানুষের শুধু আর্থিক স্বস্তি আসে না, সমাজে স্থিতি বজায় থাকে।

প্রযুক্তির দাপটে বই পড়ার অভ্যাস হারিয়ে যাচ্ছে। সেই অভ্যাস ফিরিয়ে আনা দরকার। বিভিন্ন ধরনের বই পড়লে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। সচেতনতা বাড়ে। নতুন বছরে আমি আত্মবিকাশ ও সমাজচিন্তা, দু'দিকে সমান গুরুত্ব দিতে চাই।

ডিম্পি দাস
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে। তাতে অবশ্য লেখাপড়ায় ছেদ পড়েনি। এদিক থেকে সবার সহযোগিতা পাই। নতুন বছরে আমার 'সংকল্প' হল একসঙ্গে পড়াশোনা ও বৈবাহিক জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ব্যক্তিগত জীবন আর শিক্ষা, দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাকিদের পাশে থাকতে চাই। সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছি। অধিকাংশ পড়ুয়ার স্বপ্ন উচ্চশিক্ষার পর একটা ভালো চাকরি করা। সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রে। সরকারও যাতে নিরপেক্ষভাবে সেই কর্মসংস্থান তৈরি করে, শিল্পের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলে। এটা তাদের কর্তব্য, দায়িত্ব, কাজ। অথচ যা চলছে, তা শিক্ষিতদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

নতুন বছরে যেন কালো মেঘ কেটে যায়। সবাই যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে মিলেমিশে থাকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

শিবাঙ্কর সরকার
উত্তরায়ণ কলেজ অফ ল', কোচবিহার

পুরোনো বছরের সমস্ত ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন বছরে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাব। এটাই বাংলা নববর্ষের 'রেজোলিউশন'। কথায় বলে, তুমি যদি পুরো দেশে বদল আনতে চাও তাহলে আগে নিজেকে বদলাতে হবে। ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবনের দিকে এগোচ্ছি। তাই এই পরিস্থিতিতে নিজেকে আরও বেশি সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় মন দেব।

এ তো গেল ব্যক্তিগত জীবনের কথা। বর্তমানে বিশ্বের নানা জায়গায় অস্থির পরিস্থিতি। দুই দেশের ইগোর লড়াইয়ে মারা পড়ছে নির্দোষ মানুষ। পাশের দেশের অবস্থাও ভালো নয়। আমাদের রাজ্যে বেশ কিছু জায়গা থেকে অশান্তির খবর পেয়েছি। এসব তাড়াতাড়ি মিটে যাক, প্রার্থনা করি। সর্বত্র শান্তি ফিরে আসুক।

সৌরভ বসাক
চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিরত

খুব বেশি বন্ধুবান্ধব নেই। তবে যে ক'জন রয়েছে, তাদের পাশে সবসময় থাকতে চাই। নিজের পড়াশোনা, টিউশন পড়ানোর পর হাতে খুব বেশি সময় থাকে না। বন্ধুবান্ধবীরা ভাবতেই পারে যে, তাদের ইচ্ছে করে সময় দিচ্ছি না। ওদের অভিমান আসলে ভালোবাসা। নতুন বছরে আমার সংকল্প, নিজের কাজের পাশাপাশি বন্ধুদের সঙ্গে আরও বেশি করে যোগাযোগ রাখব। যে কোনও প্রয়োজনে ওদের পাশে থাকব। সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেব।

'ক্যাম্পাস' পাতার মাধ্যমে বাকিদের বলছি, একজন ভালো বন্ধু কিন্তু জীবন বদলে দিতে পারে। আবার একজন ভুল মানুষ সর্বনাশের কারণ হতে পারে। তাই ওই সম্পর্কে জড়ানোর আগে মানুষটিকে ভালোমতো চিনে নাও। সবাই ভালো থেকো।

ছোট কাঁধে যে অনেক বড় দায়িত্ব

মানস রঞ্জন বণিক
শিক্ষক, শিলিগুড়ি

নতুন বছর মানেই নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। মনে করো এটা যেন একটা ফাঁকা ক্যানভাস, যেখানে আমরা নিজেদের মতো করে সুদিনের রং ছড়িয়ে দিতে পারি। দিনবদলের শুরুটা হতে পারে ক্যাম্পাস থেকেই। যেখানে দেশের আগামীদিনের মশালবাহকরা মানুষ হওয়ার পাঠ নেবে।

আজকের পড়ুয়াই তো ভবিষ্যতের দায়িত্ববান নাগরিক। কেউ হবে নেতা, শিক্ষক, পুলিশ, বিজ্ঞানী কিংবা সমাজকর্মী। কিন্তু সেই পরিচয়ের বাইরে তারা হয়ে উঠুক চিন্তাশীল, সহানুভূতিশীল ও সচেতন মানুষ। যারা অন্য মানুষের কথা ভাববে, সমাজের কথা ভাববে। এই মূল্যবোধগুলো গড়ে তোলা উচিত ছোটবেলা থেকে। আর সেই দায়িত্ব নিতে হবে মানুষ গড়ার কারিগর অর্থাৎ শিক্ষকদের।

স্কুল মানে শুধু পড়াশোনা, পরীক্ষার নম্বর আর ফলাফলের ইঁদুর দৌড় নয়। বিদ্যালয় হোক এমন একটি জায়গা, যেখানে খুদেরা শিখবে কীভাবে ছোট ছোট চেষ্টার মাধ্যমেও বড় কিছু করা যায়।

ধরুন, একদিন 'পরিবেশ সপ্তাহ' পালন করা হল। সবাই মিলে গাছ লাগাল, ব্যবহৃত জিনিস রিসাইক্লিং করল, বন্ধুদের সঙ্গে মিলে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিল। 'বন্ধুত্ব ক্লাব' তৈরি করা যেতে পারে। কারও যদি মন খারাপ হয় কিংবা একা লাগে- সেসময় পাশে দাঁড়ানোর জন্য যদি কিছু বন্ধুকে পাওয়া যায়, তবে কেমন হত তুমি বলো তো!

'পড়াও, শেখাও' ধাঁচে বড় ক্লাসের শিক্ষার্থীরা ছোটদের সাহায্য করতে পারে পড়াশোনায়। এতে যেমন বন্ধন শক্ত হবে, তেমন দায়িত্বশীলতাও গড়ে উঠবে।

কিশোর-তরুণরা শুধু একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ নয়, সমাজেরও। তাদের শেখাতে হবে কেন নিজের চাওয়াপাওয়ার পাশাপাশি অন্যদের প্রয়োজনও বুঝতে হয়। নতুন বছরে তারা শিখুক স্বজন, পাড়া, স্কুল বা দেশ নিয়ে ভাবা কেবল বড়দের কাজ নয়। ছোটরাও ভাবতে পারে, করতে পারে।

তারা জানুক, যেখানে-সেখানে নোংরা ফেলা বন্ধ করা, অন্যের আনন্দে খুশি হওয়া, ভাগ করে খাবার খাওয়ার মতো ভাবনাও কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন বছরে দিন বদলের নতুন গল্প শুরু হোক কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের হাত ধরে। তারা যেন বোঝে, কেবল ভালো রেজাল্ট নয়, ভালো মানুষ হওয়াটাও বড় অর্জন। শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ওদের মধ্যে তৈরি হয় মনুষ্যত্ব, দায়িত্ববোধ, আর সমাজ নিয়ে ভাবার অভ্যাস।

ছোট-বড় যে কোনও অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার, প্রতিবাদ জানানোর সাহসিকতা তৈরি হোক। ধর্মের নামে যেসব মৌলবাদ মাথা তোলে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা যেন ছোট থেকেই মেলে। দেশের মাটি রক্ষায় এগিয়ে আসতে পারে। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির বিভাজন ভুলে তারা হোক একত্র। এই চেতনা গড়ে তুলবে এমন এক প্রজন্ম, যারা দায়িত্বশীল, প্রতিবাদী ও দেশপ্রেমে উদ্ভাসিত।

তরুণ প্রজন্মকে বুঝতে হবে, দেশটা শুধু বড়দের নয়। তারাও এর অংশীদার। স্কুল থেকে শেখা নেতৃত্ব, সম্মানবোধ, যুক্তিবোধ আর সহানুভূতির চর্চা তাদের ভবিষ্যতের ভিত তৈরি করবে। তারা যেন ভয় না পায় সত্যি বলার সাহস রাখতে, ন্যায়ের পাশে দাঁড়াতে।

ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট চিন্তা দিয়েই তো বড় বদলের সূচনা হয়। একজন শিক্ষার্থী যদি প্রতিদিন নিজেকে একটু একটু করে গড়ে তোলে, নিজের ভেতরে দায়িত্ববোধ, সততা আর মানবিকতা জাগিয়ে তোলে, তবে সেখান থেকেই শুরু হয় নতুন এক সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া।

সেই পরিবর্তনের শুরু হোক আমাদের স্কুল, কলেজ থেকে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা হোক সেই আলোর বাহক। ওরা শিখবে, আবার অন্যদেরও পথ দেখাবে। নতুন বছরে নতুন আশা নিয়ে তারা এগিয়ে যাক কেবল নিজের ভবিষ্যৎ নয়, দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে।

জুঁই বিশ্বাস
দূরশিক্ষা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

আজকাল একদম নিয়মভাঙা জীবনযাপন করছি। বাড়িতে বকাবকি করে। আমিও বুঝি, এসব ঠিক নয়। নতুন বছরে আমার সংকল্প, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাব, সকালে উঠব তাড়াতাড়ি। এতে সময় বেশি পাওয়া যায়। বাকি কাজ ঠিকমতো শেষ করতে পারব।

আসলে অভ্যেসটা ধরে গিয়েছিল করোনাকাল থেকে। অনলাইন ক্লাস করতে করতে রাতে ঘুমোতে দেরি হয়ে যেত। স্বাভাবিকভাবে সকালে উঠতে দেরি হয় আর সমস্ত কাজ তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে গিয়ে কিছু না কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে। শরীরের জন্যও এটা ভালো নয়। চেষ্টা করছি, তবু এখনও শোধরাতে পারিনি। এবার পারতে হবে।

ফ্রেম ইন

আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি।। আদিবাসী কেএমএস বিদ্যাপিঠে। দক্ষিণ দিনাজপুর। ছবি : মাজিদুর সরদার

দেওয়াল পত্রিকায় ইতিহাসগাথা

সুভাষ বর্মন

এক বছর হতে চলল কলেজ জীবন শুরু হয়েছে। কিন্তু এতদিন প্রিয়া সরকার, সাথি দাস, স্বপন রায়দের মতো ইতিহাসের পড়ুয়া শতবর্ষ পুরোনো ফালাকাটা থানা, হাটখোলার মসজিদ কিংবা জল্পেশ, জটিলেশ্বর মন্দিরের ইতিহাস জানত না। বুধবার কলেজে এসে এক নজরে এইসব স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে সবার একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হল। কলেজের ইতিহাস বিভাগের তরফে নালন্দা নামে একটি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানেই স্থানীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাই লেখক পড়ুয়াদের সাহায্য করেছেন। ফলে তা দেখে ও পড়ে বাকি পড়ুয়ারাও ভীষণ খুশি।

কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি সুরেশ লালা ও অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এদিন দেওয়াল পত্রিকাটি উন্মোচন করেন। অধ্যক্ষের কথায়, 'এই সৃজনশীলতার আনন্দ অনেক বেশি। লেখালেখির মাধ্যমে নিজের ভাবনাচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।' অন্যদিকে ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখিতে জোর দিতে বলেন সুরেশ লালাও। দেওয়াল পত্রিকা একেবারেই ছোট পরিসর। তাই সেখানে স্থানীয় ইতিহাসের বিষয়গুলি একেবারেই সংক্ষিপ্ত আকারে পড়ুয়ারা তুলে ধরেছে বলে ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রদীপকুমার অধিকারী জানিয়েছেন।

এই পত্রিকায় ওয়াহিদা খাতুন, মুসলেমা পারভিন, উম্মে রুমান আহমেদ, প্রিয়াংকা রায়, বিকাশ সরকারদের মতো অনেক পড়ুয়ার লেখা স্থান পেয়েছে। কেউ লিখেছেন টোটোপাড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কেউ মধুপুর ছত্র, নল রাজার গড়, জটিলেশ্বর বা জল্পেশ মন্দির নিয়ে লিখেছে। আবার গোসানিমারি রাজপাট, বক্সা দুর্গ, ফালাকাটা থানার শতবর্ষ বা হাটখোলার মসজিদের ইতিহাসও পড়ুয়াদের লেখায় তুলে ধরা হয়েছে।

ওয়াহিদার কথায়, 'আমি স্যরদের সাহায্য নিয়ে ফালাকাটা হাটখোলার বহু পুরোনো মসজিদ সম্পর্কে লিখি। ওই মসজিদে গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করেছি। ফলে মসজিদের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণাও পেয়েছি।' আরেক ছাত্রী প্রিয়া জানায় যে সে দেওয়াল পত্রিকার লেখাগুলি ভালোভাবে পড়েছে। তিনি বলেন, 'আমি ছবিও তুলে রেখেছি। অজানা অনেক কিছুই জানতে পারলাম।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	- ৪
বি পজিটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৫
এবি পজিটিভ	- ৩
এ নেগেটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ৫
এবি নেগেটিভ	- ০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ২
বি পজিটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ২
এবি পজিটিভ	- ১
এ নেগেটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ২
ও নেগেটিভ	- ১
এবি নেগেটিভ	- ০

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ০
এ নেগেটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ০
এবি নেগেটিভ	- ০

পদযাত্রা

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : ব্রিগেড চলো কর্মসূচির সমর্থনে শ্রমিক-কৃষক, খেতমজুর বস্তি উন্নয়ন সমিতির ডাকে পদযাত্রা ও কেন্দ্রীয় সমাবেশ হল ফালাকাটায়। বৃহস্পতিবার ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ে এই সমাবেশ করা হয়। সমাবেশের আগে ফালাকাটা শহরজুড়ে পদযাত্রা হয়। সমাবেশের মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ দাস। বক্তব্য রাখেন সিটুর রাজ্য কাউন্সিল সদস্য নৃপেন খাসনবিশ। সভাপতিত্ব করেন খেতমজুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক দীনবন্ধু বর্মন। চাকরি বাতিল এবং মুর্শিদাবাদ নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন পলাশ দাস। ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ হবে।

ফালাকাটায় জোড়া বাইসন

গাছের উপর উঠে বাইসন 'দর্শন'।

গুঁতোয় জখম ৩

মৃত ১ বুনো

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার তখনও ঠিকমতো আলো ফোটেনি। তখনই জোড়া বাইসন দেখা যায় ফালাকাটা পুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডে। পাশে থাকা কুঞ্জনগর জঙ্গল থেকেই এলাকায় বাইসন ঢুকে পড়ে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। সেখানে চুয়াখোলা থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই বাইসন চলে যায় দুই মাইল এলাকায়। ভোরের দিকে মাঠে গোরু চরাতে বের হন পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। বাইসন দুটি তিনি নাকি দেখতেও পান। স্ত্রীকে ডাকতে থাকেন। কিন্তু স্ত্রী আসার আগেই একটি বাইসন ঘুরে বিশ্বজিৎবাবুকে গুঁতো মারে। ঘটনাস্থলেই তিনি লুটিয়ে পড়েন। ততক্ষণে এলাকায় বাইসন বেরোনোর খবর রটে যায়। দ্রুত বিশ্বজিৎকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও পরে তাঁকে কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই কাণ্ড ঘটিয়ে বাইসন দুটি চুয়াখোলা থেকে সোনারায়ের ধাম পেরিয়ে বানিয়াবাড়ি এলাকায় চলে যায়। কিন্তু উৎসুক জনতা এবং তাদের চিৎকারে ফের বাইসন দুটি সোনারায়ের ধাম এলাকায় চলে আসে। সেখানে প্রথমে বাইসনের আক্রমণে একটি গোরু মারা যায়। জখম হন সুজয় বর্মন ও নারায়ণ বিশ্বাসও। তার আগেই অবশ্য জলদাপাড়া থেকে বনকর্মী এবং ফালাকাটা থানার পুলিশ সোনারায়ের ধামে পৌঁছে যায়। বন দপ্তর বাইসন দুটিকে জঙ্গলে ফেরাতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়ে। এতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে দুটি বাইসন দু'দিকে ঢুকে পড়ে। একটি বাইসন কুঞ্জনগরের পথ ধরে। তবে বন দপ্তর জানিয়েছে, ওই বাইসনটির কুঞ্জনগরে গিয়ে মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বাইসনটি অবশ্য সোনারায়ের ধাম এলাকার একটি ভুট্টাখেতেই লুকিয়ে থাকে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'জনতার ভিড়ে বাইসন দুটি উত্তেজিত হয়ে উঠে। ফলে কয়েকজন জখম হয়েছেন। দুটির মধ্যে একটি বাইসনের মৃত্যু হয়। তবে কী কারণে মৃত্যু তা ময়নাতদন্তের পরেই বোঝা যাবে। দ্বিতীয় বাইসনটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। ক্ষতিগ্রস্তরা বন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।'

ফালাকাটার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাইসন আসার খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করি। মানুষকে সজাগ করতে পুলিশ বিভিন্ন এলাকা টহলও দিয়েছে।' তবে, এদিন যাতে বাইসনের হামলায় আর কারও ক্ষতি না হয় এর জন্য সোনারায়ের ধাম-ফালাকাটার রাস্তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। এই খবর লেখা পর্যন্ত দ্বিতীয় বাইসনটি ভুট্টাখেতের ভেতরেই বসেছিল বলে বন দপ্তর জানিয়েছে।

ফালাকাটার পুরকর্মী সুনীল রায়ের কথায়, 'ভোরে ঘরের জানলা খুলেই দেখি ভুট্টাখেত দিয়ে দুটি বাইসন যাচ্ছে। আমরা সজাগ ছিলাম বলেই তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি।'

সোনারায়ের ধাম এলাকার বাসিন্দা শ্যামল বর্মনের কথায়, 'একেবারে রাস্তার উপর দিয়ে দেখি বাইসন যাচ্ছিল।' দ্বিতীয় বাইসনটিকে জঙ্গলে ফেরাতে বন দপ্তরের বিশাল টিম তৈরি হয়। তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত দ্বিতীয় বাইসনটিকে জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হয়নি বন দপ্তর।

মৃত বাইসন।

দিনভর তাণ্ডব

- বৃহস্পতিবার প্রথমে জোড়া বাইসন দেখা যায় ফালাকাটা পুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডে চুয়াখোলায়
- বাইসন দুটি চুয়াখোলা থেকে সোনারায়ের ধাম পেরিয়ে বানিয়াবাড়ি এলাকায় চলে যায়
- বন দপ্তর বাইসন দুটিকে জঙ্গলে ফেরাতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়ে
- এতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে দুটি বাইসন দু'দিকে ঢুকে পড়ে
- একটি বাইসন কুঞ্জনগরের পথ ধরে, তবে পরে মারা যায়
- দ্বিতীয় বাইসনটি অবশ্য সোনারায়ের ধাম এলাকার একটি ভুট্টাখেতেই লুকিয়ে

১) ফালাকাটা পুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের চুয়াখোলা এলাকায় জোড়া বাইসন

২) বাইসন দেখতে ভিড় স্থানীয় বাসিন্দাদের।

প্রায়ই হানা

কখনও হাতি তো কখনও বাইসন দাপিয়ে বেড়িয়েছে ফালাকাটায়। কিছুদিন আগেও গ্রামীণ এলাকা থাকাকালীন ফালাকাটায় হাতি, বাইসন এমনকি চিতাবাঘও দেখা গিয়েছে। তবে পুরসভা হওয়ার পর কয়েকবছর ধরে লাগাতার হাতি-বাইসন আসছে শহরে। বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে। লিখলেন ভাস্কর শর্মা

কেন আসে বুনোরা?

বুনোদের লোকালয়ে আসার কারণ হিসেবে অভিজ্ঞরা জানিয়েছেন, ফালাকাটা শহরের কিছুটা দূরেই আছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। তার দূরত্বও অবশ্য ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার। এই জলদাপাড়ারই এক অংশ কুঞ্জনগর আবার ফালাকাটার মধ্যে অবস্থিত। শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড ঘেঁষা কুঞ্জনগর। ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতেই আছে কাদম্বিনী চা বাগান। এই বাগান ঘেঁষেই জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জ। বন দপ্তর জানিয়েছে, ফালাকাটা শহরে এই পথেই জঙ্গল থেকে নানা সময়ে বুনোরা চলে আসে। মূলত দূরত্ব কম থাকা এবং খাবারের সন্ধানেই বুনোরা ফালাকাটা শহরমুখী হচ্ছে।

শহরে দেখা গিয়েছিল জোড়া হাতি। ফাইলচিত্র

কবে কখন

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ফালাকাটায় ২০১৬-'১৭ সালে একেবারে ফালাকাটা শহরে চলে এসেছিল হাতি। সেবার সারদানন্দপল্লি, অরবিন্দপাড়া দিয়ে হাতির পাল তাণ্ডব চালিয়েছিল। ২০১৯ সালে ফের শহরে আসে হাতি। ওই সময় ৩১ মে ভোর থেকে সারাদিন জলদাপাড়া বনাঞ্চলের এক বুনো হাতি তাণ্ডব চালায় ফালাকাটা শহরে। সুভাষপল্লি ও মাদারি রোডেও হামলা চালায় হাতিটি। ওই বছর ২৯ অক্টোবর মাঝরাতে শহরের একাধিক রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায় একটি হাতি। সেবার ট্রাফিক পুলিশের সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে হাতির চলাফেরার দৃশ্য। এদিকে, ২০২৩ সালের ২০ মার্চ শহরের মিল রোডে ট্রেনের ধাক্কায় একটি বাইসনের মৃত্যু হয়েছিল। জলদাপাড়া থেকে কোনওক্রমে বাইসনটি ফালাকাটায় চলে আসে। ২০২৩ সালে নভেম্বর মাসেও আবার হাতি তাণ্ডব চালায় ফালাকাটায়। ২০২৪-এর সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ফের হাতি বের হয়।

ক্ষয়ক্ষতি

ফালাকাটা শহরে বহুবার বন্যপ্রাণী শহরে চলে এলেও তেমন কোনও বড় ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ফালাকাটায় বহুবার হাতি এসেছে। একেবারে শহরের উপকণ্ঠেও হাতি দাপিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু সেভাবে কখনও কোনও বড় ক্ষতি হয়নি। বাইসনও এসেছে। তবে ক্ষতির পরিমাণ কম।

কে কী বলছেন

শহরে বেশ কয়েকবার হাতি-বাইসন এসেছে। আসলে বন্যপ্রাণী কখন কোন এলাকায় যাবে আমরা তা স্পষ্ট করে বলতে পারি না। তবে লোকালয়ে চলে এলে আমরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিই।

রাজীব চক্রবর্তী
রেঞ্জ অফিসার
জলদাপাড়া সাউথ

পাশেই জলদাপাড়া। সেখানে বন্যপ্রাণীদের খাবারে টান পড়েছে। সাধারণ মানুষের কিছু উদাসীনতার জন্যও বন্যপ্রাণী বাইরে বেরিয়ে আসছে। লোকালয়ে বন্যপ্রাণী চলে এলে বন দপ্তর সহ প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে হবে।

ডঃ প্রবীর রায়চৌধুরী
প্রধান শিক্ষক
পারঙ্গেরপার হাইস্কুল

তিন মাস পর ভরাট প্যারেড গ্রাউন্ডের গর্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : ডুয়ার্স উৎসব শেষ হয়েছিল গত ১২ জানুয়ারি। পেরিয়ে গিয়েছে তিন মাসের বেশি সময়। অবশেষে প্যারেড গ্রাউন্ড সংস্কারের বিষয়ে উদ্যোগী হল ডুয়ার্স উৎসব কমিটি। কিন্তু এতদিনেও কেন এই কাজ করা গেল না? এতদিনেও কেন টনক নড়েনি? এই প্রশ্নই উঠছে শহরের অন্দরে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে দেখা যায় কয়েকজন শ্রমিক কোদাল, বেলচা নিয়ে দাঁড়িয়ে। এরপরই মাঠে দেখা যায় ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তীকে। ডুয়ার্স উৎসবের জন্য মাঠজুড়ে যে গর্ত খোঁড়া হয়েছিল সেগুলো বন্ধ করতে এই বালি নিয়ে আসা। কোথায় কোথায় বালি দিতে হবে তা দেখিয়ে দেন সৌরভ।

প্রবীণা শর্মিলা সরকার বলেন, 'মাঠটি সংস্কার করা হচ্ছে ভালো বিষয়। আমরা হাঁটতে পারব এবার। তবে এই কাজটা আগে করা উচিত ছিল।' এনিয়ে সৌরভের বক্তব্য, 'উৎসব কমিটির তরফে প্রতিবার মাঠ সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা থাকে। টেন্ডারের মাধ্যমে একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মাঠটির গর্ত ভরাট করার জন্য। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মাঠের সমস্ত জায়গাকে সংস্কার করে দেওয়া হবে।' তবে কী কারণে এত দেরি হল, তা স্পষ্ট করে জানাননি সৌরভ।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা ল্যারি বসু বলেন, 'ডুয়ার্স উৎসব শেষ হয়েছে তিন মাসেরও বেশি সময় পেরিয়েছে। দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এতদিন ধরে কি করছিলেন? মাঠের মধ্যে হোঁচট খাওয়ার ভয় থাকে সর্বক্ষণ। কেউ আসতেই চায় না। এই কাজটাই আগে শুরু করা হলে ভালো হত।'

এনিয়ে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধীরাও। পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলার শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'এগুলো লোক দেখানো কাজ। তিন মাস পর মনে হয়েছে মাঠটিকে সংস্কার করতে হবে, এতদিন কি করছিল?' বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'এতদিন দেরি কেন হল? এই প্রশ্নটা সবার আগে আসবে। এতদিনে শুভবুদ্ধির উদয় হলেও সাধারণ মানুষের যতটা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েছে। বালি দিয়ে গর্ত বুজিয়ে মাঠের কতটা সৌন্দর্যায়ন বজায় থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন তো একটা থাকছেই।'

ডুয়ার্স উৎসবের কয়েক মাস পর মাঠ পরিষ্কার। বৃহস্পতিবার।

প্রশিক্ষণ

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার ফালাকাটা কলেজের এনএসএস ইউনিট-২ ও ফালাকাটা দমকল বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কলেজ পড়ুয়াদের আগুন নেভানোর নানা কৌশল শেখানো হয়। দমকল বিভাগের ওসি মৃত্যুঞ্জয় রায়বীর প্রথমে সেমিনার রুমে আগুন নেভানো নিয়ে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেন। তারপর কলেজের মাঠে ধাপে ধাপে নানা উপকরণ দিয়ে পড়ুয়াদের আগুন নেভানোর কৌশল শিখিয়ে দেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকেও আগুন নেভাতে দেখা যায়। এনএসএসের প্রোগ্রাম অফিসার তথা অধ্যাপক পাপন সরকার বলেন, 'এখন জাতীয় ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ চলছে। এজন্য দমকল বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে এদিন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।'

চোখ পরীক্ষা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার শহর সংলগ্ন বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের তরফে শহিদ বাদলনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৩০০ রোগী উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে ৫০ জনের চোখে ছানি ধরা পড়ে। বিনামূল্যে চশমা প্রদান ও ছানি অপারেশন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান রোমা তিরকে লোহার ও তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সুকান্ত দে।

ফাঁকা বাড়ি, চোর জানছে কীভাবে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : বাড়ির কর্তা ও পরিবারের লোকজন যখন শহরের বাইরে যাচ্ছেন, তখনই ঘটছে চুরির ঘটনা। এটা যেন নিত্যদিনের এক মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে। কোথায় কোন গলিতে ফাঁকা বাড়ি রয়েছে, তার খোঁজ রাখছে চোরেরা। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব তা বুঝেই উঠতে পারছে না কেউ। আলিপুরদুয়ার শহরে একের পর এক বাড়িতে চুরির ঘটনায় শোরগোল তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে গত বছর ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচটি বড় চুরির ঘটনা রীতিমতো ঘুম কেড়েছে শহরবাসীর।

তবে চুরির ঘটনায় একাধিক তথ্য সামনে এসেছে। বিশেষ করে সোনার গয়না ও নগদ টাকাই চোরেদের টার্গেট। তাই সেরকম বাড়িগুলিই চোরেদের 'প্রথম পছন্দ।' তবে সিসিটিভি নেই এমন বাড়িতেই চুরির ঘটনা বেশি।

আলিপুরদুয়ার শহরের সূর্যনগর এলাকায় এক ব্যবসায়ী চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারত গিয়েছেন। তারপরেই বাড়ির জানলা গ্রিল খুলে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরির অভিযোগ। প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশকে অবগত করেন এক আত্মীয়।

এছাড়াও সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না সহ ক্যাশ টাকা চুরির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ কিন্তু চোরের খোঁজখবর এখনও পাওয়া যায়নি।

শোভাগঞ্জ এলাকায় দুটি বাড়িতে সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরির অভিযোগ ওঠে। সেক্ষেত্রে অবশ্য বাড়িতে লোকজন ছিলেন। একইভাবে আরেকটি বাড়িতে দুপুরবেলায় চুরি হয়। সেই সময় বাড়ির কর্তা দরজায় তালা দিলেও বাড়ির পেছনের জানলা ও গ্রিল খুলে চুরি করা হয়।

আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন সময়ে চুরিতে নাবালক গ্যাং এমনকি বাংলাদেশের সংযোগ মিলেছে। এর মধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চুরির কূলকিনারা করতে পারেনি পুলিশ। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে এই বিষয়ে ফোন করে পাওয়া যায়নি। তবে আলিপুরদুয়ার এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি বলেন, 'কয়েকটি চুরির ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে বড় কয়েকটি চুরির তদন্ত এখনও চলছে।'

পুলিশ মনে করছে, বিভিন্ন সময় দূরে যাত্রার সময় অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে সেসব ছবি পোস্ট করেন। আর তা দেখেই চোরের দল অবগত হচ্ছে।

বিভিন্ন সময় নাবালক গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে ছোটখাটো চুরির প্রমাণ পেলেও বড় চুরির ঘটনায় কারা যুক্ত রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তদন্ত চলায় এখনই কিছু বলতে নারাজ পুলিশকর্তারা।

ছবি : এআই

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

ঘরছাড়া শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৭ এপ্রিল : ঘরছাড়া হওয়ার পরেও রেহাই নেই গিদাল মণীন্দ্র বর্মনের। তাঁর পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা, এমনই অভিযোগ তাঁর। 'ও পিসি যা খুশি করছো চুরি, রাজ্যটা তোমার বাপের নাকি...' গানটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। না হলে তাঁর পরিবারকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যদিও শিল্পীর পরিবারকে হুমকি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক সভাপতি মহেন্দ্র বর্মন। তিনি বলেন, 'সস্তা প্রচার পেতে এধরনের নাটক করছেন। অনেক বড় বড় শিল্পী, দল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গান লিখছেন। রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত করছে। এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ভাবে না।'

মণীন্দ্র জানিয়েছেন, পুলিশের ভয়ে তিনি বাড়িতে নেই। আর স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত নিতেন বর্মন তাঁর বাড়িতে এসে গান ডিলিট করতে বলেছেন। বাড়িতে থাকা দুই ভাই ও মা-বাবাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পরিবারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি। পুলিশ ও শাসকদল মিলে শাসানি দিচ্ছে। কী করব ভেবে পাচ্ছি না।'

তবে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি এদিন বলেন, 'কেউ হুমকি দিলে মণীন্দ্র থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশে ভরসা না থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন। বিজেপি পরিকল্পনামাফিক এটা করছে।'

বিজেপির শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন, 'প্রতিবাদী কণ্ঠ থামানোর প্রচেষ্টা পুলিশ ও তৃণমূলের। তৃণমূল সরকারের আমলে সবই সম্ভব। এলাকার মানুষ সব দেখছে, সময়মতো গর্জে উঠবে।'

তবে মণীন্দ্র ঘরছাড়ার খবরে শিল্পী মহলে শোরগোল পড়েছে। ভাওয়াইয়ায় পদ্মশ্রী গীতা রায় বর্মন বলেন, 'একজন শিল্পী হিসাবে মণীন্দ্রর পাশে আছি এবং থাকব। শিল্পীদের প্রতিবাদের ভাষা যদি কারও শুনতে অসুবিধা হয় তাঁরা কানে তুলো গুঁজে বসে থাকতে পারেন।'

অভিযোগের ঝুলি

- স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত নিতেন বর্মন বাড়িতে এসে গান ডিলিট করতে বলছেন বলে অভিযোগ
- তা না হলে তাঁর পরিবারকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে
- অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক সভাপতি মহেন্দ্র বর্মন

একইভাবে বার্তা দিয়েছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'মনের আনন্দে গান গেয়ে যান।' পুলিশ অযথা হয়রানি করলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দ্বিধা যেন না করেন শিল্পী।

বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'পুলিশ মণীন্দ্রর বিরুদ্ধে কোনও মামলা করেনি। অযথা ভয়ের কিছু নেই। কেউ তাঁকে হুমকি দিলে পুলিশে অভিযোগ জানাতে পারেন। পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।'

২৫০-এর বদলে ৫০ কোটির কাজ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল : নিউ কোচবিহার স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এবার ধাপে ধাপে সেগুলোর কাজ শুরুর কথা। তবে এ যেন উলটপুরাণ। একের পর এক পরিকল্পনা বাতিল হচ্ছে। কিছুদিন আগে সিক লাইন ও পিট লাইনের প্রকল্প বাতিল হয়। আড়াইশো কোটি টাকায় ওই স্টেশনের সংস্কার সহ আরও বিভিন্ন কাজের একটি পরিকল্পনা নিয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষ।

তবে সেসব বাতিল করে বর্তমানে ৫০ কোটি টাকার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ কোচবিহারবাসী।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল শর্মা বলেন, 'প্রথমে আড়াইশো কোটি টাকার প্ল্যানিং করা হলেও পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে, নিউ কোচবিহার স্টেশনে এত টাকার কাজের প্রয়োজন নেই। তাই পরবর্তীতে প্রায় ৫০ কোটির বাজেট ধরেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে স্টেশনে কী কী করা হবে তা এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।'

ফের বঞ্চিত হল কোচবিহার। বিজেপির তরফে কোচবিহার কোচবিহার রাজবাড়ির আদলে তৈরির চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হলেও তা অর্ধেক করার পর আর হয়নি।

নিউ কোচবিহার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এখনও অনেক কাজ বাকি।

স্টেশনের উন্নতি নিয়ে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে সেসব কিছুই চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ।

বরং বাতিল হচ্ছে একের পর এক প্রকল্প। জানা গিয়েছে, নিউ কোচবিহার স্টেশনটিকে এছাড়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে বাড়ানো, শেড দেওয়া, প্রতিটি প্লাটফর্মে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ, ভিআইপি লাউঞ্জ, স্টেশনের ঢুকে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ডানদিকে একটি ফুটব্রিজ তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মূল প্রবেশপথটি চওড়া করার কথাও ভাবা হয়েছে।

> দেখা গিয়েছে, নিউ কোচবিহার স্টেশনে এত টাকার কাজের প্রয়োজন নেই। তাই পরবর্তীতে প্রায় ৫০ কোটির বাজেট ধরেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে স্টেশনে কী কী করা হবে তা এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।
>
> **কপিঞ্জল শর্মা,** মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, এনএফআর

যদিও বিষয়টি নিয়ে আগেই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ কোচবিহার রেলযাত্রী সমিতির আহ্বায়ক ডঃ রাজা ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার কোচবিহার স্টেশনে আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসের কয়েকজন আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। সেখানে পুরো বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হবে।

এদিকে, প্রকল্প বাতিল নিয়ে বিজেপি বিধায়কদের গা-ছাড়া মনোভাবকেই দায়ী করছেন কোচবিহারের আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায়। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'এখানে রাজ্যসভার যিনি এমপি আছেন তিনিও বিজেপি দ্বারা মনোনীত। তাঁরও এই সম্পর্কে কোনওরকম আগ্রহ দেখা যায় না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।'

এ ব্যাপারে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা দরকার বলে জানিয়েছেন বিজেপি কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। তাঁর কথায়, 'আগামী ২১ এপ্রিল আমাদের একটি বড় কার্যক্রম রয়েছে কোচবিহারে। তার পরেরদিন সব বিধায়ক মিলে ডিআরএমের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে।'

নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ

ফালাকাটা ও জটেশ্বর, ১৭ এপ্রিল : ফালাকাটার দেওমালিতে এক নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ। নাবালিকাকে বিয়ে করতে আসা তরুণ সঞ্জয় রায়কে আটকও করেছে পুলিশ। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মেয়েটিকে সিডব্লিউসির হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ফালাকাটার খগেনহাটে। ধূপগুড়ির ১৩ বছরের মেয়েটির সঙ্গে এদিন বিয়ে হওয়ার কথা ছিল ২৭ বছরের সঞ্জয়ের। কিন্তু বিষয়টি জানতে পারে ফালাকাটা থানার পুলিশ। এরপরেই পুলিশের একটি দল দেওমালিতে পৌঁছে সেখানে উপস্থিতদের আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাশাপাশি, বিয়ে যাতে না হয়, সেই ব্যবস্থা করে। মেয়েটিকে সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ছেলেটিকে আটক করা হয়। জানা গিয়েছে, মেয়েটিকে হোমে রাখার ব্যবস্থা করছে সিডব্লিউসি।

চড়কমেলা

সোনাপুর, ১৭ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় চড়কমেলার আয়োজন করা হয়। এদিন পাঁচকোলগুড়ি এবং তপসিখাতা এলাকায় চড়কমেলা হয়। সন্ধ্যার পর থেকেই দুই মেলায় ভিড় দেখা যায় স্থানীয়দের।

বন্যেরা বনে সুন্দর।।

বক্সার জঙ্গলে বাইসনের দল। বৃহস্পতিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ভাইরাল ভিডিও দু'বছর আগের

মোথাবাড়ি, ১৭ এপ্রিল : দুই খুদে পড়ুয়ার স্কুলের মিড-ডে মিলের ভাত একই থালায় খাওয়ার ছবি এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। শিশুদের যে ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, সেটি মালদার মোথাবাড়ি নতুন চক্রের ওলিটোলা প্রাথমিক স্কুলের। ছবিটি পোস্ট করেছেন ওই স্কুলের এক শিক্ষক।

দুবছর আগের সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় প্রশ্নের মুখে মোথাবাড়ি নতুন চক্রের ওলিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জানা যাচ্ছে, স্কুলের যে শিক্ষক এই ছবি পোস্ট করেছেন, তাঁকে ও সহকারী স্কুল শিক্ষকের কাছ থেকে জবাব চাওয়া হবে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুলের সার্কেল ইনস্পেকটরের কাছে দ্রুত তদন্ত করে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে শিক্ষা দপ্তর। স্কুলের শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা দপ্তরের প্রশ্ন, এইভাবে কি দুই শিশু একসঙ্গে বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল খেতে পারে? তার থেকেও বড় কথা, কেন তাদের এভাবে একটি থালা দেওয়া হয়েছে ভাত খাওয়ার জন্য? একই থালায় এভাবে দুজন শিশুর খাওয়া অস্বাস্থ্যকর। বিষয়টি একেবারে ঠিক নয়। তাদের শরীর অসুস্থ হতে পারত। শুধুমাত্র সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরতে এই কাজ করা মোটেই সমীচীন নয় বলে মনে করেছে শিক্ষা দপ্তর। সেই কারণেই ওই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মালদা ডিআই(প্রাথমিক) মলয় মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমি সমাজমাধ্যম সূত্রে খবর পেয়ে গোটা বিষয়টি নিয়ে এসআই-এর কাছে জানতে চেয়েছি। শুনলাম ছেলেটি ওই বিদ্যালয়ের নয়। দুবছর আগের তৈরি ওই ভিডিও কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল তা জানতে চেয়েছি। তাছাড়া আমাদের কোনও বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলে থালার অভাব নেই।

ক্লাসে ফেরা

প্রথম পাতার পর

চাকরি বাতিলের পর এতদিন জেলার স্কুলগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভাবে ধুঁকছিল। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের পঠনপাঠন লাটে উঠেছিল। যেমন আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের অঙ্কের দুজন শিক্ষক সহ মোট ৪ জন শিক্ষকের নাম চাকরি বাতিলের তালিকায় ছিল। আলিপুরদুয়ার বালিকা শিক্ষামন্দিরেও পাঁচজন শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছিল। যদি তাঁরা এবার স্কুলে ফেরেন তবে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নতুন রায়ের পর এদিন চাকরিহারারা বৈঠক করেন। তাও সন্ধ্যা পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটা বড় অংশ সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি যে আদৌ তাঁরা স্কুলে ফিরবেন কি না।

পিয়ালি রায় নামে এক শিক্ষিকা বলেন, 'ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাকরি করার সুযোগ দিলেও, আমাদের দাবি মানা হয়নি। এদিকে শিক্ষক-সংকটে পঠনপাঠনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ পেলে স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। তবে সংগঠনের নির্দেশ মেনেই চলব।'

এ তো গেল শিক্ষকদের কথা। শিক্ষাকর্মীর সংকটের কিন্তু কোনও সমাধান হল না। কথা হচ্ছিল জয়দীপ সরকার নামে এক চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'শিক্ষাকর্মীদের ছাড় দেওয়া হয়নি। ফের আমাদেরও পরীক্ষায় বসতে হবে কি না বুঝতে পারছি না।' প্রজেশ সরকার নামে এক শিক্ষকের কথায়, 'আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষাকর্মীরাও রয়েছেন। তাই তাঁদের কথাটাও ভাবা হচ্ছে।'

এদিকে, শিক্ষাকর্মীর অভাবে বালিকা শিক্ষামন্দিরের মতো অনেক স্কুলে অফিশিয়াল কাজকর্মে চরম সমস্যা দেখা দিয়েছে। বালিকা শিক্ষামন্দিরের প্রধান শিক্ষিকা কাকলি ভৌমিক বলেন, 'শিক্ষাকর্মীদের অভাবে অফিশিয়াল কাজকর্ম করা যাচ্ছে না। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ও বিভিন্ন স্কলারশিপের কাজ থমকে রয়েছে।'

শিক্ষকদের দাবি পূরণ হয়নি বলে মেনে নিয়েছেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের জেলা সম্পাদক পিরাজ কিরণরা। আর তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি ভাস্কর মজুমদার জানিয়েছেন, শিক্ষকদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলেই খুশি হতেন।

বকেয়া মেটানোর দাবি

বীরপাড়া, ১৭ এপ্রিল : মেরিকো টি কোম্পানির বান্দাপানি চা বাগানের শ্রমিকদের ৭ পাক্ষিক মজুরি এবং স্টাফ, সাব-স্টাফদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। ৭ দিনের মধ্যে বকেয়া মেটানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের দপ্তরে স্মারকলিপি দেয় পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের সহ সভাপতি হেমন্ত খালকো বলেন, 'প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আর্থিক অনটনে ভুগছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। ঘরে ঘরে আর্থিক অনটন। টাকা না মেলায় ১১ মার্চ থেকে কাজ করছেন না শ্রমিকরা।'

একদিনে ২২০ কোটির টেন্ডার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : সামনের বছরই ভোট। নানান ইস্যুতে সরকার ও শাসকদল তৃণমূলের অন্দরে এখন চাপা অস্থিরতা প্রায় তুঙ্গে। তবু ভোটের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী সব দপ্তরকেই তৎপর থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোনওভাবেই যাতে জেলায় জেলায় উন্নয়নের কাজ ব্যাহত না হয়, তার দিকে বিশেষ নজর রাখতে সব দপ্তরের মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কড়া নির্দেশ, উন্নয়নের কাজ কিছুতেই থামিয়ে রাখা যাবে না। সদ্য বাজেট পাশ হয়েছে বিধানসভায়। চলতি আর্থিক বছরের আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী প্রথম কিস্তির টাকা ছেড়ে দিয়েছে অর্থ দপ্তর।

এই টাকা যাতে অবিলম্বে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির স্বার্থে ব্যবহার করা হয়, সেই ব্যাপারে অর্থ দপ্তরকে বিশেষ নজর রাখতেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কাজের মনিটরিংয়ের পাশাপাশি চলতি প্রকল্পগুলির কাজের রিপোর্টও নিয়মিতভাবে সরকারি পোর্টালে তুলে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সংক্রান্ত নির্দেশ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীর কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুরুত্ব সহকারে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পালনে তৎপর হয়েছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ৮টি জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শুরু করতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে প্রথম কিস্তির প্রায় ২২০ কোটি টাকা অর্থ দপ্তর মঞ্জুর করেছে। চলতি আর্থিক বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে বাজেট প্রায় সাড়ে ৮০০ কোটি টাকা। আর্থিক বছর শুরু হতেই প্রথম কিস্তির ২২০ কোটি টাকায় কাজ শুরু করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এদিন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, আগামী সোমবারই বিভিন্ন জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্প শুরু করতে প্রথম দফাতেই ২২০ কোটি টাকার টেন্ডার ডাকা হচ্ছে। এবার একেবারে সময়সীমা বেঁধে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ যত দ্রুত সম্ভব শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরের শুরুতেই ভোট ঘোষণা হতে পারে। সেই কথা মাথায় রেখে টেন্ডারে প্রকল্পের কাজ শেষ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কাজের ব্যাপারে পাঁচ বছরের গ্যারান্টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজে কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়লে তার দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের। এ ব্যাপারে কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। কাজের মান খারাপ হলে ঠিকাদারদেরই দায় নিতে হবে।

ভোটের আগে উত্তরের উন্নয়নে চোখ

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, উত্তরবঙ্গে বরাবরই শাসকদল তৃণমূল বিভিন্ন ভোটে হোঁচট খেয়েছে। উত্তরবঙ্গবাসীর মন ফেরাতে পাহাড় ও সমতলে বরাবরই উন্নয়নের ব্যাপারে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে বারবার তিনি ছুটে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। এবারও উত্তরবঙ্গবাসীর মন পাওয়ার তাগিদে সেখানের উন্নয়নে বিশেষ তৎপর তিনি। তাঁর মন্ত্রীসভার সতীর্থদেরও এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার উন্নয়নে কোথায় কেমন কাজ হচ্ছে তা বিশেষভাবে মনিটরিং করতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রী ও সচিবকে এই ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের কাজ করতে মুখ্যসচিবকে বলেছেন। জানা গিয়েছে, বর্তমানে সরকার ও শাসকদল তৃণমূলের অন্দরে চাপা অস্থিরতা কাটলেই কিছুটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি হলেই মুখ্যমন্ত্রী আবার উত্তরবঙ্গ দিয়ে তাঁর জেলা সফর শুরু করবেন। জেলা সফরে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক ডেকে কাজের মনিটরিংও করবেন তিনি। নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর, বর্তমানে মুর্শিদাবাদ, মালদায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সদা তৎপর তিনি। মালদা ও মুর্শিদাবাদে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পরিস্থিতি আরও কিছুটা স্বাভাবিক হলেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জেলা সফরের কর্মসূচিতে সবুজ সংকেত দেবেন।

বাবার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে জুয়া

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : অনলাইনে গেম খেলে লক্ষ লক্ষ টাকা জুয়ায় হারাই কি কাল হল? ঘোগোমালির চয়নপাড়ায় এক তরুণের আত্মহত্যার ঘটনায় এমনই তথ্য উঠে আসছে।

অনলাইনে গেম খেলে লক্ষ লক্ষ খুইয়ে দিশেহারা অবস্থা হয়েছিল অভীক পালের। টাকাগুলো তিনি তাঁর বাবার অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়েছিলেন। তারপর কীভাবে সেই টাকা জোগাড় করবেন, তার কোনও কূলকিনারা না পেয়ে শেষমেশ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন অভীক। এমনটাই মনে করছে তাঁর পরিবার।

বুধবার দুপুরে ঘর থেকে উদ্ধার হয় অভীকের ঝুলন্ত দেহ। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপরেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। বাড়িতে কোনও অশান্তি ছিল না। কারও সঙ্গে কোনও ঝামেলাও হয়নি। তাহলে অভীক কেন এমন ঘটনা ঘটালেন? বুঝে উঠতে পারছিল না পরিবার।

পরে অভীকের ফোন ঘাঁটতে শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা দেখেন, মোবাইলে গেমিং অ্যাপ রয়েছে। ব্যাংক থেকে টাকা ট্রান্সফারের কিছু মেসেজও নজরে আসে তাঁদের। এরপর ধীরে ধীরে সবটা বুঝতে পারেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, বেশ কয়েকদিন ধরে অনলাইন গেমের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল অভীক। আসক্তি এতটাই ছিল যে, সে তার বাবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মায়ের অ্যাকাউন্টে ১০-১৫ দিন ধরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করে। মায়ের অ্যাকাউন্টটি অভীকের ফোনে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে লগ ইন করা ছিল।

আত্মহত্যার নেপথ্যে গেম

অভীকের জামাইবাবু বিশ্বজিৎ পাল বলেন, 'আমরা বুঝতেই পারিনি যে ও অনলাইন গেমিংয়ে আসক্ত হয়ে পড়েছে। কবে থেকে খেলছে আমরা সেটাও জানি না। হয়তো বন্ধুদের দেখে শুরু করেছিল। তারপর সেটা নেশা হয়ে যায়।'

মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা ছেড়ে বাবার সঙ্গেই কাজ করতেন অভীক। তাঁর মা জানান, বুধবার সকালেও তাঁর সঙ্গে ছেলের কথাবার্তা হয়। তারপর দুপুরে ঘটে যায় এই ঘটনা। মা জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগেও অভীক মোবাইলে গেম খেলেছিলেন।

গঙ্গারামপুরের আদি বাসিন্দা হলেও বেশ কয়েক ধরে চয়নপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিল অভীকের পরিবার। এই ঘটনায় এখন হতবাক সকলেই। এর আগেও তরুণ-কিশোরদের অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে বিভিন্ন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলার নজির রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে মনরোগ বিশেষজ্ঞ উত্তম মজুমদারের প্রতিক্রিয়া, 'অন্য নেশার মতোই অনলাইন গেমিং একটা নেশা। এগুলো নির্ভর করে পরিবারের সহযোগিতা, বড় হয়ে ওঠা কিংবা সমাজের ওপর। এক্ষেত্রে সচেতনতার খুব প্রয়োজন। সমস্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতা আসাও কাম্য।' কিন্তু সহযোগিতা কি আসে, বাস্তব তো সে কথা বলে না।

আইনে আংশিক স্থগিতাদেশ

প্রথম পাতার পর

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ১৯৯৫ সালের আইন অনুযায়ী নথিভুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তির চরিত্র বদলানো যাবে না বলে মন্তব্য করায় তুষার মেহতা নতুন ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে দায়ের মামলাগুলি সম্পর্কে জবাব দেওয়ার আর্জি জানান। তাতে সম্মতি জানান প্রধান বিচারপতি। তবে জানিয়ে দেন, এতগুলি মামলার শুনানি সম্ভব নয়। সুপ্রিম কোর্ট শুধু ৫টি মামলার শুনানি করবে।

নতুন ওয়াকফ আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের মামলাগুলির শুনানি শুরু হয়েছিল বুধবার। সেদিনই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল আদালত। হিন্দুদের ট্রাস্টে অহিন্দুদের রাখা যাবে কি না, তাও জানতে চেয়েছিল। তখন তুষার কেন্দ্রের অবস্থান শোনার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, এই মুহূর্তে স্থগিতাদেশ না দিলে বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে, যা মামলার চূড়ান্ত রায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

ওয়াকফ আইন নিয়ে বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক প্রশ্ন করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। 'ওয়াকফ বাই ইউজার' হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চিহ্নিত জমির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল। জানতে চেয়েছিল, ১৯৪০ সাল থেকে ভোগদখলকৃত ওয়াকফ সম্পত্তির আইনি চরিত্র কি সংশোধনী আইন কার্যকর হলে বদলে যাবে?

বিচারপতি কুমার প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'হিন্দু মন্দির বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতিতে কি কখনও অন্য ধর্মের মানুষ থাকেন?' বৃহস্পতিবার আগামী ৭ দিনের মধ্যে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ওয়াকফ আইন বিষয়ে তাদের অবস্থান জানিয়ে হলফনামা পেশের পাশাপাশি মামলাকারীদের আগামী ৫ দিনের মধ্যে হলফনামা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফিরে পাওয়ার সুযোগ আর থাকল না। এই দুই গ্রুপে নিয়োগে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির প্রমাণ থাকায় এই সিদ্ধান্ত বলে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে।

শিক্ষাকর্মীরা তো বটেই, সাময়িক সুযোগ পাওয়া শিক্ষকরা আদালতের এই ছাড়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন। তাঁদের কারও কারও বক্তব্য, সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রয়োজন ছিল, যাতে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত সসম্মানে শিক্ষকতা করা যায়। চাকরিহারা শিক্ষকরা প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। যোগ্যদের চাকরি রক্ষায় তাঁর আশ্বাস পূরণ নিয়ে সংশয় তাঁদের গলায়। এই শিক্ষকদের অন্যতম সংগীতা সাহা বলেন, 'আমরা হতাশ। আমরা যখন যোগ্য তাহলে কেন শাস্তি পাব?'

শিক্ষকরা অসন্তুষ্ট হলেও সুপ্রিম কোর্টের বৃহস্পতিবারের নির্দেশে আশার আলো দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের নির্দেশ শুনে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে অন্য প্রসঙ্গের ফাঁকে মমতা বলেন, 'ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে আদালত। আমরা চাইছিলাম, ওঁদের বেতন যাতে বন্ধ না হয়। আগের রায়ে বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না। সেই পরিস্থিতি এড়াতে আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে।' আশ্বাসও ছিল তাঁর গলায়।

তিনি বলেন, 'অনেকে বলছেন, বিষয়টা ২০২৬ পর্যন্ত গড়াবে। আমি বলছি, প্রশ্নই ওঠে না। আমরা চাই, এ বছরই সমাধান হোক। আপনারা পাশে থাকলে আমরা ঠিক পথেই এগোব। আমি মানুষের কাজে ভুল করি না। আমার উচ্চারণে ভুল হতে পারে, ইংরেজি-হিন্দি বলায় ভুল হতে পারে, কিন্তু ইচ্ছায় নয়।'

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও মনে করেন, 'আপৎকালীন স্বস্তি পাওয়া গিয়েছে। আমাদের জন্য এই রায় অল্প হলেও আশাব্যঞ্জক।' পড়ুয়াদের কথা ভেবে শিক্ষকদের স্কুলে ফেরার আর্জি জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা ধৈর্য ধরুন। যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষকদের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারছি, ততক্ষণ আমরা চেষ্টা করব। আমরা সর্বতোভাবে আপনাদের সঙ্গে আছি। আইনি পথে যা যা করা সম্ভব, তার সবটাই করা হবে।'

স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে গত ৩ এপ্রিল এক ঐতিহাসিক রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। চাকরিহারাদের মধ্যে অনেককে অযোগ্য তকমা দিয়েছিল আদালত। কিন্তু যোগ্যদের স্পষ্ট কোনও তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন দিতে না পারায় সকলের চাকরি বাতিল করেছিল। আদালত স্বীকার করেছিল, অন্য উপায় না থাকায় যোগ্যদেরও চাকরি খারিজ করতে হল।

সেই পর্যবেক্ষণের সুযোগ নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ চিহ্নিত 'অযোগ্য' নন, এমন শিক্ষকদের অন্তত চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকতার সুযোগ দিতে আবেদন করেছিল। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদন আংশিকভাবে গ্রহণ করে। আদালত জানিয়ে দিয়েছে, 'যোগ্যরা নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর স্কুলে শিক্ষকতা চালিয়ে যেতে পারবেন।'এই নির্দেশে ৩১ মে-র মধ্যে রাজ্য সরকার, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে কি না, হলফনামা দিয়ে জানাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশ মানা না হলে, কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এমনকি আর্থিক জরিমানার ইঙ্গিতও দিয়েছে আদালত। চাকরিহারাদের মতে, স্থায়ী সমাধান কিছু হল না, ক্ষতে সাময়িক প্রলেপ দেওয়া হল মাত্র। অযোগ্যদের পৃথক করে যোগ্যদের চাকরি সুরক্ষিত রাখা যেত বলে তাঁদের দাবি।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, '৬,২৭৬ জনকে অযোগ্য বলা হয়েছে, তাহলে যোগ্যদের চিহ্নিত করে কেন চাকরি নিশ্চিত করা হল না?' আন্দোলনরত চাকরিহারাদের সংগঠন 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চে'র আহ্বায়ক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ কৌশলগত সাফল্য তো বটেই। আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারব। বেতনটা পাব। এটা সাময়িক স্বস্তি। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেতন ও চাকরি থাকবে, এটা আমরা মেনে নেব না।'

আট মাসেই ছাঁটাই গম্ভীরের সহকারী অভিষেক

টিম ইন্ডিয়ার সাপোর্ট স্টাফে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : অভূতপূর্ব। নজিরবিহীন।

ভারতীয় ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনার কথা বহু চেষ্টা করেও মনে করা যাচ্ছে না। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ হারের প্রায় সাড়ে তিন মাস পর টিম ইন্ডিয়ার কোচিং স্টাফে ব্যাপক রদবদল। ছাঁটাই হলেন গৌতম গম্ভীরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ, স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাইরা। সোহমের বদলি হিসেবে ইতিমধ্যেই অ্যাড্রিয়ান লা রু-র নাম শোনা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। তবে ফিল্ডিং কোচ ও গম্ভীরের সহকারী কে বা কারা হবেন, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে পুরো বিষয় নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ধীরে চলো নীতি নিয়েছে বিসিসিআই।

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফর ছিল। সেই সিরিজে ৩-১ ব্যবধানে হারতে হয়েছিল রোহিত শর্মাদের। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মাঝেই ভারতীয় সাজঘরের অন্দরের খবরও সামনে চলে এসেছিল। কোচ গম্ভীর কোন ক্রিকেটারকে কীভাবে তিরস্কার করেছিলেন, সেই তথ্যও আড়ালে থাকেনি। সেই সময় মনে করা হয়েছিল, টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম সদস্য সরফরাজ খান সংবাদমাধ্যমে তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে ভুল ভাঙে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। জানা যায়, দলের সহকারী কোচ অভিষেকই সংবাদমাধ্যমে সেই তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। যদিও এই ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু সূত্রের খবর, অস্ট্রেলিয়া সফরের ব্যর্থতার জেরে দলের সাপোর্ট স্টাফে বড় রকমের রদবদল হল ভারতীয় ক্রিকেটে। এমন সম্ভাবনার প্রাথমিক ইঙ্গিত ছিল স্যর ডনের দেশে সিরিজ হেরে ফেরার পর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজের আগে ব্যাটিং কোচ হিসেবে সীতাংশু কোটাকের নিয়োগ। সেই সময়ই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ অভিষেক নায়ার ছাঁটাই হতে পারেন, এমন সম্ভাবনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

> আগামী এক-দুইদিনের মধ্যে পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখনই এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।
>
> **দেবজিৎ সইকিয়া**

মজার বিষয় হল, অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফেরার পর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেছে ভারতীয় দল। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টিম ইন্ডিয়া। তাই প্রশ্ন হল, দলের সাপোর্ট স্টাফে রদবদল করতে কেন এত সময় লাগল? আপাতত প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই। বিকেলের দিকে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে টিম ইন্ডিয়ার সাপোর্ট স্টাফ ছাঁটাই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আগামী এক-দুইদিনের মধ্যে পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখনই এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।' আপাতত অষ্টাদশ আইপিএল নিয়ে মেতে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। ২৫ মে আইপিএল ফাইনালের পরই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মিশন ইংল্যান্ডের বাজনা বেজে যাবে। আগামী ২০ জুন থেকে লিডসে শুরু হতে চলেছে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রথম টেস্ট।

বিলেতে পাঁচ টেস্টের চ্যালেঞ্জ সামলানোর আগে টিম ইন্ডিয়ার সাপোর্ট স্টাফে এমন রদবদল দলের পারফরমেন্সে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এমন ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটে নজিরবিহীন।

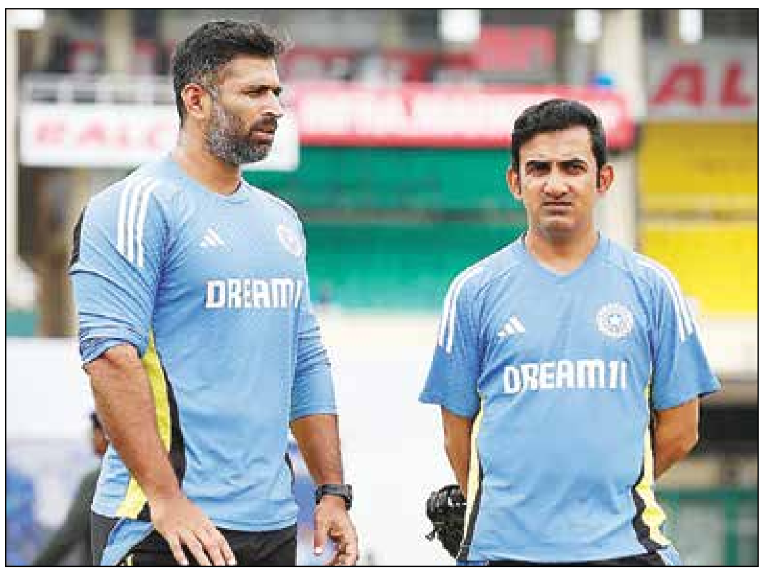

টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে ভেঙে গেল গৌতম গম্ভীর ও অভিষেক নায়ারের জুটি। অভিষেক সম্ভবত প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে।

ফিরতে পারেন কেকেআরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : নিশ্চিত জয় হাতছাড়া করা। একবার নয়, বারবার!

কেন এমন হচ্ছে? আপাতত সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৭ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে আইপিএল লিগ টেবিলে ছয় নম্বরে রয়েছে কেকেআর। পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধার নয়। তার মধ্যে আজ পুরো দিনটা কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন টিম হোটেলে বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিলেন আজিঙ্কা রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়াররা। আর সেই বিশ্রামের মাঝে সোমবার ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচ নিয়ে যেমন ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু হয়েছে নাইটদের অন্দরে। ঠিক তেমনই দলের কম্বিনেশন বদল নিয়েও হয়েছে চর্চা। বোলাররা দারুণ করার পর শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে যেভাবে নাইটদের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটেছে, ৯৫ রানে অলআউট হতে হয়েছে। তারপর আগামীর লক্ষ্যে কীভাবে দল হিসেবে নিজেদের গুছিয়ে তুলবেন রাহানেরা, সেটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। সোমবার ঘরের মাঠে শুভমান গিলের গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচের পরই ২৬ এপ্রিল রয়েছে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ফের ম্যাচ। মনে করা হচ্ছে, নাইটদের প্লে-অফ নিশ্চিত করার পথে ঘরের মাঠে আসন্ন দুই ম্যাচ মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

এসবের মধ্যেই নাইট সংসারে এসেছে একটি সম্ভাবনার খবর। জানা গিয়েছে, দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ ফের কেকেআরে ফিরতে পারেন। ভারতীয় দলের সহকারী কোচের দায়িত্ব থেকে ছাঁটাই হয়েছেন অভিষেক নায়ার। তাঁর কেকেআরে ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রবল। জানা গিয়েছে, শেষ মরশুমে কেকেআর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রাক্তন মেন্টর গৌতম গম্ভীর অভিষেককে তাঁর সহকারী হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে নিয়ে গিয়েছিলেন। এহেন অভিষেক টিম ইন্ডিয়া থেকে ছাঁটাই হয়ে ফের কেকেআরে ফিরতে পারেন, এমন সম্ভাবনা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।

বিশ্রামের মাঝেই আগামীর শপথ নাইটদের

মূল চুক্তিতে অভিষেক-হর্ষিত-নীতীশ?

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : সরকারি ঘোষণা এখনও হয়নি। আগামী সপ্তাহে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তির তালিকা প্রকাশের প্রবল সম্ভাবনা। তার আগে আজ সামনে এসেছে টিম ইন্ডিয়ার তিন তরুণ তুর্কি অভিষেক শর্মা, হর্ষিত রানা ও নীতীশকুমার রেড্ডির বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষানরা নিশ্চিতভাবেই বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় ফিরছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার কারণে বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন। সেই সময় বিসিসিআইয়ের সচিব ছিলেন জয় শা। তাঁর সঙ্গে শ্রেয়স-ঈশানদের কিছু সমস্যাও হয়েছিল। যদিও মাঝের সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অনেক অঙ্ক ও সমীকরণ বদলেছে। জয় এখন আইসিসির চেয়ারম্যান। আর সেই বদলের রেশ ধরেই শ্রেয়স ও ঈশানের বোর্ডের মূল চুক্তিকে প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা। সঙ্গে অভিষেক, হর্ষিত, নীতীশরাও এই প্রথমবার জায়গা পেতে চলেছেন বিসিসিআইয়ের মূল চুক্তির তালিকায়। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্র মারফত আজ এই খবর জানা গিয়েছে। যদিও সরকারিভাবে এখনও নয়া চুক্তির তালিকা তৈরির ব্যাপারে বোর্ডের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

খুদে ভক্তকে অটোগ্রাফ দিলেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ।

সুপার ওভারে পর্যাপ্ত রান না ওঠায় হতাশ হেটমেয়ার।

আমার থুতু লাগে না : স্টার্ক

প্রশ্নের মুখে দ্রাবিড়ের সুপার ওভার স্ট্র্যাটেজি

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : কোটলায় রুদ্ধশ্বাস দ্বৈরথ।

সুপার ওভারে ম্যাচের নিষ্পত্তি। মিচেল স্টার্কের অভিজ্ঞতা, দক্ষতার সামনে হার স্বীকার রাজস্থান রয়্যালসের। প্রথমে ব্যাটিং করে সিমরন হেটমেয়ার, রিয়ান পরাগ, যশস্বী জয়সওয়ালরা স্টার্কের সুপার ওভারে ১১ রানের বেশি করতে পারেননি। জবাবে দিল্লি ক্যাপিটালসকে চার বলেই বৈতরণি পার করে দেন লোকেশ রাহুল, ট্রিস্টান স্টাবস।

যার সুবাদে আইপিএলে নয়া নজির দিল্লি ক্যাপিটালসের। সুপার ওভারের ৫টি ম্যাচ খেলে ৪টিতেই জয় তাদের! যে কৃতিত্ব দ্বিতীয় কোনও আইপিএল দলের নেই। দিল্লির এই সাফল্য, মিচেল স্টার্কের দুরন্ত বোলিং ছাপিয়ে প্রশ্নের মুখে রাজস্থান থিংকট্যাংকের সুপারওভারের স্ট্র্যাটেজি, ব্যাটিং কম্বিনেশন।

নীতীশ রানা ম্যাচে বিস্ফোরক (২৮ বলে ৫১) মেজাজে থাকলেও তাঁকে নামানো হয়নি। অথচ, অফফর্মে থাকা রিয়ান পরাগেই ভরসা। প্রাক্তনদের অনেকেই যা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যে প্রশ্নের জবাবে নীতীশ বলেছেন, 'সিদ্ধান্ত থিংকট্যাংকের। অধিনায়ক ছাড়াও সিনিয়ার প্লেয়ার, কোচরা রয়েছে। কারওর একার নয়। আসল কথা, হেটমেয়ার যদি দুইটি ছক্কা মেরে দিত তাহলে এসব প্রশ্ন উঠত না। ও দলের ফিনিশার। অতীতে করেও দেখিয়েছে।'

মূল ম্যাচে একসময় ১৮ বলে ৩১ রান দরকার ছিল রাজস্থানের। ক্রিজে হাফ সেঞ্চুরি করে বিস্ফোরক মেজাজে নীতীশ। ধ্রুব জুরেলও জমে গিয়েছেন। এখান থেকে স্টার্কের হাত ধরে ম্যাচের রং বদল। নীতীশকে ফেরানোর পর বাকি রানটা তুলতে ব্যর্থ রাজস্থান। শেষ বলে জুরেলের রানআউটে দুই দলের স্কোরলাইন দাঁড়ায় ১৮৮ এবং সুপার ওভারেও স্টার্ক দাপট।

স্টার্কের কথায় সঠিক পরিকল্পনা এবং তার সফল প্রয়োগই সাফল্যের মূল কারণ। কখনো-কখনো হয় না। এদিন সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে খেলছেন। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন। ব্যাটাররাও তাঁর সম্পর্কে অবগত। পরিস্থিতি অনুযায়ী তাই নিত্যনতুন পরিকল্পনা প্রয়োজন। খুশি, পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে দলকে জেতাতে পেরে।

জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে প্রতিপক্ষ অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের মুখেও স্টার্কের কথা। বলেছেন, 'আমরা যথেষ্ট ভালো বল করেছি। হারলেও বোলার, ফিল্ডারদের চেষ্টার প্রশংসা করব। রানটা করা উচিত ছিল। কিন্তু স্টার্কের দুর্দান্ত ওভার সবকিছু গুলিয়ে দেয়। কৃতিত্বটা ওর প্রাপ্য। আমার মতে, দিল্লির জয়ের নেপথ্যে স্টার্কের ২০তম ওভার। সুপার ওভারেও যা বজায় থাকে।'

ডেল স্টেইনও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে জানান, ক্লাস চিরস্থায়ী, সেটাই বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন স্টার্ক। এই জন্যই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি অর্থের ঝাঁপি নিয়ে পিছনে দৌড়োয়। সাফল্যের রেশ ধরে মহম্মদ সামিদেরও একহাত নিলেন স্টার্ক। দাবি, বলকে কথা বলাতে তাঁর থুতু লাগে না। আর সাদা বলে থুতুর ব্যবহারে লাভের লাভও কিছু হয় না। লাল বলে রিভার্স সুইং করাতে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু সাদা বলে নয়।

ম্যাচ শেষে রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে দিল্লি ক্যাপিটালসের লোকেশ রাহুল।

কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে দিল্লি। নতুন পরিবেশে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। স্টার্কের দাবি, যে পরিবেশটা উপভোগও করছেন। অক্ষর প্যাটেল দারুণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ফাফ ডুপ্লেসি, লোকেশ রাহুল, ট্রিস্টান স্টাবসরা রয়েছেন। কুলদীপ যাদব চলতি লিগে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করছেন। তার প্রতিফলন দলের খেলা। এদিনের দুরন্ত জয় নিশ্চিতভাবে আত্মবিশ্বাসের পারদ চড়াবে।

মাঠে ব্যাট পরীক্ষা নিয়ে বাড়ছে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : সুনীল নারায়ণ, আনরিচ নর্তজের পর রিয়ান পরাগ।

ব্যাটের পরীক্ষা এবং ব্যাট বদলের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ। বাড়ছে আইপিএলের নয়া নিয়মকে ঘিরে বিতর্কও। রাজস্থান রয়্যালস-দিল্লি ক্যাপিটালসের রুদ্ধশ্বাস সুপার ওভারের ম্যাচে রিয়ানের ব্যাট পরীক্ষা করেন আম্পায়াররা। 'গজ টেস্টের' যে মাপকাঠিতে 'ফেল' রিয়ানের ব্যাট।

বিষয়টি নিয়ে মোটেই খুশি নন রিয়ানের হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়। নিজের ব্যাট নিয়ে আম্পায়ারদের বোঝানোর চেষ্টা করেন রিয়ান। কিন্তু সফল হননি। ডাগআউটে বসে থাকা দ্রাবিড় যা নিয়ে সন্তুষ্ট নন, তা ভাবভঙ্গিতেই বুঝিয়ে দেন। টিমগুলির সাজঘরেও গজ-পরীক্ষা চলছে। রিয়ানের ব্যাটও যেখানে বাদ যায়নি। প্রশ্ন, তারপর কেন ফের মাঠে পরীক্ষা?

বিরক্তি ঝরে পড়ছিল রিয়ান, দ্রাবিড়দের। লাভের লাভ অবশ্য কিছু হয়নি। নতুন ব্যাট নিয়ে খেলতে হয় রিয়ানকে। যেমনটি ঘটেছিল কলকাতা নাই-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে নারায়ণ, নর্তজের ক্ষেত্রে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হেডকোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরির দাবি, মাঠে যেভাবে ব্যাট পরীক্ষা চলছে, তাতে কিছু ব্যবধান হবে না।

দলে একঝাঁক বিগহিটার। সেক্ষেত্রে গজ টেস্টে আটকে যাবেন না হেনরিচ ক্লাসেন, ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মারা। চিন্তার কিছু নেই, যতই বলুন ভেত্তোরি, বিষয়টি যে ভাবাচ্ছে ঘুরিয়ে যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিছুটা মজার সুরে বলেছেন, 'যখন আমি খেলতাম, তখন ব্যাট পরীক্ষা হলে, ভালো হত। তবে কোনও তফাত হত না। এখন নিয়মিত পরীক্ষা হয়। সাজঘরে আম্পায়াররা ঢুঁ মারছে। কয়েক সেকেন্ড লাগছে। প্রত্যেকেই সহযোগিতাও করছে।'

ভেত্তোরির বিশ্বাস, ব্যাট-পরীক্ষার চলতি পদক্ষেপে আদপে কিছু হবে না। কমবে না ব্যাটের সাইজও। ক্রিকেটপ্রেমীরা চার-ছক্কা ভালোবাসে। ব্যাট প্রস্তুতকারকরা যা গুরুত্ব দিচ্ছে। নিশ্চিত, সেই বিনোদনে কাটছাঁটের মতো কোনও পদক্ষেপ হবে না। বিবর্তন ক্রিকেটের অঙ্গ। আশাবাদী, ব্যাটের সাইজে হস্তক্ষেপ হবে না।

চলতি বিতর্কে মুখ খুলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও। আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল জানিয়ে দিয়েছেন, কাউকে অনৈতিক সুবিধা নিতে দেওয়া হবে না। ক্রিকেট যাতে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকে, তার জন্য বোর্ড এবং আইপিএল দায়বদ্ধ। ইতিমধ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাট পরীক্ষাও নতুন নয়। তবে মাঠে পরীক্ষার নিয়ম এবারের আইপিএলে প্রথম।

কাউকে অনৈতিক সুবিধা নয় : বোর্ড

প্রাক্তনদের অভিযোগ, ব্যাটারদের অনেকে ওজন ঠিক রেখেও ঘুরপথে সুবিধা নিচ্ছে। ব্যাটের নীচের দিকে বাড়তি ভার (বাড়তি কাঠ) রাখার চেষ্টা করছে। ব্যাটের হাতলের কাছাকাছি অংশে তুলনায় কম। এর ফলে বিগহিটে বাড়তি সুবিধা মিলছে। আইপিএলের চলতি গজ টেস্ট সেই সুবিধায় কিছুটা হলেও কাটছাঁট করবে।

আম্পায়ারের গজ টেস্টে পাশ না করায় রিয়ান পরাগকে ব্যাট বদলাতে হয়।

চিন্নাস্বামীতে প্রথম জয়ের খোঁজে বিরাটরা

বেঙ্গালুরু, ১৭ এপ্রিল : অদ্ভুত বৈপরীত্য।

অ্যাওয়ে ম্যাচে প্রতিটিতেই জয়। চারে চার। অথচ ঘরের মাঠে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এখনও জয়ের খাতা খুলতে পারেনি! দিল্লি ক্যাপিটালস, গুজরাট টাইটান্স, এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দুই ম্যাচেই হেরে ফিরতে হয়েছে। ছন্দে থাকা বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা আগামীকাল হোম ম্যাচের যে চলতি ধারায় ব্রেক লাগাতে বদ্ধপরিকর। ঘরের মাঠে প্রথম জয়ের লক্ষ্যপূরণে প্রতিপক্ষ শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব কিংস। যারা গত ম্যাচে ১১১ রানের পুঁজি নিয়ে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবার গার্ডেন সিটি বেঙ্গালুরু জয়ের টার্গেট। চলতি আইপিএল সাফারিতে দুই দলের অদ্ভুত মিল। জোড়া জয় দিয়ে শুরু। ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট। আগামীকাল একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার পালা।

কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার- দুই দলের ব্যাটিংয়ের দুই মূল ভরসা ফর্মে। বিরাটের অ্যাঙ্কর রোল, শ্রেয়সের আগ্রাসী ক্রিকেটের মাঝে উঁকি মারছে একদা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ঘরের ছেলে যুযবেন্দ্র চাহাল। আরসিবি-র সঙ্গে সম্পর্কে ইতি পড়ার পর রাজস্থান রয়্যালস হয়ে বর্তমানে পাঞ্জাবের সংসারে। আগামীকাল চাহাল নামবেন পুরোনো দলের বিরুদ্ধে একদা দ্বিতীয় হোম চিন্নাস্বামীতে খেলার পূর্ব অভিজ্ঞতা সঙ্গে নিয়ে।

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে চাহালের স্পিনে বেহাল হয়েছেন নাইট তারকারা। ফিল সল্ট, বিরাট কোহলি, রজত পাতিদারদের জন্য চাহাল অন্যতম প্রাচীর। তবে পাওয়ার প্লেতে সল্ট-বিরাটদের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে অর্শদীপ সিং, মার্কো জানসেনদের। অর্শদীপ তৈরি দায়িত্ব নিতে। সাত বছর পাঞ্জাব কিংসে আছেন। টিনএজার থেকে বর্তমানে দলের সিনিয়ার সদস্য। সেই ভূমিকা পালন করতে বদ্ধপরিকর। রিকি পন্টিংরাও সল্টের বিস্ফোরক শুরুতে ব্রেক লাগাতে অর্শদীপের দিকে তাকিয়ে।

তারকাদের ভিড়ে নজর কাড়ার জন্য মুখিয়ে প্রিয়াংশ আর্য। আইপিএল অভিষেকেই বাজিমাত করছেন। চলতি লিগে দ্রুততম শতরানের (৩৯ বলে) নজিরও তাঁর পকেটে। দলে নেহাল ওয়াধেরা, শশাঙ্ক সিং, প্রভসিমরন সিংয়ের মতো ঘরোয়া ক্রিকেটারের সঙ্গে রিকি পন্টিংয়ের হাতে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জোশ ইনগ্লিসরা।

পাঞ্জাব ব্যাটিংয়ে এই বৈচিত্র্য প্রীতি জিন্টার দলের সম্পদ। আগামীকাল অবশ্য সামনে জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমার সমৃদ্ধ আরসিবি বোলিং। স্পিন ব্রিগেডে ক্রুণাল পান্ডিয়া। তুল্যমূল্য লড়াইয়ের হাতছানি। তার প্রাক্কালে চিন্নাস্বামীর পিচ নিয়ে অন্যরকম সুর ভুবির। জানান আগের উইকেট এবার দেখা যাচ্ছে না। বলেছেন, 'চিন্নাস্বামীর পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত। কিন্তু এখন সেই উইকেট নেই। কারণটা জানি না। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, বোলিং হোক বা ব্যাটিং, প্রথম কয়েক ওভার গুরুত্বপূর্ণ। উইকেট কেমন আচরণ করে, সেই বুঝে নিজেদের প্রয়োগ করতে হবে।'

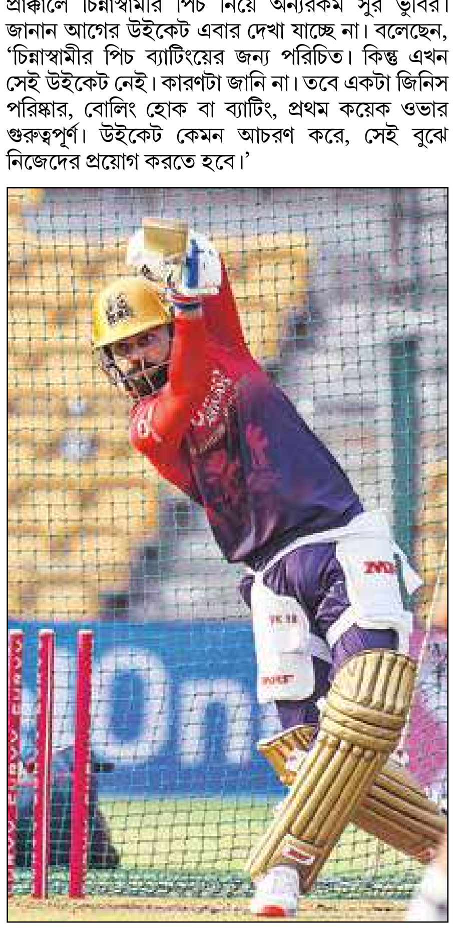

পাঞ্জাব কিংস ম্যাচের প্রস্তুতিতে বিরাট কোহলি।

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
বনাম
পাঞ্জাব কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

বিশেষ স্মারক রোহিতকে

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল : বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো আইপিএলে টানা ১৮টি মরশুম খেলছেন রোহিত শর্মা। হিটম্যানের এই বিশেষ কৃতিত্বকে পুরস্কৃত করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বৃহস্পতিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের আগে রোহিতকে বিশেষ স্মারক দিয়ে সম্মান জানান বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি। এদিকে, মুম্বই টি২০ ঘরোয়া লিগে 'দূত' নির্বাচিত হলেন রোহিত। ৬ বছর পর দিনের আলো দেখছে এই লিগ। লিগে জাতীয় দলের একঝাঁক তারকা খেলবেন বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। আট দলীয় লিগের তারকা ক্রিকেটারদের তালিকায় রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়াররা। রোহিতও থাকছেন, তবে দূত হিসেবে। প্রতি দলে একজন করে আইকন প্লেয়ার থাকবে। আইকন হিসেবে ভাবা হচ্ছে আজিঙ্কা রাহানে, শিবম দুবে, তুষার দেশপান্ডে, পৃথ্বী শা-কে।

স্মারক হাতে রোহিত শর্মা।

আমার ২০ বছরের নিষেধাজ্ঞা হত : সেরেনা

ফ্লোরিডা, ১৭ এপ্রিল : পুরুষদের টেনিসে এক নম্বর জানিক সিনারের ডোপিং ধরা পড়া এবং মাত্র ৩ মাসের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রাক্তন টেনিস তারকা সেরেনা উইলিয়ামস। ২৩ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন সেরেনা এদিন বলেছেন, 'কাউকে ছোট করতে চাই না। পুরুষদের টেনিসে সিনারকে প্রয়োজন। তবে সত্যি কথা বলতে একই কাজ যদি আমি করতাম, আমার ২০ বছরের নিষেধাজ্ঞা হত।'

২২ বছরের সিনারের শরীরে গত বছরের মার্চে টানা দুই বার নিষিদ্ধ ক্লোস্টেবল পাওয়া গিয়েছিল। ডোপিং বিরোধী সংস্থা ওয়াডা সর্বাধিক দুই বছরের নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানায় কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে (ক্যাস)। তবে গত বছরই ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সি সিনারকে গাফিলতির অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়। চলতি বছরে জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের পরই সিনার ওয়াডার সঙ্গে সমঝোতায় তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা মেনে নেন। যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে টেনিস মহলে। ডোপিং বিরোধী সংস্থাগুলির সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নোভাক জকোভিচ পর্যন্ত।

এদিন সেরেনার মুখে উঠে আসে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী মারিয়া শারাপোভার কথাও। প্রসঙ্গত ২০১৬ সালে ডোপ টেস্টে ধরা পড়ায় শারাপোভাকে ১৫ মাসে জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল। যদিও পরে শারাপোভা দাবি করেন তিনি জানতেন না সংশ্লিষ্ট দ্রব্য নিষিদ্ধের তালিকায় রয়েছে বলে। সেই কথা মনে করিয়ে সেরেনা বলেন, 'মারিয়ার কথা না চিন্তা করে আমি পারি না। এটা অদ্ভুদ এবং অস্বাভাবিক ছিল। সত্যিই ওর জন্য খারাপ লাগে।'

শুভেচ্ছা

☺ মনোমিতা ও অজয় : (হাকিমপাড়া) : শুভবিবাহ, শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফেমিলি রেস্টুরেন্ট' (Veg/N. Veg) রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

☺ SUSRITA & SAURABH (রবীন্দ্রনগর) : শুভবিবাহ, শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফেমিলি রেস্টুরেন্ট' (Veg/N. Veg) রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

শুটিং বিশ্বকাপে সোনার পদক গলায় নিয়ে সুরুচি ফোগট।

মনুকে পিছনে ফেলে জোড়া সোনা সুরুচির

লিমা, ১৭ এপ্রিল : শুটিং বিশ্বকাপে জোড়া সোনা জয় সুরুচি ফোগটের। মনু ভাকেরকে পিছনে ফেললেন বছর ১৮-র ভারতীয় শুটার।

আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে সোনা জিতেছিলেন সুরুচি। পেরুর লিমায় আইএসএসএফ বিশ্বকাপে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে নেমেছিলেন সুরুচি, মনু দুজনেই। অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী শুটারকে পিছনে ফেলে সোনা জিতেছেন সুরুচি ফোগট। রুপো পেয়েছেন মনু। দুজনের পয়েন্টের ব্যবধান ১.৩। এখানেই শেষ নয়, ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে মিক্সড ইভেন্টেও সৌরভ চৌধুরীর সঙ্গে জুটি বেঁধে সোনা জিতেছেন হরিয়ানার ঝাজ্জারের সুরুচি।

জোড়া সোনা জয়ের উচ্ছ্বাস গলায় নিয়ে সুরুচি বলেছেন, 'আমি সোনা জিততে ভালোবাসি। চেষ্টা করি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আরও উন্নত করার। যখনই কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিই, ভাবি না কে প্রতিপক্ষ। আমার লড়াইটা নিজের সঙ্গেই। বিশ্বকাপ তো সবে শুরু। আমার লক্ষ্য অলিম্পিক।' নিজে সোনা জিততে না পারলেও অনুজের সাফল্যে খুশি মনু। বলেছেন, 'বুয়েনস আয়ার্সের পর লিমাতেও সোনা জিতল সুরুচি। জুনিয়ার শুটাররা যেভাবে উঠে আসছে তা খুবই ভালো দিক। আশা করি ভবিষ্যতে ও আরও সাফল্য আনবে।'

ফের চোট নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ১৭ এপ্রিল : চোট আর নেইমার যেন সমার্থক শব্দ। নিজের কেরিয়ারে বারংবার চোটের কবলে পড়েছেন তিনি। এবার স্যান্টোসের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। ব্রাজিলিয়ান লিগের ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মিনেইরোর বিরুদ্ধে ম্যাচের ৩৪ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন নেইমার। যদিও ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে স্যান্টোস। পরে দলের কোচ সিজার সাম্পাইও বলেছেন, 'নেইমারের চোট নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। আমরা প্রার্থনা করছি, ওর চোট যেন খুব গুরুতর না হয়।'

একই রাতে বিদায় রিয়াল ও বায়ার্নের

সেমিফাইনালে আর্সেনাল, ইন্টার

হারের হতাশায় মুখ ঢেকেছেন রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

সেমিফাইনালে উঠে গর্জন আর্সেনালের গাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি, ডেকলান রাইসের।

মাদ্রিদ ও মিলান, ১৭ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদ। তালিকায় তিন নম্বর দলটি বায়ার্ন মিউনিখ। সেই দুই দলই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল একই রাতে। সেমিফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল আর্সেনাল ও ইন্টার মিলান।

আর্সেনালের কাছে প্রথম লেগে তিন গোলে হার হজমই বোধহয় রিয়ালের আত্মবিশ্বাস চূর্ণ করে দিয়েছিল। ঘরের মাঠ স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতেও গানারদের কাছে ২-১ গোলে হারের মুখ দেখল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। বল দখল হোক বা গোলের উদ্দেশে শট নেওয়া, সব দিক থেকেই এগিয়ে ছিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। তারপরও ৬৫ মিনিটে বুকায় সাকার গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার সেই গোল শোধ করলেও তা কোনও কাজে আসেনি। সংযুক্তি সময়ে গাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির গোলের সুবাদে দুই পর্ব মিলিয়ে ৫-১ ব্যবধানে জিতল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পর দলকে সামনের দিকে তাকানোর পরামর্শ রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তির। বলেছেন, 'ভেঙে পড়লে চলবে না। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে তাকাতে হবে। এই মরশুমে এখনও তিনটি শিরোপা জিততে পারি আমরা। সেদিকেই মনোযোগ দিতে হবে।' এদিকে রিয়ালকে হারানোর পর ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আর্তেতা। আর্সেনাল কোচ বলেছেন, 'আজ আমি যেখানে তার জন্য গুয়ার্দিওলার ধন্যবাদ প্রাপ্য। উনিই আমাকে সহকারী কোচ করেছিলেন। ওঁর কাছে আমি সবসময় কৃতজ্ঞ।' সেই সঙ্গে এই জয়কে কেরিয়ারের সেরা বলে উল্লেখ করেছেন আর্তেতা।

অন্যদিকে কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় পর্বে ইন্টার মিলানের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে বায়ার্ন। তবে প্রথম লেগ ২-১ গোলে জিতে থাকার সুবাদে সেমির ছাড়পত্র পেয়ে গেল ইন্টার। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলে জয়ী সিরি আ-র ক্লাবটি।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ১-২ আর্সেনাল
(দুই লেগ মিলিয়ে আর্সেনাল ৫-১ গোলে জয়ী)

ইন্টার মিলান ২-২ বায়ার্ন মিউনিখ
(দুই লেগ মিলিয়ে ইন্টার মিলান ৪-৩ গোলে জয়ী)

মন্থর উইকেটে ম্লান 'ট্রাভিষেক'

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ - ১৬২/৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স - ১২৮/৪
(১৪.৩ ওভার পর্যন্ত)

ভরসা দিলেও বড় রান করতে পারলেন না সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অভিষেক শর্মা (উপরে)। জোড়া উইকেট নিয়ে হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে উচ্ছ্বাস মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের উইল জ্যাকসের। বৃহস্পতিবার।

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল : সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাদের দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মার উপর কতটা নির্ভরশীল তা প্রমাণিত হল আরও একবার। বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বোলারদের সামনে ম্লান 'ট্রাভিষেক'। ফলে হায়দরাবাদ থামল ১৬২/৫ স্কোরে।

যদিও ম্যাচের প্রথম বলেই অভিষেকের ক্যাচ মিস করেন উইল জ্যাকস। তখনও বোঝা যায়নি হায়দরাবাদের কপালে এতটা দুঃখ রয়েছে। জীবনদান পেয়ে অভিষেক করে যান ২৮ বলে ৪০ রান। তবে শুরুর দিকে ব্যাটে-বলে সঠিক সংযোগ করতে পারছিলেন না অভিষেক। এদিন একটিও ছক্কা এল না তাঁর ব্যাট থেকে। চলল না উলটো দিকে দাঁড়ানো হেডের (২৮) ব্যাটও। নিটফল পাওয়ার প্লে-তে কোনও উইকেট না হারিয়েও মাত্র ৪৬ রান তুলল হায়দরাবাদ।

মন্থর উইকেট দেখে পাওয়ার প্লে-র পরেই জ্যাকসকে (১৪/২) বোলিংয়ে আনেন হার্দিক পান্ডিয়া। যার ফল মেলে হাতেগরম। প্রথমে ঈষান কিষান (২) এবং পরে হেডকে সাজঘরে ফেরালেন জ্যাকস। মাঝে কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন হেনরিচ ক্লাসেন (০)। তিনি নীতীশ কুমার রেড্ডিকে (১৯) সঙ্গে নিয়ে স্কোরবোর্ডে জোড়েন ৩১ রান। লোয়ার ফুলটসে ক্লাসেনকে বোল্ড করেন জসপ্রীত বুমরাহ (২১/১)। স্লগ ওভারে অনিকেত ভার্মার ৮ বলে ১৮ রানের ইনিংসে দেড়শো পার করে অরেঞ্জ আর্মি।

রানতাড়ায় নেমে রোহিত শর্মার (২৬) অফফর্ম এদিনও কাটেনি। তিনটি ছক্কা মারলেও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি তিনি। তবে মুম্বইকে জয়ের রাস্তায় রেখেছিলেন জ্যাকস (৩৬)। তাঁকে সঙ্গ দেন সূর্যকুমার যাদব (২৬)। খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৪.৩ ওভারে মুম্বইয়ের স্কোর ১২৮/৪। ক্রিজে তিলক ভার্মা (৫) ও হার্দিক (০)।

শিলিগুড়ির পাসাংয়ের লক্ষ্য এবার সিনিয়ার দল

ডেভেলপমেন্ট লিগে নজর কেড়েছেন শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : তাঁর হ্যাটট্রিকের দৌলতে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মন জয় করে নিয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকদের। সেই বাগান স্ট্রাইকার পাসাং দোরজি তামাংয়ের লক্ষ্য সিনিয়ার দল।

কলকাতা লিগে কালীঘাট মিলন সংঘের হয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে সবার নজরে আসেন পাসাং। সেখান থেকে মোহনবাগানের ডেভেলপমেন্ট লিগের দলে সুযোগ পান। পাসাংয়ের মোহনবাগানে যোগদানের পিছনে মোহনবাগান কর্তা অরূপ মজুমদারের বড় ভূমিকা ছিল। কোচ ডেগি কার্ডোজার প্রশিক্ষণে এবার ডেভেলপমেন্ট লিগে দুরন্ত পারফরমেন্স করেছেন শিলিগুড়ির এই ছেলেটি। ফাইনালে হ্যাটট্রিক সহ মোট সাত গোল করেছেন।

আসন্ন সুপার কাপে ডেভেলপমেন্ট লিগে খেলা ফুটবলারদের সঙ্গে সাহাল, আশিকের মতো সিনিয়াররাও খেলবেন। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান। সুপার কাপে খেলতে যাওয়ার আগে পাসাং বলেছেন, 'সুপার কাপে মাঠে নামার সুযোগ পেলে নিজেকে নিংড়ে দেব। আমার লক্ষ্য আইএসএল খেলা। সেখান থেকে দেশের হয়ে খেলতে চাই।' তিনি আরও যোগ করেন, 'বড় জায়গায় যেতে গেলে আমাকে আরও গোল করতে হবে। প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।'

মোহনবাগান তারকা লিস্টন কোলাসোর অন্ধভক্ত পাসাং। লিস্টনের মতো লেফট উইংয়ে খেলেন তিনি। শিলিগুড়ি লিগে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। দেশবন্ধু ক্লাবের হয়ে শিলিগুড়ি লিগের সর্বাধিক গোলদাতাও হয়েছিলেন। সেখান থেকেই কলকাতায় আগমন শহিদনগরের এই ছেলেটির।

সুপার কাপে সাহাল আব্দুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ান, দীপক টাংরির মতো খেলোয়াড়দের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করার সুযোগ পেয়ে খুশি পাসাং। প্রথম দিনের অনুশীলনে কোচ বাস্তব রায় পাসাংকে ভয় না পেয়ে মাথা ঠান্ডা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিকে, বৃহস্পতিবার অনুশীলনে মোহনবাগানের প্রায় জনা পঁচিশ ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়ারদের মধ্যে সাহাল, আশিক, দীপক, দীপেন্দু, সুহেল আহমেদ ভাটরা ছিলেন। আর ছিলেন ডেভেলপমেন্ট লিগে খেলা ফুটবলাররা। প্রবল বৃষ্টির কারণে তাদের নিয়ে ঘণ্টাখানেকের বেশি অনুশীলন করাতে পারেননি কোচ বাস্তব রায়। আপাতত প্রথম ম্যাচ খেলতে হবে ধরেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছে মোহনবাগান।

সুপার কাপে অনিশ্চিত সাউল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : সুপার কাপে লাল-হলুদের স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। চোটের জন্য সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। এমনকি ইস্টবেঙ্গল যদি প্রতিযোগিতায় আরও এগোয় তাহলে পরের দিকে ম্যাচগুলিতে তিনি খেলবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। আরও একবার মেডিকেল পরীক্ষা হলে বোঝা যাবে।

সাউলের চোট নিয়ে এই লুকোচুরিতে একটা বিষয় পরিষ্কার, চোট খুব গুরুতর না হলেও কিন্তু এর ভালো প্রভাব রয়েছে। গত মরশুমেও সাউলের চোট নিয়ে প্রথমে ধোঁয়াশা ছিল। পরে দেখা যায়, একটা লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে চলে যান তিনি।

আজ ড্র করলে চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনের খেতাব জয়ের থেকে একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি। শুক্রবার চানমারি এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে তারা। আপাতত ১৪ ম্যাচ ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে কিবু ভিকুনার দল। সমসংখ্যাক ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে চানমারি। তবে চানমারিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন ডায়মন্ড কোচ কিবু ভিকুনা। তিনি বলেছেন, 'চানমারির ঘরের মাঠে খেলা। ওরা ভালো দল। ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে। আমরা জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামব।'

প্রস্তুতি ম্যাচের আগে রাফায়েল মেসি বাউলিদের নির্দেশ অস্কার ব্রুজোঁর।

শৃঙ্খলায় বেঁধেই চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : ১৩ ম্যাচে মাত্র ৮টা হলুদ কার্ড। কোনও লাল-কার্ড নেই। পরিসংখ্যানটা এই মরশুমে ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ ইস্টবেঙ্গলের।

অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজ যেখানে যান সাফল্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়। বয়স মাত্র ২৯। কোচ হিসাবে সাফল্যের চূড়ায় না হলেও এরইমধ্যে তিনি যে মধ্যগগনে পৌঁছেছেন তা বলাই যায়। ইতিমধ্যেই ঝুলিতে তিন-তিনটি ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগের খেতাব। গোকুলাম কেরালাকে দুইবার চ্যাম্পিয়ন করে এবার ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেন। তাঁর ছোঁয়াতেই এক ম্যাচ বাকি থাকতে চ্যাম্পিয়ন লাল-হলুদ প্রমীলাবাহিনী। অ্যান্টনির এই সাফল্যের প্রথম শব্দটাই শৃঙ্খলা।

শুক্রবার নিজেদের মাঠে লিগের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালা এফসি। এই ম্যাচেই লাল-হলুদের মেয়েদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হবে। তার আগে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের কোচ অ্যান্টনি বলছিলেন, 'শৃঙ্খলাই আমার কাছে সবার আগে গুরুত্ব পায়। মনে করি ওটাই সাফল্যের চাবিকাঠি। আর কাজের প্রতি সবসময় সৎ থেকেছি। প্রথম দিনই মেয়েদের এই দুটি কথা বলে দিয়েছিলাম। ওরাও তা শুনে চলেছে।' গতবার লিগ টেবিলে একেবারে নীচের দিকে শেষ করেছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই জায়গা থেকে এবার প্রথম। কোচ অ্যান্টনির কাছেও এটা গর্বের। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লাল-হলুদ মহিলা দলের কোচ বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সুবিশাল ঐতিহ্য। যা ফুটবলার, কোচ সবাইকেই কাজ করার বাড়তি উৎসাহ জোগায়। আর দায়িত্ব নেওয়ার পর অতীতে কী হয়েছে তা নিয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাইনি। নিজের কাজটুকু করে গিয়েছি। ফুটবলারদেরও তাই বলেছি। ওরা কথা শুনেছে, আজ আমরা চ্যাম্পিয়ন।' তাঁর আক্ষেপও রয়েছে। সবশেষে তিনি বলছিলেন, 'আমরা আমাদের কাজটা করেছি। এই ট্রফি সমর্থকদেরই। আমরা আরও বেশি করে আপনাদের পাশে চাই।'

জয়ী প্লেয়ার্স, ডুয়ার্স অ্যাকাডেমি

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় প্রোগ্রেসিভ কিডস কাপ অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচে প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। জংশন ডিআরএম মাঠে শিব টসে জিতে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৭ রান তোলে। রাজদীপ দাস ১৬ রান করে। মিতদ্রু রাউথ ১০ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে প্লেয়ার্স ১১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান তুলে নেয়। নীলাঞ্জন সরকার ৩০ রান করে। শতদল চক্রবর্তী ১৯ রানে নেয় ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা সংগীতা বাসফোর।

অন্য ম্যাচে আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। বিবি প্রথমে ১৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৮২ রান তোলে। রুদ্রনীল মাইতি ২৩ রান করে। সমৃদ্ধ মৈত্র ২৩ রান নেয় ২ উইকেট। জবাবে ডুয়ার্স ৬.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আইন্সটাইন নার্জিনারি ৪৮ রান করে। শমিত বর্মন ৩২ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

মাঠে ব্যাট পরীক্ষা নিয়ে বাড়ছে বিতর্ক

খবর এগারোর পাতায়

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

20.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94D 79445 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কারও আর্থিক অবস্থা উন্নীত করা সহজ নয় যার জন্য অনেক প্যারামিটারের প্রয়োজন। ডিয়ার লটারি যে কোনও মানুষের জন্য একটি সমাধান স্বরূপ এসেছে যা কোনও কষ্ট ছাড়াই আর্থিক অবস্থা বাড়িয়ে তোলে। এটি অন্ধকারে একটি আলোর জ্যোতি স্বরূপ এসেছে। এই সুন্দর একটি প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা মনসুর মোমিন - কে

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিশালের শতরান

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০২০ ব্যাচ ৮১ রানে হারিয়েছে ২০১১ ব্যাচকে। ২০২০ প্রথমে ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২০০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা বিশাল সাহা অপরাজিত ১০৬ রান করেন। ২০১১ জবাবে ১৩.১ ওভারে ১১৯ রানে গুটিয়ে যায়। বিবেক রায় ৬৮ রান করেন। কার্তিক বর্মন ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

রাজ্য ক্যারাটেতে জেলার ৩৫

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : ২৫তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ শিলিগুড়িতে শুরু হবে শুক্রবার থেকে। সেখানে অংশ নেবে আলিপুরদুয়ারের ৩৫ প্রতিযোগী। তাঁরা ইতিমধ্যেই রওনা হয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উল্লাস পাটকাপাড়া হাইস্কুলের। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন পাটকাপাড়া

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার ওয়েস্ট জোন কাউন্সিলের উদ্যোগে এবং পদ্মেশ্বরী হাইস্কুলের ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পাটকাপাড়া হাইস্কুল। বুধবার ফাইনালে তারা ৫-০ গোলে পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলকে হারিয়েছে। পদ্মেশ্বরী হাইস্কুল মাঠে পাটকাপাড়ার অপু রায় ও ভানু লোহারা জোড়া গোল করে। তাদের অন্যটি অরবিন্দ ওরাওঁয়ের।

উত্তরের খেলা

সেরা সান্তালপুর

বারবিশা, ১৭ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ইস্ট জোনাল কাউন্সিলের উদ্যোগে অনূর্ধ্ব-১৪ আন্তঃ স্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সান্তালপুর মিশন হাইস্কুল। বারবিশা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে বারোবিশা উচ্চ বিদ্যালয়কে হারিয়েছে। এর ফলে সান্তালপুর জেলা পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। প্রথম সেমিফাইনালে কুমারগ্রাম মদনসিং হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায় সান্তালপুর। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভলকা উচ্চ বিদ্যালয়কে হারিয়েছে বারবিশা। ফাইনালের সেরা সান্তালপুরের রোহিত মুর্মু। সর্বাধিক গোল স্কোরার একই দলের বাপ্পা মারান্ডি। সেরা গোলকিপার ভলকার মণীশ দাস।

কায়ম চূর্ণ
কায়ম ট্যাবলেট
কায়ম দানা
শেঠ ব্রাদার্স, ভাবনগর-এর উৎপাদিত পণ্য
UIN:GUJARAT/0003/2025